

2.3

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भारतनिधि, फरीद
वाराणसी-5

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भारतनिधि, फरीद
वाराणसी-5

ग्रन्थालय
वाराणसी-5

পরমার্থাধ্যাতম

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রণীত

শ্রীশ্রীসর্বমান্না

(মূল অষ্টকাবলী ও পঞ্চানুবাদ)

শ্রীঅর্ণব দেবী কর্তৃক সম্পাদিত

পরমারাধ্যতম
শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামি পাদেয়
তিরোভাব তিথি ।
শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী, শ্রীগৌরান্দ ৪৭৪,
১৯ শ্রাবণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ।
৪ আগষ্ট, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ ।

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ

আজ্ঞায়—মহাশয়,

পরতনিত্রি, ১০ রোড

ব্রাহ্মণসী-৫

মুদ্রাকর—শ্রীরাধাপদ গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণপ্রেস, বৃন্দাবন ।

(উত্তর প্রদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাধো ভ্যতঃ

আশ্রয়-মন্ত্ৰালয়,
কলকাতা, কলকাতা
কলকাতা-৫

“আদদানন্তুগং দত্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ।

শ্রীমদ্ভপ-পদাস্তোত্র-ধূলিঃ শ্রাং জন্মজন্মনি ॥”

নিবেদন

পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীকৃপানুগভক্তবৃন্দের শ্রীচরণকমলে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎপ্রণতিপূর্বক
নম্র নিবেদন,—

আমার নিত্যমঙ্গল বিধানের নিমিত্ত পতিতপাবন পরম কৰুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-
বৈষ্ণবগণ কতিপয় বর্ষ পূর্বে আমাকে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল কৃপাগোস্বামিপ্ৰভুপাদ-
বিরচিত শ্রীশ্রীশিবমালার পদ্মাবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশের উক্ত রূপাদেশ প্রদান
করিয়াছিলেন। অত্যন্ত হৃৎখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীশ্রীলকৃপাগোস্বামি-
পাদের অপ্রাকৃত কাব্যের রসাস্বাদনে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিতা, আপন অনন্ত
অদোগ্যতা-বশতঃ আমি হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়া থাকি। নিজকে এই
সেবাকার্যের একান্ত অসমর্থ জানিয়াও কেবলমাত্র শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববৃন্দের রূপাজ্ঞা
পালনের উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পরমকরুণ অদোষদরশী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের শুভাশীর্বাদই এই সেবাকার্যে
একমাত্র সঙ্গল। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্ৰভুদত্ত শ্রীশ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃতের নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি বারংবার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে।

“দূর্গ, নীচ, ক্ষুদ্র মূত্রি বিবদ-লালস।

(শ্রীগুরু-) বৈষ্ণব-আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস ॥

শ্রীকৃপ-রঘুনাথ চরণের এই বল।

যার স্বভেদে সিন্ধু হয় বাহিত সৰল ॥”

পরমোদার, রূপাসিন্ধু গুরুবৈষ্ণবগণ এই পতিতাদমার অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই পত্নাত্মবাদের ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধনান্তে পাঠ করিবেন, এই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীমৎ হৃন্দরানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ মহোদয় বিশেষ রূপাপূর্বক এই শ্রীগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থা করিয়াছেন। পরম করুণাকর শ্রীশ্রীমৎ গৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাকে সেবানন্দময় স্বদীর্ঘ জীবন প্রদান করুন,—সকাতরে এই রূপাভিষেক করিতেছি।

শ্রীমদ্বন্দ্বাবনশ্চ শ্রীমদনমোহনঘেরানিবাসী পণ্ডিত শ্রীহরিকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজী এই শ্রীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে ও প্রক্ দেখার কার্যে প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির বহু কৰ্মা ছাপার পর ব্রহ্মচারীজী তাঁহার চিরপ্রার্থিত শ্রীব্রহ্মরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অকপট সাহায্য না পাইলে শ্রীগ্রন্থটির প্রকাশই অসম্ভব হইত বলিয়া মনে হয়। পরম করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীগৌরানন্দ-নিত্যানন্দ-পাদপরে শ্রীহরিকৃষ্ণানন্দজীর নিত্যকল্যাণ বিধানের নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। ভগবদ্ভিষেক্য নানা অনিবার্য কারণে এই গ্রন্থমুদ্রণাদি কার্য শেষ করিতে বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেল।

আমার অযোগ্যতার কোনও সীমা নাই। অপ্রাকৃত বসিককুলমুকুটমণি শ্রীশ্রীল রূপপাদের অষ্টকাবলীর পত্নাত্মবাদে অসংখ্য ভুলত্রুটি সংঘটিত হইয়াছে : পরিশেষে তজ্জন্ত শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরুবৈষ্ণবঠাকুরবৃন্দের শ্রীপদারবিন্দে অবনতমস্তকে মার্জনা যাক্কা করিতেছি। যদি এই পত্নাত্মবাদ পাঠে কাহারও হৃদয়ে পরানন্দ-রসের এক কণিকাও সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্যতীর্থজ্ঞা জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীশ্রীরূপ-পাদের বিরহ-তৃষ্ণা

১২ শ্রাবণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীরূপানুগভক্তবৃন্দের

শ্রীপাদপদপ্রেমভিখারিণী দীনাতিদীনী

অপর্যাপ্ত দেবী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গো জয়তঃ

আশীর্বাণী-বন্দনা

মুকং কেরোতি বাচালং পদুং লজ্জয়তে গিরিম্
কৃষ্ণপ্রিয়তমং বন্দে তং গুরুং করুণাময়ম্ ॥

“শ্রীমদ্রূপপদাভোজ-বন্দং বন্দে মুহূর্হঃ।

যশ্চ প্রসাদানজ্জোহপি তন্মাতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ ॥”

“সমস্তজনমঙ্গল-প্রভব-নামরত্নাধুধে

শচীশ্বত ময়ি প্রভো কুরু মুকুল মন্দে রূপান।”

শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বহৃদয়-ব্রজবনজাত বিচিত্র-
বর্ণ-গন্ধ-মকরন্দময় ভাব-স্তব-কুসুম-স্তবকে প্রাণশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিগূঢ়-
নিকুণ্ডসেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয় অনুগবর শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ
সেই সকল নির্মালাভবক একত্র আহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণানুগ রসিকজনগণের
জ্ঞাত যে নির্মালা-মালা-কর্ণাভরণ গুহ্যন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীশ্রীস্তবমালা।
ইহাই শ্রীজীবপাদ শ্রীস্তবমালার প্রারম্ভে ব্যক্ত করিয়াছেন—

শ্রীমদীশ্বর-রূপেণ রসামৃত-কৃতা কৃতা।

স্তবমালাশ্রীভবেন জীবেন সমগৃহ্যতে ॥

শ্রীজীব স্বীয় উপজীব্যচরণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের পরিচয় দিয়াছেন—“রসামৃতকৃতং ॥”
এই একটি শব্দের রসস্বরূপালোকেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের
রসশিল্পাচার্য। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—“শ্রীকৃষ্ণ-রূপায় পাইছ
ভক্তিরস-প্রাপ্ত” (চৈ চ ১।৫।২০৩)।

শ্রীস্তবমালা শ্রীকৃষ্ণানুগ ভজনরহস্যরত্নের সম্পূর্ণ। শ্রীনামকীর্তনমুখে লীলা-
শ্রবণমঙ্গল-পদ্ধতি-স্বরূপ এই স্তবমালা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীজীবের অসমোক্ষ

অবদান। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতরস-মূর্তির শ্রীচৈতন্যপাদভাসমুত ও শ্রীমদ্ভাগবত-
রসবিদ্যু-মখিত শ্রীরূপকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তানুত-রসগ্রহনমূহের নির্ধারিত নিহিত রহিয়াছে।
রসশিল্পগুরু শ্রীরূপ তাঁহার নিকুঞ্জেখরী শ্রীকবিতাসুন্দরীকে মনের সাধে নিকুঞ্জ-
নাথকের নয়ন-মনোরম বিচিত্র চন্দ্রে অলঙ্কারে সন্ধ্যাতে ভঙ্গীতে মগ্নিত করিয়া
স্বীয় নিত্যসিদ্ধাসেবা করিয়াছেন। শ্রীরূপের এক একটি বাক্যের ও শব্দের
ধ্বনিভেদ পরমরসজগণও সম্পূর্ণ নিরূপণ করিতে অসমর্থ। টীকাচার্য
ত্রিবিদ্যভূষণপাদ বথার্থই বলিয়াছেন, বর্কণৈকসিদ্ধু শ্রীরূপদেব যদি এই সকল
স্তব রচনা না করিতেন, তবে ভক্তগণ শ্রীরক্তরাজমূতের গুণরূপলীলাদি বিষয়ে কিছুই
বথাবধ জানিতে পারিতেন না। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২।৬) বর্ণনা করিয়াছেন—

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশোদ্বীপ্য বস্তং বমতি ঘনবাপ্পাদুমিসতঃ।
ভূবি প্রেরন্তব্যং প্রকটয়িতুং স্নানসিত-তনুঃ
স দেবশৈচতচ্ছাকৃতিরতিতরং নঃ রূপমতু।

যিনি ভুলোকে গোলোকের প্রেমের স্বরূপ জ্ঞাপন করিবার জন্য—ভগবান্-
কীর্তনই হইতেছে, সেই ব্রজপ্রেমের স্বরূপ, ইহা লোকে বুঝাইবার উচ্চ
(ভগবান্-কীর্তনমের তৎপ্রমা ভবেনিতি বোধনামেত্যর্থঃ —শ্রীকলদেবভাষ্য)
প্রথমে শ্রীমূখের দ্বারা শ্রীনামানুতরস পান করিয়া (পঞ্চাং) নয়নযুগলের
দ্বারা নিবিড় অশ্রুমোচনহলে সেই নামানুতরস উদগীরণ করিতেছেন, সেই
উল্লসিত-তনু শ্রীচৈতন্যকৃতিদেব আমাদিগকে প্রচুরভাবে রূপা করুন।

অপ্রাকৃত-রসাত্তবী লীলাপটিকরগণ স্বতঃই রসের সার অনুভব করেন, আর
সকলে ব্যক্তিগত রসসার আবাদন করেন। এই দুইশ্রেণী বথাক্রমে অন্তরঙ্গ ও
বহিরঙ্গ নামে ভাগবতে কথিত (প্রীতিসন্দর্ভ ১১০)। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ সর্বকারণকারণ
পরতত্ত্বসীমা বলিয়া তাঁহাতে সমস্ত ভগবৎলীলারসের পরিপূর্ণ বন্যাবেশ দৃষ্ট হয়।
বাঁহাদের রসাস্বাদন-সংস্কার নাই, তাঁহারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগীতার তত্ত্বোপদেশো-
মাত্র বা শ্রীগৌরকে বর্ণাশ্রমধর্মের পালক বা ধর্মসংস্কারক, অথবা গৌরনারায়ণরূপে

বিচার করেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মস্থাপন বা নারায়ণরূপে পঞ্চবিধা মুক্তিদান, কিংবা শুদ্ধভক্তির পুনরুজ্জীবন কার্যের জন্য সর্বরস রসিকশেখরের প্রপঞ্চে লীলা প্রকটনের প্রয়োজনীয়তা নাই। “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের নিদান। অশেষ বিশেষে কৈল রস আশ্বাদন ॥ সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগধর্ম। চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম ॥ (চৈ চ ১৪।২২৫-২৬)। এই শ্রীকৃষ্ণাভূগ সিদ্ধান্ত বাহাদের অমুভূত হয় নাই, তাঁহারা শ্রীগোরাধকে ন্যূনাধিক পূর্বোক্ত বিচারেই পূজা করেন এবং যথার্থ শ্রীকৃষ্ণাভূগ রসিকগণকেও ‘সহজিয়া’ বলিয়া কল্পনা করেন। “প্রাকৃতে রস এব নাস্তি” ইহাই শ্রীকৃষ্ণাভূগগণের পরিভাষা-বাক্য।

অপরপক্ষে বৃক্ষস্থিত ভ্রাম্মাকলের রসাস্বাদন দূরে থাকুক, স্পর্শলাভেও বঞ্চিত হইয়া অপ্রাকৃত রসসংস্কারহীন কৃত্তিকিকগণের হৃদয় রসময় ফলের প্রতি অল্পস্থের আরোপ ও অভিযোগ-নীতি তাঁহাদের হৃদয়ে শৈল্যের আয় অবস্থান করে।

শ্রীভগবদ্ভাস রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি সমস্তই হেয়াংশরহিত চৈতন্যরস-স্বরূপ। এই নামাদিরস-সার বাহারা স্বতঃই আশ্বাদন করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীজীবের কথিত নামাকুণ্ডরসজ্ঞ অন্তরঙ্গলীলাপরিকর। শ্রীকৃষ্ণ ও তদভূগবর শ্রীজীব সেই লীলা-পরিকরগণেরই অন্তর্ভুক্ত। এই দুই মহাজন তাঁহাদের জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর ‘কৃষ্ণ’ নামাকর আশ্বাদনের দুইটি সমুজ্জল চিত্র যথাক্রমে শ্রীবিদম্বমাধবে (১৩৩) ও শ্রীগোপালচম্পূতে (পূর্ব ১৪।২২) অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিদম্বমাধবে শ্রীপার্শ্বমাসীর কথিত “ভুও তাওবিনী রতিং” ইত্যাদি শ্লোকটির অম্বরূপ শ্রীজীবপাদের শ্লোকটির নিম্নে দিগ্-দর্শন করা হইতেছে—

শ্রব্যাকাং স্বাদসারং শ্রুতিরম্মমুতে যন্তু যথা স্বধাক্কে-

র্দ্ব্যাল্লকং রসজ্ঞা সুখহৃদিজস্বখং চিত্তবৃত্তির্গদেব।

কিস্তং কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ময়মথবা কৃষ্ণবর্ণদ্ব্যতীনা-

মাজীব্যাঃ কোহপি শশ্বংস্ফুরতি নবযুবোত্মহয়া মোহিতান্মি ॥

শ্রীরাধা স্বগত বলিতেছেন—‘কৃষ্ণ’ এই বর্ণদ্বয়াত্মক নাম আমার কর্ণে, জিহ্বায় ও চিত্তবৃত্তিতে স্ফুরিত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দসার বিস্তার করিতেছেন? অথবা

উ

সদা হৃদয়কন্দরে স্মরতু বঃ শচীনন্দনঃ

কৃষ্ণবর্ণহ্যতিবিশিষ্ট (নীলকান্তমণিময়বিগ্রহধারী) কোন নবকিশোর নটবর নিরন্তর স্মরিত হইয়া আমাকে ঐরূপ আনন্দ দান করিতেছেন ? তাহা আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও স্থির করিতে না পারিয়া মোহিত হইতেছি ।

কৃত্তি—(১) কর্ণ ও (২) বেদ । [১] কর্ণ বাহাকে শ্রবণসংস্কার রসনির্ধাররূপে নিরন্তর (অনু) অনুভব বা আশ্বাদন করে (মন্ততে) ; [২] বেদ বাহাকে শ্রবণীয় মন্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্বাদনীয় মহামন্ত্ররূপে নিরন্তর অঙ্গীকার করেন ; **রসজ্ঞা**—(১) জিজ্ঞাসা ও (২) রসিকগণ । [১] জিজ্ঞাসা বাহাকে মধুরতা, মাদকতা, সঙ্গীতকতা, সৌরভময়তা ইত্যাদি গুণযুক্ত অমৃত-সমূহের মন্থনোদ্ধৃত সাররূপে নিরন্তর আশ্বাদন করে ; [২] রসকলাবিদগণ বাহাকে প্রেমানুভবসমূহের মন্থনোদ্ধৃত নবনীতরূপে নিরন্তর আশ্বাদন করেন । **চিন্তবৃত্তি**—(১) অস্থঃকরণের অনুসন্ধানাঙ্গিকাবৃত্তি ও [২] নান্যিকাদির চেষ্টা (সাহিত্যদর্পণ ৬:১৪০ ; নাটকচন্দ্রিকা ৪৪৩, ৪৬৮, ৫০০) । [১] অস্থঃকরণের অনুসন্ধানাঙ্গিকাবৃত্তি বাহাকে নিঃশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া হৃৎযুক্ত হৃদয়োৎসর্গস্বরূপে (অরূপশক্ত্যানন্দোখিত পরমানন্দরূপে) নিরন্তর অনুভব করে । [২] চিন্তকে রসভাবনায় বিভাবিত করিবার উপজীব্যরূপা এবং নৃত্যগীতবিলাস-মুগ্ধ-শৃঙ্গারাদি সমন্বিতা যে কৈশিকী বৃত্তি (বাহা শৃঙ্গাররসময়ী নান্যিকাদির চেষ্টা) বাহাকে প্রেমানন্দস্বরূপে নিরন্তর আশ্বাদন করেন, তাহা কি বস্তু ? 'কৃষ্ণ'—এই দুইটি অক্ষর (বর্ণদ্বয়াক্ষর নাম) ? অথবা, 'কৃষ্ণ' এই দুইটি অক্ষরের (নামের) এবং কৃষ্ণহ্যতিকরদের (বিগ্রহের) উপজীব্য কোন নবকিশোর নটবর (স্বরূপ)—যিনি নিরন্তর স্মৃতিপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা বিতর্কের দ্বারা বৃত্তিতে না পারিয়া আমি মোহিত হইতেছি । তাৎপৰ্য এই—কর্ণে, জিজ্ঞাসার ও চিন্তবৃত্তিতে কৃষ্ণনামাকরদ্বয়ের শ্রবণকীৰ্ত্তনরূপ বিলাসজাত যে পরমানন্দ সঞ্চারিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণস্বরূপ-রূপগুণলীলাদির পরিপূর্ণ স্মৃতি হইয়া থাকে । কৃষ্ণনামাকরের বিলাসের সহিত সাংসার নানী কৃষ্ণের বিলাসের কোনই পার্থক্য নাই । ত্রিরাধাকে ত্রিকৃষ্ণনাম নামীরই স্থায় সম্পূর্ণ মুগ্ধ করেন ।

শ্রীনাথের ছায় মংস্ত-কুণ্ডাদি ভগবদ্রূপও অপ্রাকৃতরসের মূর্তিবিগ্রহ (সিদ্ধ
২।৫।১১৭) শ্রীকৃষ্ণরূপ অখিলরসামৃতমূর্তি—শুদ্ধারসময় । রূপের ছায় গুণও চৈতন্য-
রসময় । শ্রীভক্তজ্ঞানন্দনের লাম্পট্যাতি 'দোব' নহে, তাহা শ্রীনারদ, শ্রীউদ্ধব, শ্রীশুকাদি
মহৎগুণের প্রশংসিত পরমগুণ এবং তাহাতে অপ্রাকৃত রসোন্মাদ-চর্চণার পরাকাষ্ঠা
অপ্রাকৃত-রসিকগণ অনুভব করেন । *বাদবাদি পরিকল্পন চন্দ্রের সহিত যুক্ত
তারকারাজির ছায় রসস্বাদকর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্য সংযুক্ত (ভঃ ১০।১০ ১৮) ।
সুতরাং সেই সকল পরিকল্পনের মধ্যে কোন প্রকার হেয়তা বা তাঁহাদের পাতিত্যাতি
দোব কল্পনাকারী স্বয়ংভগবানেরই পাতিত্যা (১) কল্পনা করেন (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১২১) ।
ভগবানের সৃষ্ট্যাতি লীলা হইতেও লৌকিকী লীলা (নরবৎ লীলা) পরমরসময়ী এবং
বাল্যাতি লীলা প্রবাহরূপে নিত্য ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ । জন্মলীলা গোলোকে
প্রকাশিত হয় না বলিয়া গোলোক হইতে মাথুর মণ্ডলস্থিত গোকুলের (মাথুরকৃষ্ণ দ্বিধা
প্রাহর্গোকুলং পূরমেব চ) শ্রেষ্ঠতা (গোলোক গোকুলের বৈভব) এবং সর্বলীলা-
মুহূর্তমৌলি শ্রীরাসলীলাও গোলোকে এবং গোকুলেও নাহি, একমাত্র বৃন্দাবনেই
প্রকাশিত বলিয়া গোকুল হইতেও বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠতা । “বৈকুণ্ঠাচ্ছনিঃতো বরা
মধুপুরী” ইত্যাদি শ্লোকে (উপদেশামৃত ২) উত্তরোত্তর রসপ্রাবনের চমৎকারিতা-
হেতু গোলোক হইতে গোকুল, তাহা হইতে বৃন্দাবন, তাহা হইতে গোবর্দ্ধন ও
তাহা হইতে রাধাকুণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠতা শ্রীকৃষ্ণপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন । বৈকুণ্ঠ-
শব্দে গোলোক (পদ্মপুরাণ, পাতাল ৪৫ অধ্যায় ও ভবমালা, নন্দাপহরণ
দ্রষ্টব্য) । ভগবানের জন্মলীলা রসময়ী ও তাঁহার উপাসক-সম্প্রদায় আছেন ।
কিন্তু ভগবানের অস্থান-লীলার উপাসক নাই । এজন্যই শ্রীচৈতন্যলীলা-
রসিকগণ শ্রীমগ্নাপ্রভুর জন্মলীলা সন্নিহিত বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অস্থান-
লীলার কোন বর্ণন করেন নাই । শ্রীকৃষ্ণের মোঘললীলা ইন্দ্রজালের ছায়
মায়িক । লীলাস্তরের নিত্যত্ব গোপন করিবার নিমিত্তই লীলাশক্তির ইচ্ছায়
মায়িকী লীলার প্রকাশ । অরসিক ও কুরসিক সম্প্রদায়ের মায়াময় বস্তুর
কৌতূহলের উদ্রেক হয়, এজন্য তাহারা অপ্রাকৃত-লীলারসাধনে বঞ্চিত ।

শ্রীজীব যে ক্রমাচ্ছসারে ভবমালা গ্রন্থন করিয়াছেন, সেই ক্রম ও গুণফলশৈলীর
মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণপাদভজনপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ক্রম ও রসপরিপাটী নিহিত রহিয়াছে ।

* অতঃপাশ্চাত্য স্বরূপশক্তিবাদের দ্বিভগবৎস্বাভিঃ সহ বিরংসা জাতা (শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন ১৩, শ্রীজীব) ।

মঙ্গলস্থো ভগৎপ্রমি বিজয়স্থাং তদাহবয়।

বর্তমান গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদিকা একান্ত ভজননিষ্ঠা হইয়া শ্রীকৃন্দাবন-
ধাম আশ্রয়ে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্ণের রূপাদেশে শ্রীরূপপাদের শ্রীস্তবমালা হইতে
কেবল অষ্টকাবলীর (শ্রীমধুরাষ্টক ব্যতীত) পঞ্চানুবাদ রচনা করিয়া ভক্ত-
সমাজে শ্রদ্ধামাত্র-মূল্যে বিতরণার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি
শ্রীরূপের সমগ্র গীতাবলীরও পঞ্চানুবাদ করিয়াছেন। এই সকল তাঁহার প্রায়
অধ্বন্যতাদীকালব্যাপী ভক্তিসাহিত্যসাধনার ফলস্বরূপ। পূজনীয়া সম্পাদিকা
শ্রীধাম হইতে এই পতিতাদমকে অনেকদিন যাবৎ একটি "ভূমিকা" লিখিয়া
দিবার জ্ঞাননির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা মাতৃদেবীর আজ্ঞার
তায় তাঁহার উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া এবং অষ্টকপাঠকের
প্রতি শ্রীরূপপাদের অহৈতুক পরম আশীর্বাদসমূহ স্বরণ করিয়া শ্রীরূপপাদের
বর্ণিত দুইটি প্রখ্যাত ভগবদ্ভাষ্যেরই ভূমিকারূপে অবলম্বনপূর্বক "শ্রীরূপের
রসপ্রস্থানের ভূমিকা" রচিত ও এতৎসহ সংযুক্ত হইল।

শ্রীরূপের "অনর্পিতচরীঃ চিত্রাং" এবং "শ্রীচৈতন্যমুখোদগারী হরে-রুক্ষেতি-
বর্ণকাঃ" ইত্যাদি আশীর্বাদ-শ্লোকদ্বয় যে বেদসার পরমবাস্তব সত্য উহার
কোনও অংশই বা একটি শব্দও অতিরঞ্জিত বা নিরর্থক নহে, তাহাই
অলৌকিক ও লৌকিক রসভগবৎের রসবিচার-দ্বারা, বিভিন্ন তথ্যরাজি ও
শ্রীমদ্ভাগবতদিক্কাঙ্ক্ষের সাহায্যে তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা প্রদর্শন করিবার
এবং তদ্বারা শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের 'অসমোক্ষ' ও 'অতুলনীয় উৎকর্ষ-চমৎকারিতার
নিগূঢ়নির্দেশ করিবার প্রবল প্রেরণাই এই স্মৃতিসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।
এতদ্ব্যতীত সগণশ্রীরূপপাদ ও শ্রীরূপাভূগ বৈষ্ণববৃন্দের চরণে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরূপাভূগ-গণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া যেন অকপটে প্রার্থনা করিতে পারি—

"যদি জ্ঞা হনেকং স্থাং শ্রীরূপচরণাশয়া।

তচ্চ স্বীকৃতমস্মাভির্নাত্যং শীঘ্রমিহাপি চ॥"

"শ্রীরূপেণ প্রবলকরণাশালিনা দর্শিতং য-

মাদৃঙ্ক্ষপ্রকৃতি-জনতা-শ্রেয়সে রাগবদ্ভা।

তস্মিন্ দেবাং রতিরতিতরাং বর্ধতে সারভাজাং

তেবাং পাদাধ্বজনতিমতী কোটিশঃ স্তোত্রনির্মে॥"

শ্রীপুরুষোত্তমধাম,

শ্রীমানযাত্রা, ৫ আষাঢ়, ১৩৬৬

শ্রীমদ্বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস

শ্রীমদরানন্দ দাস (বিজয়বিনোদ)।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো ভদ্রতঃ

শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টস্থাপক শ্রীরূপ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাত্মনশলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

(শ্রীগৌতমীয়তন্ত্র ৭ম অঃ)

শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট স্থাপিতং যেন ভূতলে ।

সোহয়ং রূপঃ কদা মহং দদাতি স্বপদাস্তিকম্ ॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের রুত উপরি-উক্ত শ্রীশ্রীরূপ-পাদপদ্ম-বন্দনার প্রবাদী ক্ষতালোক আমাদের চিত্তগুহার অন্ধকার বিনাশ করুন। বন্দনার প্রত্যেকটি শব্দ বিবিধ রসধরনিতে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্ববিৎ শ্রীমত্তত্ত্বগুরুদেবের রূপায় অনাদি-অজ্ঞানান্ধ জীবের চক্ষু উন্মীলিত হইলে সেই চক্ষুর যে শ্রীচৈতন্যরূপ-সংসর্গের স্তম্ভ স্বাভাবিক সাতিশয় তৃষ্ণা, তাহাই 'রাগ' (শ্রীভক্তিসং: ৩১০)।

শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্টের স্থাপক। সর্বতোভাবে পূজিত, অভিপ্রেত (শ্রীশ্রীধর ভা ১০।১৪।৪১) বা প্রিয়তম (শ্রীসনাতন-এ) বস্তুকে অভীষ্ট বলে। রসশাস্ত্রানুসারে (শ্রীনাটকচন্দ্রিকা ৩১১) রসাস্বাদনের ইচ্ছাবশতঃ স্তম্ভবস্তুতে যে মনতা তাহা অভিপ্রায় বা অভীষ্ট নামে কথিত।—“অভিপ্রায়ঃ পরে প্রার্থনতাং স্তম্ভবস্তুনি”। “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময়নুষ্ঠি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ সেই রস আবাদিতে কৈল অবতার। আনুযদে কৈল সব রসের প্রচার ॥” (চৈ চ ১।৪।২২২-২২৩)। স্বমাদুর্ঘ্য রসাস্বাদনই শ্রীব্রজেন্দ্রকুমারের স্তম্ভ। শ্রীরাধার প্রৌঢ়-নির্মল-ভাবরূপ সর্বোত্তম প্রেম শ্রীব্রজেন্দ্রকুমারের

সেই স্বনাধুর্ঘরস আশ্বাদনের একমাত্র কারণ। সেই শ্রীরাধার ভাবকান্তি-বিমণ্ডিত হইয়া শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সপরিচয়ে সেই উন্নত উজ্জল রস আশ্বাদন করিয়া প্রকটলীলা-কালে সেই রস রূপানিধের রীতিতে আপামর সকলকে আশ্বাদন করাইলেন এবং যাহাতে পরবর্তিকালেও সেই রস আপামর সাধারণ নাখনসিদ্ধের রীতিতে আশ্বাদনের অধিকারী হইতে পারেন তজ্জন্ত যে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের নিজায়ুরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাহা পরিবেশন করাইবার অভিলাষ, তাহাই শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট।

‘স্থাপক’ শব্দটিও রসশাস্ত্রীয় পরিভাষা। প্রধান নটকর্তৃক পূর্বরঙ্গের (মহলাচরণের) পরে যিনি রঙ্গে প্রবেশ করিয়া কাব্যার্থ স্থাপন করেন, তাহাকে স্থাপক বলে। স্থাপক নাটকীয় বস্তুবোজের সূচনা করেন। স্থাপক প্রধান নটের (স্বহৃদ্যারের) তুল্যগুণুক্ত প্রধান নট বলিয়া ‘স্বহৃদ্যার’ পদেও উক্ত হইলেন (সাহিত্যদর্পণ ৬।১২)। মহাভাব-রসরাজ-একীভূত-তনু শ্রীগৌর হইলেন স্বহৃদ্যার বা প্রধান নট আর তাহারই ‘একরূপ’ ‘গুণল-উজ্জল-রস-তনু’ শ্রীকৃষ্ণ লীলারস-কাব্যার্থের স্থাপক।

শ্রীমহাগবতে (১০।১৩।৪৪) “সত্যজ্ঞানানন্দানন্দ-মার্থৈকরসমুর্ভূতঃ” ইত্যাদি উক্তি হইতে জ্ঞানা বায়, শ্রীবৃন্দাবনে রসসমূহ নুর্ভীমান হইয়া অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য—রসাদুর্ভিধরূপ। শ্রীকৃষ্ণ সেই রসময়নুর্ভী অভিষ্টদেবের প্রতিষ্ঠাপক।

‘রূপ’ শব্দটিরও নানা রসধ্বনি আছে। যে সৌন্দর্য-কান্তি-প্রভৃতির সমবাহ-বিশেষে অলঙ্কারসমূহ পরস্পর শোভিত হয় (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৩৩৮), শরীরে কোন ভূষণাদির পরিধান ব্যতীতও যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূমিতের দ্বারা প্রকাশিত হয় (উজ্জল ১০।২৫) ইত্যাদি অর্থে ‘অলঙ্কার’ শব্দে ‘রূপ’ শব্দের প্রয়োগ হয়। বিবিধ রসধ্বনির ঐক্যতানে রসিকগণ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা আশ্বাদন করেন।

শ্রীঅলঙ্কার-কৌশলভকার শ্রীকবিকর্ণপুর বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়-স্বরূপ—শ্রীস্বরূপদামোদরের প্রিয় ও স্বয়ংরূপ-তত্ত্বের সর্বোৎকর্ষ-নিরূপক। শ্রীমহাপ্রভুর দয়িতস্বরূপ। প্রেমস্বরূপ—নুর্ভীমান শ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রেম। সহজাভিকৃষ্ণ

—স্বভাবতঃই মনোরম। শ্রীমহাপ্রভুর নিজানুরূপ—শ্রেম-প্রচার-বিষয়ে স্বয়ং মহাপ্রভুরই তুল্য। রূপেও (সৌন্দর্যেও) মহাপ্রভুরই জায়। শ্রীমহাপ্রভু দেই শ্রীকৃপে স্ববিনাস (নিজ ব্রহ্ম ও নবদ্বীপ-লীলা) ও স্ব-রূপ (রসতত্ত্ব) দিবার করিয়াছেন। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ২।৩০)

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ কর্তৃক আদিকবিভে শক্তিসংগ-সীমা

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ “বৃন্দাবনীয়ান রসকেলিবান্ধাং” ইত্যাদি শ্লোকে (চৈ: ৫: ২।১২।১) বলিয়াছেন, শ্রীগৌরহরি পূর্বকল্পের লীলায় জগতে যে ব্রহ্মরস-কেলি-বান্ধার প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই সুদীর্ঘ-কাল-মধ্যে লুপ্ত হওয়ায় শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভৃ উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃপে শক্তিসংস্কারপূর্বক সেই রসকেলিবান্ধা পুনরায় বিস্তার করেন, যেৰূপ কল্পারম্ভে ব্রহ্মাতে শক্তিসংস্কার করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ব্যাসবত (১।১।১) হইতে জানা যায়, কল্পারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ আদিকবি শ্রীব্রহ্মাতে (বা আদিরসের কবিতে) সঙ্কল্পমাত্রেই স্ব-তত্ত্ব (বা আদিরস-তত্ত্ব) বিস্তার করিয়াছিলেন (তেনে ব্রহ্ম বদা য আদিকবয়ে)। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা (৫।২৩-২৪) হইতে জানা যায়, আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সংস্কৃত ব্রহ্মা বেদসার স্তবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং পূর্বসংস্কারবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আদিষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। “ততান রূপে স্ববিলাসরূপে” (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ২।৩০) এবং “হৃদি বস্ত্র প্রেরণয়া প্রবর্তিতোহহং” (ভ: র: সি: ১।১।২) এই উক্তি হইতেও তদ্রূপ জানা যায়, বর্তমান কল্পের লীলায় আগ্রহরি শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃপ গোস্বামীতে সর্বতত্ত্ব বিস্তার করেন এবং শ্রীগৌরশক্তিসংস্কারিত শ্রীকৃপ বেদসার “অনর্পিতচরীং চিদ্রাং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীগৌরান্ধের স্তব করেন। পূর্বসংস্কারবশতঃ (পূর্বকল্পে শ্রীগৌরান্ধলীলার রসচার্ঘ্য-হেতু) শ্রীকৃপ শ্রীচৈতন্যাদিষ্ট মনোহরীষ্ট ব্রহ্মরসের স্থাপনা করেন। অতএব প্রতি কল্পেই শ্রীকৃপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের রস-প্রস্থানের শিল্প-প্রজ্ঞাপতি বা আদিকবি (আদি বা উজ্জল-রসের কবি)।

শ্রীমদ্রূপ-শ্রীরাম রাহ-প্রমুখ আরও বহু অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকিতে শ্রীমগাহাপ্রভুর
শ্রীরূপে শক্তিসংস্কারের কারণ কি? শ্রীবিখনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেন, শ্রীরাধাবাণী

রূপ পৌর্ণমাসী বৃন্দাদির প্রতি এবং ত্র্যেষ্ঠাকল্পা ললিতা বিশাখাদির প্রতি গৌরববৃদ্ধিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসহ নিজ রহঃলীলার সমস্ত কথা শ্রীকৃষ্ণ-মঞ্জরীর নিকটই নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেন, সেইরূপ শ্রীরাধাভাবাত্য প্রভু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ স্থানে—শ্রীকৃষ্ণদ্বয়েই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার রহঃশোদঘাটন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-বর্ণনার্থ শক্তিসংকার করেন।

“বঃ কৌমারহরঃ” ইত্যাদি লৌকিক কবির শ্লোকটি, যাহা শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু কীর্তন ও আখ্যান করিতেন, সেই শ্লোকের মহাপ্রভুর হৃদয়গত গুঢ় ভাবাহুযায়ী রসধ্বনি নীলাচলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-রামরায়াদির অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণই “প্রিয়ঃ সোহং কৃষ্ণঃ” ইত্যাদি স্বকৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর অশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের সহৃদয়তা ও শ্রীচৈতন্যের রসধ্বনি-প্রস্থানের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব প্রমাণিত হয়। শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু রামকেলিতে শ্রীকৃষ্ণদনাতমকে “পুত্রাতন দাস” (চৈঃ চঃ ২।১।২০৭) বলিয়াছিলেন। অতএব স্বীয় নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তকে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু কষ্টক আধুনিকবৎ শক্তিসংকার-লীলা (শ্রীচরিতামৃত-টীকা, ২।১৯।১২১)।

শ্রীভগবান্ নিজ নিত্যলীলাপরিকরগণকেই উপলক্ষ করিয়া অপরকে শিক্ষা প্রদান করেন। লীলাপরিকরগণের সর্বক্ষেত্রেই ইহা জ্ঞানিতে হইবে। —(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৬)। শ্রীচক্রবর্তিপাদও (সারার্থদর্শিনী ১২।১৩।২১) বলেন, যাহারা জীবকুলকে নন্দন গ্রহণ করাইবার কোশল-বিষয়ে পরম নিপুণ, সেই সকল মহাপ্রপালু মহদগুণ কোন মহাপ্রসিক (নিজপ্রিয় ও সুবিখ্যাত) ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়াই জগতে হিতোপদেশপরম্পরা দানের নীতি অবলম্বন করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীঅর্জুনের ও শ্রীউদ্ধবের মোহ ও অন্ত্যবেশ, শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর ও শ্রীরাধাবগণের নানাপ্রকার ব্যবহার ও পরম্পর কলহাদি, শিশুপাল দম্ববজ্রের কৃষ্ণবিরোধ (ক্রমসন্দর্ভ ৭।১।৩২ ও মাধুর্ঘ্যকাদম্বিনী ৪ অঙ্ক), জগদগুরু শ্রীমহাদেবের মোহিনীরূপ দর্শনে মোহ ইত্যাদি এবং শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলায় জগাই-নাগাই, ছোট শ্রীহরিদাস, শ্রীকালাক্ষ দাস, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীরামচন্দ্র পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রমুখ লীলাসঙ্গিগণের নানা ব্যবহার কিংবা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদির পূর্বে বিবয়ীর সঙ্গে অবস্থিতি ও সাধকবৎ আচরণ কোনটিই সেই সেই নিত্যভগবৎপরিকরণের অনর্থের পরিচায়ক নহে এবং শ্রীভগবানের নিজ প্রিয়জনগণের প্রতি দণ্ডাদিলীলা বা উপদেশাদিও তাঁহাদের জন্ত নহে—তাহা জহন্নম্-দ্বারা (ভগবৎলীলাসঙ্গিগণকে পরিত্যাগপূর্বক) ভক্তিপথের সাধকসম্প্রদায়ের জন্ত—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ৬৬)। “তদ্বারাত্তেভ্য এবোপদেশোহয়ম্” (ক্রমসন্দর্ভঃ ১১।৭।৬) ; “স্বব্যাজেনাত্মানুদ্ভিষ্টেবেতি জ্ঞেয়ম্” (ঐ ১১।২২।৪০)। —“কি মেরে বউয়ের শিক্ষা” (প্রবাদ) ; “নিজ ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম বুঝাইতে” (চৈঃ চঃ ৩।২।১৪৩) ; “এসব বৈষ্ণব অবতারে অবতারি। প্রভু অবতরে ইহা সবে অগ্রে করি ॥” (চৈঃ ভাঃ ৩।৮।১৭০) ; “গৌরাদের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রহৃত পাশ ॥” শ্রীকৃষ্ণলীলার, শ্রীগৌরলীলার বা যে কোন ভগবৎলীলার সাধক্যে কোন লীলাপরিকরণে তটস্থশক্তিস্থানীয় সাধকজীব মনে করিলে স্বয়ং-ভগবান্ বা তদেকাত্ম লীলাবতারগণকেও আচার্য্য বা ব্যাখ্যাতৃস্থানীয় ব্যক্তিরূপে কল্পনা ও তজ্জনিত অপরাধ অনিবার্য্য হয়। অতএব শ্রীরূপে আধুনিকবৎ শক্তিসংস্কার কেবল লোকপ্রতীতির জন্ত। অর্থাৎ সাধক্যে শ্রীচৈতন্যশক্তিসংস্কারিত স্বপার্যদ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যরসশাস্ত্রনিরূপণে অপরে অধিকারী নহেন, ইহা লোকে জানাইবার জন্ত।

শ্রীচৈতন্যের প্রদেয় জীবপ্রাপ্য চরমসাধ্য (চৈঃ চঃ ২।৮।১২৫-২০৪) যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকৃষ্ণসেবাসুত-রস, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপমগ্ধরীর দ্বারাই প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগুরুরূপা সখী-মগ্ধরীও শ্রীরূপমগ্ধরীর শ্রীপাদপদ্মেই সাধকমগ্ধরীকে সমর্পণ করেন। শ্রীরাধার প্রাণপ্রেক্ষা শ্রীললিতা-শ্রীবিশাখাদি সখীও কৃষ্ণসেবাকালে যে রহঃসেবার অধিকারিণী নহেন, শ্রীরূপমগ্ধরী সেই সেবায় নিত্য অধিকারিণী। শ্রীল দাস-গোস্বামিপাদ শ্রীব্রজবিলাস-স্তবে (৩৮) বলেন—

প্রাণপ্রেক্ষ-সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ

কেলীভূমিষ্ রূপমগ্ধরিমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিজভক্তিরসবিতরণ

ভগবতের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় ও দার্শনিক সম্প্রদায়েরই মূল আকাজিকত বস্তু আনন্দ এবং নির্বাণ বা মুক্তিতেই সেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-রসমূর্ত্তির শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর ধর্মে বা দর্শনে আনন্দেরও বাহ্য আশ্রয়, সেই রস-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন এবং পরতত্ত্বসীমার প্রীতিতেই রসাত্ত্বভবের পরাকাষ্ঠা। পরতত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে তত্ত্ব ভগবৎস্বরূপের ভক্তগণেরও প্রীতির ও রসের তারতম্য হয়। “কুসুমের মধুর স্ফোর যেমন ভ্রমরের প্রয়োজনেই, সেইরূপ ভক্তহৃদয়ে প্রেমের স্ফোর কেবল প্রেমমধুপ ভগবানেরই প্রয়োজন বা প্রীতিসাধন-নিমিত্ত—ভক্তের স্বপ্রয়োজনে নহে।” (শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা)

লৌকিক রসজগৎ কাব্যামৃতরসাত্ত্বাদ ও সহৃদয়গণের সদ্য—এই দুইটিকে সংসার-বিষবৃক্ষের মধুর ফল বলেন। বস্তুতঃ লৌকিক কাব্যাদিতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া যে রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা কবির বর্ণনচাতুর্য্যমাত্র। উহার দ্বারা অথও নিত্যনিরবচ্ছিন্ন রসের আস্থান, আত্যন্তিকি দুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তি ঘটে না। এজন্য লৌকিক রসিতে দাস্তাদি-রস নিষ্পত্তি অসম্ভব।

প্রাকৃত নায়ক অতি নখর বলিয়া তাহাতে রস হয় না। নির্বিশেষরাজের রসরূপতা অনভিব্যক্ত, ক্রীতব্রজ রসিক নহেন। অস্থায়ী পরমাত্মায় শক্তির আংশিক বিকাশ থাকিলেও তিনি সাদৃশ্যরূপ, উদাসীন; হৃদরাং তিনিও রসিক নহেন। শ্রীরাম-নৃসিংহাদি দাবতীয় ভগবৎস্বরূপই রসিক, কিন্তু কেহই “সর্বরস” বা “অখিলরসামৃতমূর্ত্তি” নহেন। শ্রীব্রজেশ্বরনন্দনই একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। (ভাঃ ১০।৪৩।১৭ ইত্যাদি)। হৃদরাং তিনিই রসিকশেখর। যিনি সর্বকারণ-কারণ (ভঃ সংহিতা ৫।১), যিনি সর্বদর্মজ্ঞ (ভাঃ ১।১।১৭।৭), যিনি রসিকশেখর, তিনিই তাহার সমস্ত স্বাংশ ও বিভিন্নশক্তি-তত্ত্বসমূহের মধ্যও কাহার কি পরিমাণ রস, তাহা নিরূপণ করিতে পারেন। “বিষ্ণু-মহাবিষ্ণু-ব্রহ্ম-শিব-মংস্কূর্মাদয় ইতি ভগবতঃ শ্রীরাধাকান্তস্বাংশ-কুল-কলা-শক্ত্যাবেশাদিচ্ছ বহুস্তম্।

এতেবানংশাদীনানং নির্ঘ্নং কর্তুং কর্তা স্বয়ং শ্রীভগবানেব নাহঃ ।” (শ্রীকৃষ্ণভক্তি-
রত্নপ্রকাশ ৫ন রত্ন)। রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু সর্বরসাদুখি শ্রীমদ্ভাগবত-
রসমূর্তি শ্রীগৌরহরি স্বলীলায় সমস্ত রসের বিচিত্রবিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন
এবং স্বীয় রসশিল্পপ্রজ্ঞাপতি শ্রীকৃপের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতরসসিদ্ধি মন্থন করিয়া
শ্রীভাগবতানুতে রসলক্ষণে সঙ্গতিতত্ত্ব শ্রীভগবৎস্বরূপবৃন্দ ও তদীয়বৃন্দের তারতম্য,
শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে অভিধেয় ভক্তিরসসমূহের তারতম্য এবং শ্রীউজ্জল-
নৌলমণিতে নামাকুণ্ড রসজগণের প্রয়োজনতত্ত্ব রসরাট মধুর রসনাফাৎকার-
চমৎকারিতা-পরাকাষ্ঠা ও তারতম্য-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। তত্ত্ববন্ধ—রূপ,
রূপভক্তি প্রেমরূপ। নাম-সদ্বীর্জন সর্ব আনন্দস্বরূপ ॥ দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া
ভক্তিরস। তাহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ (চৈঃ চঃ ১।১।২৬-১০০)—
ইহাই হইল শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রকাশিত রসবিজ্ঞানের পরিভাষা-বাক্য।
তাঁহাদের নিরূপিত সঙ্গী, প্রয়োজন ও অভিধেয় তিনতত্ত্বই অনছাপেক্ষী ও
সর্বাংশী। শ্রীভক্তেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই রসিকশেখরত্ব, ব্রজগোপীপ্রেমেই রসোল্লাস-
পরাকাষ্ঠা, শ্রীগৌরপ্রবর্তিত শ্রীনামসদ্বীর্জন হইতেই সর্বভক্তিরসের বিকাশ।
এজ্ঞ তাঁহারা নিখিল আনন্দের আনন্দস্বরূপ পরম রসময়।

অপ্রাকৃত মহাকাব্যমুক্তমণি, নিগমকল্পতরুর গলিতফল, অগিলরসামৃতখনি
শ্রীমদ্ভাগবত (হৃদসামৃত-তৃপ্তশ্রু নাগত্ৰ স্মাদ্ রতিঃ কচিৎ) এবং শ্রীনামাকুণ্ডেরসজ
সদয় ভক্তিরসপাত্র—এই দুইটির দ্বারাষ্ট শ্রীনাম-সদ্বীর্জন-পিতৃদয় ভক্তিরস
বিতরণ করিয়া সেই লব্ধরস-ভক্তের প্রেমরসে বর্ণীভূত হয়েন। শ্রীচৈতন্য-
মনোভীষ্টস্থাপক শ্রীকৃপ ভূতলে সেই শ্রীমদ্ভাগবত-কাব্যরসামৃত দৃশ্য ও শ্রব্য
কাব্যাকারে প্রকাশ করিয়া এবং সমৃদ্ধ স্বয়ং সদয় ভক্তিরসপাত্ররাজরূপে
প্রকটিত হইয়া শ্রীনামাকুণ্ডে ভক্তিরসিক বিশ্ববৈষ্ণবের মূল আশ্রয় হইয়াছেন।

কল্পকালব্যাপিনী অনর্পিতচরী উল্লভোজ্জলরসময়ী অন্তর্ভুক্তি

শ্রীকৃপ ভগতের প্রতি আশীর্বাদ-বরী (শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের মদলাচরণ)
শ্লোকে বলিয়াছেন,—শ্রীশচীনন্দন-হরি যে নিম্ন ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার

জন্ম রূপাপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইরূপ ভক্তি ব্রহ্মার এই দিবসের (কল্পের) মধ্যে কোনও যুগে, কোনও কালে অথবা কোনও ভগবৎস্বরূপের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (৩:২৫:৩৮) দৃষ্ট হয়, এই কল্পেই স্বাদ্ভুবনযন্তরে লীলাবতার শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহুতিকে সকল রসের রাগভক্তির (ভক্তিসন্দর্ভ ৩:০) উপদেশ করিয়াছেন। এই সংশয়াশঙ্কা করিয়াই শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—শ্রীশচীনন্দনের প্রদত্তা ভক্তি উন্নতোজ্জলরসময়ী-স্বভক্তিশ্রী—উজ্জল (শৃঙ্গার) রসময়ী, তাহা আবার উন্নত—“শ্রীব্রজগোপীভাবেন পরমোৎকর্ষ-কক্ষাং প্রাপ্তঃ”—শ্রীব্রজগোপী শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবে পরমোৎকর্ষ-কক্ষাপ্রাপ্ত। ইহা স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কোন ভগবৎস্বরূপেরই নিজস্ব সম্পত্তি নহে, সুতরাং অপরে তাহা দান করিতে পারেন না।

শ্রীবিশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কল্পের বৈবস্বতমযন্তরীর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের ষাপরের শেষে সেই উন্নতোজ্জলরসময়ী স্বভক্তি-সম্পত্তি তাঁহার লীলাপটিকরগণে ও ভক্ত সম্প্রদায়েই লীলাদ্বারে দান করিয়াছেন। পুতনাদি অভক্তে শ্রীবিশোদাতীর অঙ্কুরণ ছিল বাঁলয়াই তাঁহার। দেহবিনাশের পরে গোলোকগতি প্রাপ্ত হন। যে লীলাপুরুষোত্তম নিজ অন্তঃপুরের মধ্যেই নিজস্ব বস্তু কেবল নিজ-জনে দান করিয়াছিলেন, সেই লীলাপুরুষোত্তমই তৎসম্মিহিত কলিতে আবির্ভাব-বিশেষে স্বরূপশক্তি ফ্লাদিনীর ভাবকাস্তিবিমণ্ডিত হইয়া সপরিষ্কারে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বয়ং লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া, পরিকরগণকে সর্বত্র প্রেরণ করিয়া, অবাচকে বাচিয়া আপামরে নিজস্ব প্রিয়তম ও অপর কর্তৃক অপ্রদেয় সেই সুদুল্লভ সম্পত্তি বঞ্চেচ্ছ বিতরণ এবং সকলেরই বথাবস্থিত দেহেই সত্তা সত্য সেই স্ব-নাম-প্রেমরস আত্মদান করাইলেন। ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ অষ্টসহস্রযুগ (ভাঃ ১২:৪১:২-৩) পূর্বে শ্রীগৌরকৃষ্ণ এই ব্রজপ্রেম এই রূপই আপামরে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই স্বদীর্ঘকাল পরে পুনরায় এই-কলিতে (৪৭০০ বর্ষপরিমিত কলিযুগাংশে) ১৪০৭ শকাব্দের শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া সেই নিজস্ব প্রিয়তম সম্পত্তি দ্বাদশরাশির দ্বারা সর্বত্র নিঃক্ষেপ করিয়াছেন।

শ্রীকপাদ শ্রীচৈতন্যঠাকুর (৩৩) বলিয়াছেন—

ন বং কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্বিরপ্যাহিতং

স্বয়ং বিবৃতং ন যদুক্ততরাবতারান্তরে ।

ক্ষিপন্নসি রসানুধে তদহি ভক্তিরত্নঃ ক্ষিতৌ

শচীস্থত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥

—বাহা বিভিন্ন বেদে, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহে ভক্তিস্বরূপ-প্রকাশক কোন প্রকারেই বর্ণিত হয় নাই (যদিও শ্রুতিতে স্থানে স্থানে ভক্তির কথা সূত্রাকারে উক্ত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ মূদ্রিতাবস্থায়ই রহিয়াছে—শ্রীবলদেব ভাব্য), সাঙ্গাং শ্রীকৃষ্ণাবতারেও শ্রীরাধাপ্রেমমাধুর্য্যসীমার কথা এইরূপভাবে এবং শ্রীকপিল শ্রীব্যাসাদি অবতারেও তাহা এইরূপ বিবৃত হয় নাই। হে রস-সাগর! তুমি সেই ভক্তিরত্নকে এই পৃথিবীতে দান্তরাশির দ্বায় যথাতথ্য অনবরত নিঃক্ষেপ করিতেছ ।

শ্রীকপ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে “অত্যাভিলাষিতাশুভং” ইত্যাদি শ্লোকে সেই ভক্তিরত্নের যে স্বরূপ ও উৎস লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, এইরূপ মৌলিক, চিদ্বৈজ্ঞানিক, পরিপূর্ণতম ভক্তিলক্ষণ শ্রীনারদ-শ্রীশাণ্ডিল্যাদিকৃত ভক্তিসূত্রেও পাওয়া যায় না।

এক সময় শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্বদ-চতুষ্টয়-(চৈঃ চৈঃ ১।১।৫১, ৬৮-৯০) বংশীয় স্বনাম-প্রসিদ্ধ পরমারাধ্যপাদ প্রভুবর শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামি-মহোদয় তাঁহার আশ্রয়ের হস্তে একখানা শ্রীনারদ ও শ্রীশাণ্ডিল্যকৃত ‘ভক্তিসূত্র’ গ্রন্থ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেন—“হৃদ সংগ্রহ করিয়া পরিদেয় বস্ত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন কি ? তৈয়ারী কাপড়ই পাওয়া যায়।” ইহা বলিয়া শ্রীকপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থ পাঠের উপদেশ করেন।^১ শ্রীকপাল্লগবর রসিক মহাজনের এই উক্তি রসধ্বনিময়। ভক্তিশক্ত্যাবিষ্ট শ্রীনারদাদি-প্রচারিত ভক্তিলক্ষণ

১। শ্রীকৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য-‘গ্রন্থকারের ছীবনী’-শ্রীনিত্যপোপাল গোস্বামি-কণ্ঠক সংলিখিত ও প্রকাশিত ৩।৮০—৩।৮০ পৃঃ (কলিকাতা—১৩১৭ বঙ্গাব্দ)

ভক্তি-পথিকগণের পরিষেয়-নিৰ্মাণোপযোগী স্বত্বসমষ্টিস্থানীয়, আর স্বয়ংরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রসশিল্পবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশিত ভক্তিরসবিজ্ঞান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দেরও নন্দনানন্দকারী ও চমৎকারী নিকুঞ্জসেবাপরা নগরী-সুখের পরিষেয় সম্পূর্ণ বিচিত্র বসনস্থানীয়।

শ্রীকৃষ্ণের অনমোর্থন মৌলিকভার কারণ

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সর্বপ্রথম স্নোকেই শ্রীকৃষ্ণ অধিন-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীরাধা-প্রেমী শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ দোষণা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দিব্যকমলকোষে বিলসিত শ্রীমহাগবত-রসরাশিই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্থাপিত হইয়াছে। স্বাক্ষর রসই বাহ্যতে বর্ত্তমান, সেই অমৃত বা পরমানন্দই বাহার মূর্ত্তি, তিনিই অধিনরসামৃতমূর্ত্তি—রসরাজ। (ভাঃ ১০।৪১।২৮, ১০।১৪।২২, ১০।৪৩।১৭ ইত্যাদি)। সেই রস মহাভাবরূপা হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা বলিয়া অমৃত (পরমানন্দরূপ)। শ্রীকৃষ্ণের রসপ্রস্থানের মূল সেই মহাভাব-রসরাজ নিলিত-তম্বু স্বরাই লীলাপুরুষোত্তম।

শ্রীকৃষ্ণ-পাদ আদি লৌকিক রসাচার্য্য ভরতমুনির মতের পরিবর্ত্তন ও পরিপুষ্টিই করিয়াছেন। ভরতমুনি লৌকিক নায়ক নাট্যকার সম-রসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অলৌকিক নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তাহার স্বরূপশক্তি নাট্যকাশিরোমণির প্রেমাধিক্য স্বরূপসিদ্ধ বলিয়া বিঘ্নালখন-গত আনন্দ হইতেও আশ্রয়ালখনগত আনন্দের চমৎকারিতাদিক্য হয় এবং সেই রস-চমৎকারিতা আত্মপনের স্বচ্ছ রসিকশেখর নায়কেরও নাট্যকার ভাবগ্রহণের স্বরূপাহুবদী লালসা হয়; ইহা কোন লৌকিক, এমন কি অজ্ঞ কোন অলৌকিক রসজ্ঞও কল্পনা করিতে পারেন না। শ্রীরাধা মাদনাখ্যমহাভাবের মূর্ত্তিবিগ্রহ সেই মাদনের কথা ভরতমুনি ত নির্দেশ করেনই নাই, এমন কি শুকমুনি সম্পূর্ণভাবে বলিতে সমর্থ হইবেন নাই। “ন নির্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাদে নুনিপ্যলম্ (শ্রীউজ্জল, স্থায়ী ২২৬)। কিন্তু যখন সেই মাদন মহাভাব রসরাজ সম্মিলিতবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া অবিগ্রহে সমস্ত ভাব প্রকাশ

করেন, তখন তাঁহার নিত্যনিক পৰিকরগণ তাহা সাক্ষাদভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করিয়া বর্ণন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রস-সাক্ষাৎকার করিয়া রসপ্রস্থান রচনা করিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গাররসকে উজ্জল-রস ও তাহার বর্ণ শ্রাম বলা হইলেও শৃঙ্গাররসমূর্ত্তির শ্রীশ্রামস্বন্দরের নামরূপ-গুণলীলাদির কথা নাই।

নাট্যশাস্ত্রে (৬।১৬) শৃঙ্গার-হাস্যাদি আটটি নাট্যরসের মধ্যে ভক্তিরসের কোনও উল্লেখ নাই। ভোজের সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদৰ্পণ প্রভৃতিতেও ভক্তি 'রস' নহে, 'ভাব' মাত্র, এইরূপ মতেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বলেন, দেবাদি-বিষয়া রতি ভাবের অন্তর্ভুক্ত। সেই ভাব এতটা অভিসম্পন্ন হইতে পারে না, বাহ্যতে রসতা লাভ করিতে পারে।

ভোজরাজ রসের অসাংখ্যরত্নের কথা বলিয়া শৃঙ্গারকে মুখ্যরস বা অঙ্গিরস বলিয়াছেন। ভোজের মতে শৃঙ্গার আত্মার অহঙ্কারবিশেষ। অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিই রত্যাগি স্নেহ, শৃঙ্গারী ব্যক্তিই রমণ করেন, হাস্য করেন, উৎসাহিত হইবেন, স্নেহবিশিষ্ট হইবেন। এই অহঙ্কার হইল সাংখ্যের মতাহুযায়ী দ্বিতীয় বিকার বা প্রাকৃত মহন্তত্বজাত অহঙ্কার। যতদিন এই অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও মোক্ষলাভ করিতে পারেন না (শৃঙ্গারপ্রকাশ ২১ অঃ)। অতএব ভোজের রস বহুদশাতেই আত্মা এবং রসাস্বাদন বন্ধ জীবেরই ধর্ম। ভোজরাজের কথিত আনন্দ প্রাকৃত সদগুণের বিকার। ভোজরাজ রসপ্রস্থানে নিরীশ্বর সাংখ্যমতাবলম্বী বলিয়াই তাঁহার মতে মুক্তিভেদে রসের প্রসঙ্গই নাই। শ্রীশ্রীতিসন্দর্ভে (৬৫ অনু) শ্রীভীবপাদ দেখাইয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যমতাবলম্বীর আনন্দ প্রাকৃতসদৃশ।

অলৌকিক রসবিদগ্ধের রসবিচার

অলৌকিক রসার্থ্যাগণের মধ্যে শ্রীমাল্লিকি শ্রীরামায়েণে প্রাচুর্যঃ কৰুণ ভক্তি-রসকে অঙ্গি-রস, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শ্রীমহাভারতে প্রাচুর্যঃ শাস্তভক্তিরসকে অঙ্গি-রস করিয়াছেন। শ্রীব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ও মহাভারতাদিতে শাস্তভক্তিরসের

কথা প্রচুর বর্ণন করিয়াও অপূর্ণতা বোধ করার (ভাঃ ১৪১২২-৩০) শ্রীনারদের উপদেশে অখিলরসাত্মক শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া রসের অবধি উপনতি করেন। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৩।১৭) কংসরদ্বন্দ্বপ্রসঙ্গে ভাবার্থ-দীপিকায় শ্রীকৃষ্ণ-কথিত প্রীতভক্তিরসকেই (দাস্তুরসকেই) 'সুপ্রেমভক্তিক' রসোত্তম বলিয়াছেন। শ্রীনামকোমলীকার শ্রীলক্ষ্মীদরও (৩য় অধ্যায়ে) উক্ত দাস্তুরসকেই সামান্যভাবে (বিশেষ নামকরণ, বিভাবাদি প্রদর্শন না করিয়া) রসরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীহৃদেবাদি আলঙ্কারিকগণ শাস্তুরসরূপে উক্ত প্রীতরসই (দাস্তুরসই) বর্ণন করিয়াছেন (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।১-২)। শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত কংসরদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমুখ্য ও সপ্ত গৌণ—এই দ্বাদশরস সামান্যভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন (প্রীতিসন্দর্ভ ১১০ ও সারার্থদর্শনী ১০।৪৩।১৭)। শ্রীমুসিংহোপাসক ধনিকার আনন্দবর্দ্ধনাচাৰ্য্য ও লোচন-টীকাকার শৈব অভিনবগুপ্ত, মুক্তাকলকার বোপদেব, হেমাতি প্রভৃতি রসজ্ঞগণ শাস্তুরসে ভক্তিরসের স্থান দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণরসে শাস্তুরসের কোন স্থানই নাই—তথায় তরুণতাতি পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণরসনন্দনে মনোবাকুল। শ্রীমদনন্দনের দাসগণও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণরসে শ্রীমদেবই ভূত্য বলিয়া জানেন; স্ততরাং শ্রীমদহুলালের সহিত ব্যবহার সখাতুল্যই হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২৫।৩৮) শ্রীকপিলদেবোক্ত "দেবামহং প্রিয় আস্মা স্ততশ সখা গুরুঃ স্বহৃদো দৈবমিষ্টম্" ইত্যাদি শ্লোক হইতে শাস্তাদি পঞ্চমুখ্য রতিকে নিত্য স্থায়ীভাবেই স্বরূপে মাত্র গ্রহণ (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৩।২৫।৩৮ ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১০ অঙ্ক) করিয়া এসকল রসের পূর্ণ বিশ্লেষণ ও পর্য্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীবোপদেব ও শ্রীমক্ষাচার্য্যের রসবিচার

শ্রীবোপদেব মুক্তাকলে (১১ অঃ) ও কৈবল্যদীপিকা টীকায় ভক্তিরসের সামগ্রীসমূহ প্রদর্শন করিয়া ভক্তির রসের স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার মতে ভক্তি কৈবল্যলাভের উপায় মাত্র এবং পরমার্থশাস্ত্রে শাস্তভক্তিরসই

শ্রেষ্ঠ, শৃঙ্গার রস শ্রেষ্ঠ নহে (ঐ ১১।১১।১৭৩); গোপীর 'অবিহিতা কামজা' ভক্তি
পাপযুক্ত। 'কামোহত্র পরপরিগৃহীতায়্য অনুচায়্য বা দ্বিযাঃ পরপুরুষে দুৰভিসদ্বিঃ
* * গোপীনাং * * জারত্বেন ভজমানানাং দৈবাং তন্ত্ৰ (কৃষ্ণ) ঈশ্বরদ্বাং
মুক্তিলাভঃ (কৈবল্য ৫।১৪)—এখানে 'কাম' অর্থে অত্মের পরিত্যাগ বা অবিবাহিতা
স্ত্রীর পরপুরুষে হৃষ্টাভিসন্ধি। কৃষ্ণকে জাররূপে ভজনশীলা গোপীগণের উপপত্তিটি
দৈবক্রমে ঈশ্বর হওয়ায় ঈশ্বরে মনঃসংযোগবশতঃ মুক্তিলাভ হয়। শ্রীবোপদেবের
সমসাময়িক শ্রীমদ্বৈত মতও প্রায় এইরূপ। শ্রীমদ্বৈত মতে গোপীর কামযুক্তা
মনোবৃত্তি পুতনা-কংসাদির ঘেব ও ভয়ের ন্যায় পাপযুক্ত ও অসুচিত।
গোপ্যঃ কামযুক্তা ভক্তাঃ (ভাঃ তাঃ ৭।১।৩১)। কামিভ্যেনাপ্সরস্ত্রিয়ঃ * *
কামভক্ত্যাপ্সরস্ত্রীণামন্তেষাং নৈব কামতঃ * * জারত্বেনাপ্সরস্ত্রীণাং
কাসাফিদিতি যোগ্যতা। * * ভগৎপ্রপিতামহে জারবর্জিনযুক্তা। বিমুক্তাবপি
কামিন্যো বিমুকামা ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ঐ ১০।২২।১৫-১৬)। কামাদিকৃত পাপ
ভক্তিপ্রভাবে পরিত্যক্ত হইলেই গোপীর মোক্ষপ্রাপ্তি (৭।১।৩১) হয়। পুতনাবিষ্ট
উর্বশীরই স্বর্গগতি, পুতনাদির নরকপ্রাপ্তি (১০।৬।৩৫) ঘটে। কৃষ্ণে কামযুক্তা
গোপীগণের কামত্বহেতু দেহত্যাগে স্বর্গপ্রাপ্তি, কালাস্তরে কৃষ্ণকে সম্যক জানিয়া
মোক্ষলাভ (১০।২২।১৩, ১১।১২।১৩) হয়। কতকগুলি অপ্সরস্ত্রীর উপপত্তিরূপে,
দেবস্ত্রীগণের স্বপ্ন-রূপে, শ্রীলক্ষ্মীর পতিরূপে, শ্রীহরির পিতৃরূপে, অন্যান্য সকলেরই
প্রপিতামহরূপে ভগবদুপাসনায় যোগ্যতা (ঐ)। বায়ুর তৃতীয়াবতার (মঃ ভাঃ তাঃ
৩।২) শ্রীমদ্বৈত শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-প্রশংসা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তিকে কৈমূর্তিকন্যায়ে বায়ু
ও ব্রহ্মারই উৎকর্ষ ও ভগবৎপ্রাপ্তির বিজ্ঞাপক বলিয়াছেন। কিন্তু বায়ুজ্ঞা ইতি
দর্শয়িতুং গোপিকাপ্রশংসনম্। সর্বৈশ্বর্যৈঃ সর্বোত্তমস্ত বায়ুরেব (১১।১২।১৬),
সর্বাদিকো ব্রহ্মা (১১।১২।২১)। কংসবিত বায়ুরই কৃষ্ণাবিষ্টতা (১০।৪৪।৩২)।

শ্রীরূপপাদ 'আত্মকুল্যো ন কৃষ্ণাত্মনঃ' ইত্যাদি ভক্তিলক্ষণে শ্রীবোপদেব-
কথিত (৫ অঃ) ঘেবজা ও ভয়ভার ভক্তিদ্বই স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্বৈত
ভক্তের চরম সাধ্য মুক্তিতে ঘেবী পুতনাদি অনধিকারী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্তে
ইহারিকে মোক্ষ ও মোক্ষদিকারী ভক্তিগতিদান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত গুণবিশেষ।
(ভাঃ রঃ সিঃ ২।১।৪০, ২০৪)। শ্রীমদ্বৈতকথিত কামযুক্তা নিরুপ্তা ভক্তিকে শ্রীরূপ
পরমোৎকৃষ্টা রাগাস্থিকা এবং সর্বসাধনসাধ্যবিহবী প্রতিগণের অধিষ্ঠাত্রী
দেবীগণেরও শ্রীকৃষ্ণে উপপত্তিভাবময় কাম শ্রীবৃন্দবাসন-পুরাণে প্রসিদ্ধ বলিয়া
(জারবর্জনে স্বপ্নেং সর্বতোহধিকম্) জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ প্রতিগণ

গোপীর ভাবানুগতভাবে ভজনশীলা (ভা: ১০৮৭।২০)। গায়ত্রীরও গোপীরূপেই
রূপপ্রাপ্তি এবং গোপীভাবেই অন্তর্গতভাবে অন্য সাধকগণেরও উপপতিভাব শাস্ত্র-
সম্মত। ব্রজ-গোপীর কেহই প্রাকৃত মাহুদী নহেন। তাহারা ক্ষুদ্রপূরী, শ্রুতিপূরী,
দেবীপূরী ও নিত্যসিদ্ধা গোপকন্যা। স্বরূপশক্তি বলিদ্বাই তাহাদের সহিত
ঈশ্বরের হলাদিনীশক্তি-বিলাস-লক্ষণ-তৎপ্রেমময়ী রমণেচ্ছা। শ্রীসত্যভামাশ্রুতা
কৃত্যের ভাবও পাপযুক্ত নহে। অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র গোপীজনবল্লভরূপে রূপের
নির্দেশ থাকায় গোপীসহ রূপের রমণ অনাদিসিদ্ধ। ব্রজ্যর সমাধিশ্রুত বাক্যানুসারে
(১০।১২০) ঈরাবাদি নিত্যসিদ্ধা রূপপ্রিয়ার দাস্তার্থ দেবস্বীগণেরও ব্রজে ভ্রম হয়
(উচ্চল ৩৪৪—৪৫)। ব্রজ-গোপীপদেহ প্রাপ্তির আশায় বাট হাজার বৎসর
তপস্যা করিয়াও ব্যর্থকাম ব্রজা শ্রীলক্ষ্মী হইতেও ব্রজগোপীর শ্রেষ্ঠত্ব ভুগুকে
বলিয়াছেন। সং ভা: ভক্তামৃত)। শ্রীব্রজা-শ্রীউদ্ধবাদি-বাহিত, কিন্তু অলব্ধ আনন্দ-
চিরয় রস গোপীপ্রেমই কামরূপে প্রসিদ্ধ (ভ: র: সি: ১।২।২৮৫)। শ্রীসম্প্রদায়ের
শ্রীলোকাচার্য্যপাদ শ্রীবচনরূপে বলেন,—‘স্বপরাধীকাসনে মুক্তিপদযোগ্য ব্রজা হরির
নাভিপদ্মে থাকিয়াও শ্রীপাদপদ্মদর্শনে বঞ্চিত; কিন্তু গোপী নিত্যরূপপ্রাপ্তবতী।
‘ব্রজা হীনো গোপিকা প্রাপ্তবতী’ (২৪২ মত্ৰ)। নিবৃত্তিমার্গগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য
বমুনাতবে ‘রাধিকাদ্ব্যক্তিপদ্বতে রতিম্’ প্রার্থনা করিয়াছেন (ঈকৃষ্ণ সং: ১৭৭)।^২

অদ্বৈতসিদ্ধিকার শ্রীমদুসুদনসরস্বতী ও ভক্তিরস

ঐচ্ছৈক্যোত্তর যুগে অদ্বৈতসিদ্ধিকার ভক্তিরসায়নে ভগবদ্ভক্তির রসর
প্রদর্শন করিয়াছেন। কামাদিত্যপকের দ্বারা প্রবীভূত মনে প্রবিষ্টা বে স্থিরা
গোবিন্দাকারতা তাহা ভক্তি (২।১)। উহা জীবের মনোবৃত্তিবিশেষ (১।২)। রসের
প্রতীতি নির্বিকল্পস্বথাস্থিকা (৩।২২)। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬২) বাহ্য রূপ-
বশকারিণী সেই রূপানন্দদায়িনী স্বরূপশক্তি হলাদিনী ভগবানেই অবস্থিত, জীব

২। শ্রীসনাতন যু: ভোবনীতে (১০।১২।১) ; শ্রীজীব বিশেষভাবে শ্রীভক্তি (৩২০), শ্রীতি
(১০২-১১০) ও ঈকৃষ্ণ-১।১৭। সন্দর্ভে, সং ভোবনীতে (১০।১২।১, ১০।২৩।২-১১, ১০।৮।২০।
ঈরাধাকৃষ্ণার্জনে (৮০) ; শ্রীশ্রীনাথ চক্রাতিপার মন্তব্য (৭। ১০০, ১১।১২।৮) ; ঈকৃষ্ণপু
রমহীকায় (২৯ অঃ), চম্পূতে (১।২৭ ২২ ; ১৮।২৭) নাটকে (৮ন ও ১০ন অঃ) ; শ্রীবলদেবগু
ঈরাধাদামোদর বেদান্ত-স্যান্ডকে (২।৬: ২১) ; শ্রীবিদ্যনাথ সা: দর্শনীতে (৭।১২৬, ১০।২৩।১১
উত্থাদি) নিরবস্থাসংস্কৃ (১০ ৩২।২২) ব্রজগোপীর রসধারণায় ঈরাধাদেব-শ্রীমদাদির
অবত (নাট ৮।১) মতবিশেষ চূড়ান্তভাবে গঠন করিয়াছেন।

নহে (সর্বাধিষ্ঠানভূতে স্বব্যব ন তু জীবৈশু—শ্রীমদ)। অতএব সেই
হলাদিনীরই কোন সর্বাতিশাদিনী বৃত্তি ভগবানের দ্বারা ভক্তবৃন্দে নিয়ত নিঃসিঞ্চ
হইয়া ভগবদ্ভক্তি বা 'প্রীতি' নাম ধারণ করেন—(প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫)। শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে (৩৩)—“ক্ষিপয়সি ব্রহ্মানন্দে ! তদহি ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ।

শ্রীমধুসূদনের মতবিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, তাঁহার মতে ব্রহ্মগোপীর ‘কামজা
রতি’ সোপানি ও মিশ্রা—(ভক্তিরসায়ন ২৬৬-৭৪)। লৌকিক কাস্তাদিবিষয়ক
শৃঙ্গারাদি রসেরও পরমানন্দরূপতা আছে (ন লৌকিকরসস্তাপি পরমানন্দ-
রূপতাত্ত্বপত্তিঃ—ঐ ১১১৩ টীকা)। ভক্তিরসের আনন্দের সহিত লৌকিকরসের
আনন্দের কেবল পরিমাণগত পার্থক্য (২১৭৭-৮৮)। ইহাও শ্রীমদ্ভাগবত
ও শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গুগ শ্রীজীবের ভক্তির রসতা-প্রদর্শন

শ্রীকৃষ্ণপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে (২১৫২২) বলিয়াছেন,—ভগবদ্রত্যাখ্যভাব
হলাদিনী মহাশক্তির বিদ্যাস-স্বরূপ এবং অবিচিন্ত্যস্বরূপ-বিশিষ্ট। শাস্ত্রানুসারে
অনুভবের দ্বারাই এই ভাব বোধগম্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের “এবংব্রতঃ”
(১১১২৪০) ও “কচিক্রদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া” (১১১৩৩২) ইত্যাদি শ্লোকে
কৃষ্ণরতির রসে পরিণতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সমুদ্র যেরূপ নিজের
তলের দ্বারা মেঘসমূহকে পরিপূর্ণ করিয়া আবার সেই মেঘসমূহের বৃষ্টিভাত
জলরাশিদ্বারা তলসমূহের আশ্রয় হয়, তদ্রূপ মনোহরা কৃষ্ণরতি ভগবৎস্বরূপকে
বিভাবাদিরূপে প্রকট করাইয়া ঐক্য বিভাবাদিদ্বারা নিজেকেই সমৃদ্ধ করে।

রসদ্ব্যপ্রাপ্তির সামগ্রী তিন প্রকার—(১) স্বরূপযোগ্যতা, (২) পরিকর-
যোগ্যতা ও (৩) পুরুষযোগ্যতা। [১] ভগবৎপ্রীতিতে স্থায়ীভাবত্ব এবং অশেষ
স্থ-তরঙ্গের সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মস্বখাদিক্যতমত্ব থাকায় পরিপূর্ণ স্বরূপযোগ্যতা
আছে। [২] প্রীতিকারণাদি পরিকর সকলই স্বভাবতঃই অলৌকিক অদ্বৈতরূপ।
[৩] শ্রীপ্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণের প্রবল প্রীতিবাসনা পুরুষযোগ্যতার আদর্শ।
লৌকিক রসে প্রাকৃত সবই হেতু, আর ভক্তিরসে বিশুদ্ধসবই (ভাঃ ৪।৩।২০)।

হেতু। প্রাকৃত সব বাহার হেতু, সেই লৌকিক রসই যখন ব্রহ্মবাদতুল্য, তখন অপ্রাকৃত শুদ্ধস্ব বাহার হেতু সেই ভক্তিরস যে ব্রহ্মবাদাতিশায়ী তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২।১০, ৩।৫।৪৮ ইত্যাদি শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে। লৌকিক দেবতা-বিষয়া প্রতিই রসসামগ্রীর অভাবহেতু রসত্যাগ করে না। (শ্রীজীবপাদ শ্রীতিসন্দর্ভে ১১০)।

তামিল আলোয়ারগণ ও উল্লভোজ্জলরস

তামিল আলোয়ারগণ হইতে ব্রজগোপীর উল্লভরসোপাসনার কথা সর্বপ্রথমে প্রচারিত হয়, ইহা একটি প্রবাদ মাত্র। বস্তুতঃ আলোয়ারগণের নায়ক বৈকুণ্ঠাদীশ শ্রীনারায়ণ, শ্রীবরাহ, শ্রীবামন, শ্রীপদ্মোদ্ভিগায়ী, শ্রীশেবশায়ী বিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীবাসুদেবকৃষ্ণ ও বিষ্ণুর অর্চাবতারগণ। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠাদীশ চতুর্ভূজ শ্রীনারায়ণের বিভবাবতার এবং শ্রীরাধা শ্রীনারায়ণ-মহিষী শ্রীনীলাদেবীর অবতার মধ্যে গণিত। শ্রীকৃষ্ণ নীলাদেবীকে লাভ করিবার জন্ত সপ্ত বৃন্দকে দমন করেন, ইহা শ্রীমদ্মা আলোয়ারের গাথায় (৩।৫।৪) দৃষ্ট হয়। উক্ত বৃন্দ-দমননীলাটি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫৮।৪৩-৪৭) দ্বারকাদীশ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নাগভিত্তী শ্রীসত্যার পাণিহরণের বীৰ্যশুদ্ধরূপেই বর্ণিত।

শ্রীপাদ নন্দা আলোয়ার (শ্রীপাদ ষষ্ঠকোপ) বৈকুণ্ঠ-সেনা-নায়ক বিদক্সেনের অবতার এবং তিনি বলিয়াছেন,—“নিত্যস্বরূপগণের প্রাপ্যভূমি শ্রীশৈলই তাঁহার প্রাপ্যভূমি (ঐ ২।১০।৭-১০)। তিনি সাক্ষ্য-সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থন করিয়াছেন (ঐ ২।৩।১০) এবং বলিয়াছেন, “আমার স্বামী দীর্ঘ চতুর্ভূজপারী” (ঐ ২।৫।৮)। “অহং অক্রমেণ সংশ্লিষ্টা”—আমি ক্রমলঙ্ঘন করিয়া নায়কের সহিত মিলিত, শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠস্বরূপ এই উক্তিভেদে পরকীর্ত্তাবের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। “ব্রহ্মবিনা ইহার অন্তর নাহি বাস।” শ্রীব্রজগোপীর আত্মগত ব্যতীত স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীরও রাগে অধিকার লাভ হয় নাই (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)। ক্রমমুক্তির বিপরীত অক্রম-সংগ্ৰহে সত্ত্বোন্মুক্তি অর্থে ‘অক্রম’ শব্দের প্রয়োগ হয়।

শ্রীঅণ্ডাল আলোয়ার (শ্রীগোদাদেবী) কর্তৃক অল্পদ্রিত শ্রীব্রত, বাহা তাঁহার

‘ত্রিকল্পাবৈ’ গাথার বিষয়, তাহাতেও দেখা যায় তিনি স্বগ্রামস্থ কুমারীগণকে একত্রিত করিয়া বটপত্রশায়ী শ্রীঅর্চাবতারের নিকট সদলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত অর্চার শ্রীমন্দিরকে নন্দালয় এবং নিভদিগকে ব্রজকুমারী ভাবনা করিয়া দ্বারপাল, নন্দমহারাজ, যশোমতী, শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধাকে ভাগাইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্তোগ প্রার্থনা করিয়াছেন (পরস্পরং ভোগ্যভূতা ভবামঃ কিল)। তাহার নন্দালয়ে গমনকালে অস্তঃপুরস্থ সখীকে বলিতেছেন,—“শাশ্বেন চক্রং ধরন্ বিশালভুজং পদ্মজনেত্রং গাতুং শয্যাভঃ উত্থাপনায় গাতুং” ইত্যাদি, ‘আমরা শাশ্বের সহিত চক্রধারী বিশাল-ভুজ কমললোচনের গান করিতে—তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইবার গাথা কীর্তন করিবার জন্ত যাইতেছি। ভরতনূনির নাট্যাংশে (২২।২১৮), শিবভূপালের রসার্ণব-সুধাকরে (১।১৬৮), শ্রীকৃষ্ণের শ্রীউজ্জলনীলমণিতে (নাটিকা ৭১) কথিত নিঃশব্দে, অতি সংগোপনে, একাকিনী অথবা একটিমাত্র স্নেহশীলা সখীর সহিত কান্তের সঙ্কটস্থানে কান্তার গমনরূপ ‘অভিসারের’ লক্ষণ, অথবা শ্রীকৃষ্ণাঙ্কিকোন্মুদী, শ্রীগোবিন্দনীলামৃতাদি রসশাস্ত্রোক্ত কুণ্ডভঙ্গের লক্ষণ কিংবা কণ্ঠকাপরকীয়ার কোন ভাবের কোন লক্ষণই শ্রীগোদাদেবীর উক্ত আদর্শে নাই। এই স্থানে শঙ্খচক্রধারী ঐশ্বর্যমূর্তি দেবলীল ভগবানই নাটক। কিন্তু ব্রজকুমারীগণের কাম্য একমাত্র নন্দগোপসুত। তিনি ‘ভগবান্’ নহেন। তাহার সৈকতী প্রতিমায় অতি গোপনে বনের অভ্যন্তরে দেবতাস্তরের পূজা করিয়াছেন। সমৃদ্ধ শ্রীগোদাদেবীর ব্রতানুষ্ঠানের বিষয় এবং ব্রত সমাপনান্তে শাস্ত্রবিধিসম্মত বিবাহাদির বিষয় সকলেই জানিতেন, কিন্তু ব্রজকুমারীগণের আদর্শ সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত।

বিশেষতঃ—“গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেমসী তাহার। দেবী বা অস্ত্র স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সম্মম। গোপী রাগালুগা হৃদয় না কৈল ভঙ্গন ॥ প্রতিগল গোপীগণের অন্তরগত হৃদয়। ব্রজেশ্বরী-সুত ভজ্যে গোপীভাব লক্ষ্য। ব্যহাস্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে

কৃষ্ণসহে রাসকীড়া কৈল ।" (চৈঃ চৈঃ ২।২।১৩৩-১৩৬)—শ্রীরসদ্বাসী আলোয়ার-সম্প্রদায়ের শ্রীবৈকুণ্ঠ ভট্টের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই উক্তি এইখানে অঙ্গীকার। অতএব শ্রীগোদাদেবীর ভাব শ্রীবৈকুণ্ঠেরই ঐশ্বর্যমিশ্র ভাব-বিশেষ। তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী নীলাদেবীর অবতার বলিয়াই তৎসম্প্রদায়ে পূজিতা।

শ্রীপাদ পরকালহরির নাট্যিকাভাবে যে 'মডল-গ্রহণ' ব্যাপার (প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে বিবাহিত পত্নীকে স্বামী ত্যাগ করিলে ছুর্ধনা স্ত্রী মন্তক মুণ্ডন করিয়া বিচিত্র বসন-ভূষণাশিতে ভূষিতা হইয়া রাজপথে দণ্ডায়মানা হইয়া সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক স্বামীকে লজ্জা দিয়া পুনঃগ্রহণে বাধ্য করিত) তাহাও মন্ডোগ-কামিনী স্বকীয়া-পত্নীবিষয়ক এবং সমর্থ-রতিবিশিষ্ট নাট্যিকার সম্পূর্ণ ভাববিরুদ্ধ।

শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুর শাস্ত্রদত্ত অংশাবতার পরকাল স্বামীর গাথায় নাটক কৃষ্ণের আবাস-স্থান—বদরিকা (পেরিয় তিরুমডল্ ১।৩।১-২)—ব্রজভূমি নহে। শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্দুতে (১।২।৫৮-৫৯) বলেন,—

তদ্রূপ্যোকাঙ্ক্ষিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ-স্বতমানসাঃ ।

বেদ্যাং শ্রীং-প্রসাদোহপি মনো হর্তুং ন শকুয়াং ॥

সিদ্ধাস্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীং-কৃষ্ণরূপময়োঃ ।

রসেনোংকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥

শ্রীজীব—"উপলক্ষণহেতু শ্রীস্বারকা-নাথোহপি"।

নানাবতারের একান্তী (দাস্তাদিপ্রেমৈকমাধুর্য্যাস্বাদক) ভক্তগণের মধ্যে শ্রীভক্তভ্রমরেন্দ্রের দ্বারা অপহৃতচিত্ত প্রেমিকগণই শ্রেষ্ঠ। কারণ পরব্যোমার্গী শ্রীনারায়ণ, এমন কি শ্রীস্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাদের মন হরণ করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ তবতঃ অভিন্ন হইলেও সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমরসের (নাধুর্য্যের) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। রসের স্বভাববশতঃই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়।

শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপীশ্রীরসদ্বাসী আলোয়ারগণের লীলাস্থানসমূহে ভ্রমণ এবং

দীর্ঘকাল (চাতুর্মাস্যব্যাপী) অবস্থানকালে দিব্যাগাথাসমূহে ব্রজগোপীভাবের অনুগত্য বা আদর্শ দেখিতে পাইলে শ্রীরঙ্গমে শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিকট আলোয়ার-সম্প্রদায়ের রসসিদ্ধান্তের অপূর্ণতা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণ (১০।১৬।৩৬, ১০।৭।৬০) দ্বারা প্রদর্শন করিতেন না। যদি শ্রীচৈতন্য ব্রজগোপীর ভাবের অনুকূল কোন গাথাদি আলোয়ারগণের লীলাভূমিতে প্রাপ্ত হইতেন, তবে দক্ষিণ দেশ হইতে বেক্রপ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীরঙ্গসংহিতাদি পুঁথি বা অজ্ঞাত কবিকৃত ব্রজভাবোদ্দীপক শ্লোকাদি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন তদ্রূপ আলোয়ারগণেরও দিব্যাগাথা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তামিল দিব্যগীতিসমূহের তাৎপর্যাদি শ্রীমদ্বেদান্ত-দেশিক-(১২৬৮-১৩৬২ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্যরত্নাবলী' (সংস্কৃত পট্টাবলী), দ্বিতীয় সৌম্যভ্রামাভূমনি বা শ্রীধরবরমুনি-(১৩৭০-১৪৪৩ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎসঙ্গতি' (সংস্কৃতপট্টাবলী) প্রভৃতিতে সংস্কৃত ভাষায়ও শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবকালের পূর্ব হইতেই বিদ্যৎসমাজে প্রচারিত ছিল। উক্ত আচার্যগণের বিভিন্ন ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাক্যাবলী গোন্ধামিগণ স্ব স্ব গ্রন্থে আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু রসপ্রস্থানের মধ্যে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

শ্রীপাদ কুলশেখর আলোয়ারের "জয়তি জয়তি দেব দেবকীনন্দনোহসৌ" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভু রথাগ্রে দ্বারকালীল শ্রীভগবান্ধের স্তব করিয়াছেন, উন্নতোজ্জল রসের কোন কথা আলোয়ারগণের কোন পদে নাই বলিয়াই মহাপ্রভু লৌকিক কবির "যঃ কোনারহরঃ" শ্লোকটি ব্রজভাবের উদ্দীপনালক্ষণরূপে গান করিতেন। শ্রীকুলশেখরের "দিবি বা ভুবি বা নমাস্ত বাসো" (শ্রীমুকুন্দমালা ৬) শ্লোকটিকে শ্রীকৃষ্ণপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিদ্ধিতে দাস্তভাবের স্থায়ীভাব প্রীতির উদাহরণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীউজ্জল-নীলমণিতে উজ্জলরসের বিষয় বর্ণনাকালে শ্রীকুলশেখরাদি আলোয়ারের একটি শ্লোকও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ হালসাতবাহন, শিশুভূপাল, বিষ্ণুগুপ্ত, উমাপতিপ্রদাদি তথা শ্রীবিষ্মদল, শ্রীভয়দেবাদি বহু লৌকিক ও অলৌকিক রসবিদগণের বহু শ্লোক উজ্জল রসের বিভিন্ন প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীরূপপাদ তাঁহার পত্নাবলীতে শ্রীকুলশেখর আলোয়ারের একাধিক পদ্য এবং শ্রীরামানুজাচার্যপাদের (১) একটি শ্লোক যথাক্রমে শ্রীভগবান্নাম-সামান্ত-সঙ্কীৰ্ত্তনে (শ্রীগোপীজনবল্লভের নহে) ও দাস্ত-ভক্তি প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্যপাদের স্তোত্ররত্নের শ্লোকাবলীও গোস্থানিপাদগণ সাধারণ ভক্তি প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন, রসনিকাস্ত-মধ্যে নহে।

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য। লৌকিক রসবিদগণের যে সকল শ্লোকাদি শ্রীমদ্রামায়ণে কীর্তন বা গোস্থানিবর্গ গ্রন্থে আহরণ করিয়াছেন, তাহা কেবল উদ্দীপনালক্ষ্যনাংশেই গৃহীত হইয়াছে, ভজন বা সেব্যংশে নহে; যেহেতু শ্রীমদ্রামায়ণের সাধারণ বন, নদী, পর্বত, মেঘাদি প্রাকৃত বস্তু দেখিলেও অপ্রাকৃত বস্তুবান, যমুনা, গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণরূপাদির উদ্দীপন হইত, বস্তুতঃ তত্ত্ব প্রাকৃতক অপ্রাকৃত পর্বায়ে গৃহীত হয় নাই। শ্রীরূপপাদ বা শ্রীকবিকর্ণপুরাদি শ্রীগৌরপার্বক গণও যে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, রসার্ণবস্বধাকরাদি প্রক্রিয়া, পরিভাষা, ভাষাদির কোথাও গ্রহণ, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জনা দি করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য নাট্যশাস্ত্রভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের ভাষায় (৬৩৪) এইরূপ বলা যায়—“পূর্ব-প্রতিষ্ঠাপিত-যোজনাস্ত নূল-প্রতিষ্ঠা-কলম্ আমনস্তি”—পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে প্রয়োজনানুসারে যোজন-সংযোজনাদিতে মূলের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বতোভাবে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ লোকবোধ-সৌকর্যার্থ এবং সপাশে যৎ ভগবান্ কর্তৃক স্ববিভূতির মর্যাদা সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অত্ৰ কিছু নহে।

সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্যগণের গোপীপ্রেমের বিচার

সম্প্রদায়প্রবর্তক আচার্যগণের মধ্যে শ্রীপাদ নিম্বার্কীচার্য্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণদুর্গলোপাসনার কথা তাঁহার দশশ্লোকীতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় অদ্বৈত শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তৎকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জরী (১১৫) শ্রীরাধিকার দ্বারকার কৃষ্ণনহিষী শ্রীকলিনী শ্রীসত্যভামার সহিত সনপর্ধ্যায়ে গণনা করিয়াছেন বাহুদেব শ্রীকৃষ্ণই উপাস্ত। বিভূজ ও চতুর্ভূজের মধ্যে তারতম্য নাই তৎপরবর্তী আচার্য্য শ্রীগিরিধরপ্রপন্নজীও ‘লঘুমঞ্জরী’ ভাষ্যে উক্ত দিক্

দৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজীর শ্রীগীতা-তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকায়ও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় নররূপের অধীনই যে বিশ্বরূপ এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই সিদ্ধান্তে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন মাধুর্য্যের কথা নাই।

শ্রীকেশবকাশ্মীরিশিষ্য শ্রীশ্রীভট্টে শ্রীরূপপাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব ও অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভট্টজী-লিখিত হিন্দী যুগলশতকে সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের হিন্দোল-লীলাদির পদ দ্রষ্টব্য। শ্রীভট্টের শিষ্য শ্রীহরিব্যাাস আরও অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কেবল ভাব নহে, ভাষা-কারিকা প্রভৃতি (সং ভাঃ শ্রীকৃষ্ণামৃত ১২ সংখ্যার সহিত তুলনীয়) অনুকরণে তৎকৃত সিদ্ধান্ত-কুসুমাজলিতে দশ-শ্লোকীর ৪র্থ শ্লোকা দি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীহরি-ব্যাাসের "মহাবাগী অষ্ট-কাল-সেবাসুখে" অষ্টকাল-সেবাপদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অনুকরণে রচিত হইয়াছে। শ্রীহরিব্যাাস সিদ্ধান্তরত্নাবলীর টীকায় শ্রীনিহার্কাচার্য্যকে তৎসম্প্রদায়ে চিরপ্রসিদ্ধ শ্রীমদর্শনচক্রের অবতারের পরিবর্তে শ্রীরঙ্গদেবী সখীর অবতার এবং শ্রীনিহার্কাচার্য্য সখীভাবে উপাসক—এই অভিনব মত প্রথম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিহার্কা-চার্য্যপাদ স্বয়ং বেদান্তপারিজাতসৌরভে (১।১।১) রমাকান্ত পুরুষোত্তমকেই কিস্ত পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। তাহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ—দেবলীল।

স্বাধীনভর্ষুকা শ্রীরাধা—যাহা শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে সমুজ্জলিত, তাহা শ্রীনিহার্কা বা তৎসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। নিহার্কাসম্প্রদায়ের টীকাচার্য্য শ্রীশুকদেবের সিদ্ধান্তপ্রদীপে (ভাঃ ১০।২০।৪৮) শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রেনব্যবহারে সাধারণ ব্রহ্মগোপীগণের সৌভাগ্য-গর্ব এবং শ্রীরাধার মানকে অীরামানুজ-শ্রীমধ্বাদি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তেরই ত্রায় এক কক্ষায় স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা শ্রীজয়দেবের (গীতগোবিন্দ ৩।১-২) মূল সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। "অনয়া রাধিতো নুনং" (ভাঃ ১০।৩০।২৮) শ্লোকে ও শ্রীচৈতন্যচরণানুচরণ সকলেই অপূর্ব ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে শ্রীরাধার নাম,

৩। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বা দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার নাম কেন, সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীরাধাময়। 'ভক্তোদয়' (পাঃ ৪।৩।১২০) পাদিনীয়া স্বতন্ত্রসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব-শ্রেষ্ঠ-কলত্ররূপ শ্রীরাধাই 'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দের বাচ্য। এজন্য শ্রীগৌরহৃদয় বাল্যলীলা-কালে "ভাগবত বরিয়া দিলেন আলিঙ্গন" (চৈঃ ভাঃ ১।৪।৫৫)।

চরনোৎকর্ষ এবং স্বাধীনভর্তুকা শ্রীরাধার সেবারস-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপমতে শ্রীরাধার দাসীর প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য ব্যবহার এবং কার্যতঃ শ্বেতধরীকে বর্ণিত করিয়া দাসীরই তাহা সন্তোগ বা আত্মসাৎ করিবার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় তাহা শ্রীকৃষ্ণপাদ-প্রদর্শিত মঞ্জরীর ভাব আদর্শ হইতে বহু নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে। “একা ভ্রুটুটিনাবধ্য” (ভাঃ ১০।৩২।৬) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্বাগবতে ‘মদীয়তাময়-মধুস্নেহোখমানকৌটিল্যবর্তী’র কথা বলা হইয়াছে, শ্রীগীতগোবিন্দে সেই শ্রীরাধারই বর্ণন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপ বা শ্রীনিবাকদম্পত্যের সিদ্ধান্তে যে শ্রীরাধা তাহা শ্রীকৃষ্ণগী-সত্যভামাদির সহিত সমপরিমাণে গণিত। (পুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুনা ১।৫)।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের রসসিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকল্পনাবল্লভ রূপালাভ করিবার পূর্বে বালগোপালমহোপাসক শ্রীবল্লভাচার্য্যের স্ববোধিনী টীকা ও যে যে ভক্তিরস সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে শ্রীরাধার পারতন্য বিচার নাই। “অন্য রাধিতো ননঃ” শ্লোকের টীকায়ও শ্রীরাধার নামগন্ধের উল্লেখ নাই। এমনি কি, পূর্বোক্ত (১০।৩২।৬) শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচরণানুচরণগণ যে স্বাধীনভর্তুকা শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষব্যঞ্জক প্রণয়রস আশ্বাসন করিয়াছেন, স্ববোধিনী টীকা সেই গোপীকে তামসী ও তাঁহার প্রণয়ব্যবহারকে তনোভাবোখ বলা হইয়াছে — “তামসী তমসা ভ্রুটুটিনাবধ্য কটাক্ষপৈঃ চক্ষুঃ ঐক্যত” (স্ববোধিনী)। শ্রীবল্লভাচার্য্য স্ববোধিনীর দশম তামসকল-প্রকরণে (১০।২২ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ বিরহজনিত দুঃখ ও সংযোগজাত সুখের দ্বারা প্রারম্ভ পাপের ও পুণ্যের বিনাশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে (১০।২২।১০-১১) খণ্ডন করিয়াছেন।

সপার্থক শ্রীচৈতন্যের রূপালাভ করিবার পর শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ ‘শ্রীরাধিকারমণ’ (শ্রীকৃষ্ণাষ্টক ২য় শ্লোক), ‘রাধাবরপ্রিয়’ (ঐ ৬ষ্ঠ শ্লোক) ‘শ্রীরাধিকাবল্লভ’ (ঐ ২২ শ্লোক) ইত্যাদি নামে বন্দনা করিয়াছেন। তাহা

দ্বিতীয়পুত্র পরমভাগবত ত্রীপাদ বিট্টলাচার্য্যও ত্রীশ্রীরূপরঘুনাথের সঙ্গপ্রভাবে ত্রীশ্রীমদ্ব্যষ্টকন, ত্রীরাধাপ্রার্থনাচতুঃশ্লোকী প্রভৃতি স্তবে ত্রীরাধিকাকে নিজেস্বরী ও ত্রীকৃষ্ণকে ত্রীরাধাবশীভূত নায়করূপে বর্ণন এবং ত্রীচৈতন্যকৃত 'ত্রীকৃষ্ণপ্রেমানুভূত'র ঢাকা, ত্রীগীতগোবিন্দের ঢাকা ও শৃঙ্গার-রসমণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ত্রীচৈতন্যদেব ও ত্রীজয়দেব

লৌকিক বিচারকগণ অনুমান করেন, ত্রীজয়দেব হইতেই গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজরসোপাসনার সন্ধান পাইয়াছেন। বস্তুতঃ ত্রীশ্রীগোরাঙ্গদেব স্বয়ং প্রেমকল্পতরু হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিরূপে স্বয়ংই একাধারে প্রেমফলের মালাকার, দাতা ভোক্তা আর ত্রীজয়দেবাদি সেই আকর প্রেমামরতরুর রসপিপাসু বা কৃপাকণাপ্রার্থী কিংবা কৃপাসিক্ত একতম মহাজন। ত্রীজয়দেবকে কবিগুরু বলিলেও ত্রীগোরাঙ্গদেব সেই গুরুকুলের শ্রষ্টা—কবিসমষ্টিগুরু। ত্রীগোরাঙ্গ এক অদ্বিতীয় লীলাপুরুষোত্তম, আর ত্রীজয়দেবাদের দ্বায় মহাকবি দুর্গভ হইলেও তাঁহাদের সমকক্ষ আরও হইতে পারেন। অক্ষয় ত্রীচৈতন্য-লীলা-সরোবর হইতে শত শত ধারে প্রবাহিত কৃষ্ণলীলাসার গান করিবার জন্ত শত শত জয়দেব-বিষ্ণুমঙ্গল বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে।

ত্রীব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা ত্রীরাধাপ্রাণপ্রের্ষা ত্রীশ্রীললিতা-বিশাখা-তুঙ্গবিদ্যা-রূপমঞ্জরী-রসমঞ্জরী (ত্রীশ্ররূপ-রামরায়-প্রবোধানন্দ-রূপ-রঘুনাথ) প্রমুখ ভক্তিরসিক ত্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যে রহঃলীলাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকারিণী, ত্রীজয়দেব-ত্রীবিষ্ণুমঙ্গল-ত্রীবিদ্যাপতি-ত্রীচণ্ডীদাসাদি কৃপাসিক্ত রসিকগণ সিক্তরূপেও তাহাতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না। ত্রীজয়দেবাদের পদাবলীতে একান্ত স্বস্থখবাসনা-গন্ধরহিতা মঞ্জরীর ভাবের কথা স্তব্যাক্ত হয় নাই, যে রূপ ত্রীশ্রীরূপরঘুনাথের গাধায় দৃষ্ট হয়। ত্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই ত্রীজয়দেবাদের আলুগতো ভজন করেন না, তাহারা ত্রীশ্রীরূপরঘুনাথের আলুগতোই দাপক ও সিদ্ধ উভয়দেহেই ভজন করেন। ত্রীরূপরঘুনাথের কাব্যে মাদনমহাভাববতী ত্রীরাধার যেসকল ভাব-বৈচিত্র্যের মৌলিক বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়, ত্রীজয়দেবাদের কাব্যে সেই পদ্ম্যাপ্তি

ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় না। নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীকৃষ্ণপরশুনাথ রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-
তত্ত্বকে সাক্ষাৎভাবে অন্তরে বাহিরে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় লীলায় ঘন-
এবং তাঁহার ভাববৈচিত্র্যসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষাৎ শক্তিসঞ্চারিত হইয়া
তাঁহাদের কাব্যে রসসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, আর শ্রীজয়দেবাদি কৃপাসিদ্ধ
মহাজন মানস-মুহুরে প্রতিকলিত রসমূর্ত্তিকে কৃপাশক্তিপ্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীবিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাসাদির রসসিদ্ধান্ত ও শ্রীকৃষ্ণ-পাদ

শ্রীবিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে পরকীর্ত্তাভাবের রসোল্লাসের কথা পাওয়া
গেলেও শ্রীউজ্জলনীরামণিতে (নাটিকা প্র ৩) ও শ্রীনাটকচন্দ্রিকায় (১০) শ্রীকৃষ্ণ
যে ভাবে একান্ত অপ্রাকৃত গোবুল-ললনা-নিষ্ঠ পরকীর্ত্তা-ভাবের কথা জ্ঞাপন
করিয়াছেন, বিজ্ঞাপতি-প্রভৃতির পদে তাহা দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ-পাদে
লীলাস্বরূপ-মঙ্গল-স্তোত্রে বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে পরকীর্ত্তা
নাটিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা কর্ত্তক অলুপ্তিত যে স্ব্যাপূজাদি মধ্যাহ্নলীলায়
অবতারণা আছে, তাহা প্রকৃত বিজ্ঞাপতির কোনও পদে পাওয়া যায় না।
তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত বণিমঙ্গরীর আদর্শ শ্রীবিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে
দুর্লভ। চতুর্থতঃ শ্রীকৃষ্ণভূগ মহাজনগণ বেক্ষপ তাঁহাদের রাগাভূগ ভক্তনেত্র
অঙ্গরূপ করিয়া রাগমাগীর গুরুপাদপদ-প্রদর্শিত সিদ্ধদেহানুসারী সর্ব-স্বয়ং
বাসনাগন্ধবিবর্জিতা মঙ্গরীরূপে সখীর অলুগা হইয়া পরমনাথ্য কৃষ্ণসেবাপর
গীতিকাব্যের অব্যভিচারিণী সেবা করিয়াছেন, তাহাও অলুপ্ত স্বদুর্লভ।
বৃন্দেবরীর উপভোগের অল্পমোদনাত্মক ভাবও (যাহা উপভোগবাসনাইন
সখীমঙ্গরীগণের ভাব) যে কাস্তভাব, ইহা শ্রীচৈতন্যচরণভূচর শ্রীকৃষ্ণগোস্বামিপদ
(ভঃ রঃ সিঃ ১২।২২৮) এবং তদন্তর-সম্প্রদায় (শ্রীজীব শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে ৩৬১
৩৬২) ব্যতীত অত্ৰ কোন সম্প্রদায়ের রসবিদই প্রতিপাদন করেন নাই।
শ্রীকৃষ্ণের সনোপাশ্র শ্রীরাধাভাবাত্ম্য শ্রীগৌরহরি পর্য্যন্ত স্বলীলায় মঙ্গরীভাব প্রকাশ
করিয়াছেন এবং তাঁহার অঙ্গরূপ শ্রীনিত্যানন্দাষ্টৈতাদি, এমনকি তাঁহার সমস্ত
লীলাপরিকরে এবং সেই লীলায় আবির্ভূত অত্যান্ত ভগবৎস্বরূপের ও অত্যান্ত

রসের যেসকল ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে সেই মত্তরীভাব সঞ্চার করিবেন বলিয়া শ্রীঅষ্টৈতাচার্যের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক—উপসংহার দ্রষ্টব্য)। * তাই শ্রীনারদাবতার শ্রীবাসপতি, শ্রীহনুদাবতার শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীরামভক্ত শ্রীঅনুপম, শ্রীনৃসিংহভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দাদি শ্রীগৌরপরিকরগণ ব্যাহারেরে মত্তরীদেহ লাভ করেন। (চৈঃ ভাঃ ২।২।৩৩-৩৩৪, চৈঃ চঃ ১।১।৭।২৩৩-২৪০, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ৮।৫৬-৬৩; চৈঃ চঃ ২।১।১৫৫-১৬০; চৈঃ ভাঃ ১।১।১৪৫, ২।১০।১১; শ্রীপদকল্পতরু ৭৫১, ৮৪৫ সাঃ পঃ সং ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। তাই শ্রীগৌড়ীয়নৈকবনশ্রদ্ধাঘের সিদ্ধায়সমূহে সর্বত্র শ্রীকিশোরগোপালমন্দেরই উপাসনা প্রবর্তিত রহিয়াছে।

অখণ্ড লীলানুত্তে গ্রথিত পূর্বোক্তর ব্রসিকসম্প্রদায়

শ্রীবিষমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিষ্ণুপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যপূর্ব-মহাজন এবং শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম-ঠাকুর প্রমুখ শ্রীচৈতন্যোত্তর মহাজনগণ অখণ্ড শ্রীগৌর-লীলানুত্তে গ্রথিত। কারণ নিত্য শ্রীগৌর-লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি উপাসনাকালে শ্রীগৌর কষ্টক শ্রীবিষমঙ্গলাদির পদাঙ্গাদন-লীলাটি হেতুপ শ্রীগৌরলীলোপাসকগণের নিত্য আশ্রয়, তরুণ পরবর্তী মহাজনগণেরও বর্ণিত লীলালসারেই তাহা সেব্য হয়। শ্রীবিষমঙ্গলাদিও শ্রীগৌরলীলাশক্তিপ্রণোদিত হইয়াই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে লীলাশুকরূপে কৃষ্ণকর্ণামৃত গান করিয়াছেন। নতুবা “কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা তস্যপি প্রেমদো ভবতি”—(“কৃষ্ণ বিনা অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে”)—এই শ্রীবিষমঙ্গলবাক্যটি (সং ভাঃ ১।৩০৩) নিরর্থক হয়।

শ্রীবিষমঙ্গল-শ্রীজয়দেব-শ্রীবিষ্ণুপতি-চণ্ডীদাসপ্রমুখ শ্রীচৈতন্যপূর্ব মহাজনগণ পূর্বকল্পের শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমহাপ্রভুর রূপালাভ করিয়াছিলেন। তাই তাহারা লীলাশক্তির ইচ্ছায় বর্তমান কল্পে স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগৌরের সহৃদয় অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরহরির ভাবানুকূল গীতি গান করিয়া মহাপ্রভুর ভক্তিকলোচ্চান রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীবিষমঙ্গলাদিক

* ও শ্রীগৌর-গড়োদ্যোদীপিকা ৩২-৩৩ দ্রষ্টব্য।

রসভাবনা শ্রীগোবিন্দলীলায় মূর্ত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং মহাপ্রভুই তাহা আবিষ্কার ও সমগ্রভাবে আত্মদান করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে (পাতালখণ্ড, ৩৭ অধ্যায়ে) এবং শ্রীরামায়ণে (বালকাণ্ডে ১ম-৩য় সর্গে) দৃষ্ট হয় শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই ত্রিকালজ্ঞ শ্রীনারদ হইতে পূর্বকল্পের শ্রীরামলীলা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাল্মীকির শ্রীরামায়ণ রচনার প্ররুতি এবং তদনুকূলে কৌকমিধনুর ঘটনাপরম্পরা, ব্রহ্মার আদেশ প্রভৃতি এবং শ্রীবাল্মীকি-কবুক যোগবলে অতীত ও ভবিষ্যৎ শ্রীরামলীলাপূর্ণ শ্রীরামায়ণ-গীতির আবির্ভাব হয়। রাম না ভগ্নিতে যেক্রপ রামায়ণ গান লীলাশক্তির প্রেরণায় পূর্বকল্পের লীলাস্বরূপে শ্রীবাল্মীকির দ্বারা সম্ভব হয়, তক্রপ গৌর না হইতেও বিষ্ণুমঙ্গল, জয়দেবদির দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্রিকা-গান লীলাশক্তির প্রেরণারই হয়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সংস্কৃতিপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত্তে “ভূতো বা ভবিতাপি বা” (২৮ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন,—এই ভূমণ্ডলে শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর সহিত যে কোন প্রকার সম্বন্ধ পূর্বে কাহারও হইয়াছে, পরে হইবে বা বর্তমানে হইতেছে, তৎসমস্তই নিজ ভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্যের (ঐদার্য্যের) সহিত ক্রীড়নশীল শ্রীগৌরের কারুণ্যপ্রকটিত, তৎকৃপোদ্ভাসিত বলিয়া নির্মমসর ব্যক্তিগণ অচূড়ন করিতেছেন। ঐদার্য্যবিগ্রহ ত্রিকালসত্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের ত্রিকালব্যাপিনী অচিন্ত্যরূপা শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাসদি পূর্বরসপিপাসুতে এবং শ্রীচৈতন্যলীলার গুরুবর্গ শ্রীমাধবেন্দ্র-শ্রীঈশ্বরপুরীপ্রমুখ আচার্য্যগণে, শ্রীস্বরূপ-রামরায়-শ্রীকৃপ-সনাতন-রঘুনাথাদি অচূড়িত পরিকরবর্গে এবং পরবর্ত্তিকালীয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-শ্রীল নরোত্তমাদি রসিকগণে সঞ্চারিত হইয়াছে। স্বতরাং ইহারা সকলেই অখণ্ড গৌরলীলার অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত।

শ্রীরামরায়ের রসসিদ্ধান্তের মূলে শ্রীগৌর

শ্রীচৈতন্যই শ্রীরামরায়ের মুখে গোদাবরী তীরে রসতত্ত্বের বক্তা “তোমার শিক্ষার পড়ি যেন শুকপাঠ” (চৈঃ চৈঃ ২।৮।১২১, ২৬২-২৬৪)। শ্রীমদ্রামায়ণ সাধাশিখোমণি পরম নিখুঁত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকুণ্ডলসেবা-রহস্ত-প্রণালী উদ্ঘাটন-কল্পেই

শ্রীরামরায়ের সহিত সংলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং উপাত্তই সেই কৃষ্ণসেবার রহস্য স্বয়ং প্রকাশ করিলে “সখী বিহু এই নীলায় অস্ত্রের নাহি গতি।” ইত্যাদি মূল সাধনরীতির বিপর্যয় হয়। এই ভুল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু স্বয়ং বক্তা না হইয়া শ্রীরামরায়কে বক্তা করিয়া সেই রহস্য প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ সেই রহস্যের মূল নিদান স্বয়ং শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুই।^৪

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভেই শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু “পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়”—এই উক্তির দ্বারা প্রতিশ্রুতিতেই রায়কে শাস্ত্রীয় শ্লোক-প্রমাণ উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন এবং শ্রীরামরায়ও ক্রমসোপানসমূহের প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর হৃদয়ত চরম সাধ্য-নির্ণায়ক কোন শ্লোক বা প্রমাণ পূর্বপ্রদর্শিত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, শ্রীব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি মুদ্রিত শাস্ত্রে; শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দাদি মহাজন-কৃত মহাকাব্যে; শ্রীচণ্ডীদাস শ্রীবিদ্যাপতি প্রমুখ রাসকগণের পদাবলীর মধ্যে বা কোনশাস্ত্রের কোথায়ও না পাইয়া পূর্বেই বিভিন্ন সাধন ও সাধ্যের স্বরনির্ণায়ক প্রমাণমধ্যে তত্ত্বশাস্ত্রের ও মহাজনের দাবতীয় প্রমাণ নিঃশেষ করিয়া দিয়া অবশেষে ব্রজলীলার শ্রীরাধাপ্রাণপ্রের্ষা সম্বন্ধরূপা তাহার (শ্রীরামরায়ের) নহন-সমক্ষে সেই চরমসাধ্যনির্ণায়ক প্রমাণের নূর্ত্তবিগ্রহরূপে বিরাজমান শ্রীরাধাভাবাত্ম শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া হৃদয়ে যে গীতিটির স্মৃতি হইয়াছিল, তাহাই রায় চরমসাধ্যের প্রমাণরূপে কীর্তন করেন। ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণমগ্নরীতরূপা শ্রীকৃষ্ণ ও নিকুঞ্জলীলায় শ্রীশ্রীরাধাক্ষেপের সেই মহাভাবমাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়া উক্ত গীতির তাৎপর্য অধিকতর পরিব্যক্তভাবে তৎকৃত “রাধায়া ভবতঃ চ চিত্তজতুনী” ইত্যাদি (উজ্জল, স্থায়ী ১৪।১৫৫) শ্লোকে গ্রথিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের রসপ্রস্থানের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক রসেরই এক একটি বিশেষ স্থায়ী ভাব আছে; যেরূপ, শৃঙ্গার-রসের রতি, করুণ রসের শোক ইত্যাদি স্থায়ী ভাব। ভক্তিরসের স্থায়ী

৪। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ম অঙ্কে শ্রীসার্বভৌম বাক্য; ১৫: ৮: ২।৮।১ ইত্যাদি

ভাব হইতেছে কক্ষরতি—“এবা কক্ষরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ”—
(শ্রীভক্তিরাশমিতিল্লু ২.১৫)।

শ্রীকৃষ্ণের রসপ্রস্থানে স্থায়ীভাব যে কক্ষরতি, তাহা স্বরূপশক্তিহীনাদিনীর
সার-বৃত্তি-রূপা; তাহা মনের বৃত্তি নহে বা জীবের অন্তঃকরণ-রূপ উপাধিতে
হীনাদিনীশক্তির প্রতিফলন-বিশেষ নহে। প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি অবাস্তব
ও অনিত্যবস্ত, কক্ষরতি বাস্তব নিত্য বস্তু বলিয়াই তাহা অপ্রাকৃত বস্তু
পরিণত হয়। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৩) উক্ত হইয়াছে—“আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মক
মনঃস্বঃ প্রাণিনাং প্রতিফলনং স্বরতানুপেত্য। লীলায়িতেন ভুবনানি ভুততাজ্ঞঃ
গোবিন্দাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি।—“যিনি উজ্জল নামক প্রেমরসাত্মকতা-হেতু
তদ্বারা আলিঙ্গিতরূপে প্রাণিগণের চিত্তমধ্যে প্রতিফলিত হইয়াই অর্থাৎ যে
সর্বমোহন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মনুধমমুখস্বরূপ—নানা চতুর্বাংস প্রহ্লাদগণেরও মনুধ-
স্বরূপ (ভ্রমসন্দর্ভ ১০।৩২।২), সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বাংশ শ্রীপ্রহ্লাদ হইতে
ছুরিত যে পরমাণু, তাহারই প্রতিচ্ছায়ারূপে কিঙ্কিন্ভাবে উদিত হইয়াই প্রাকৃত
কামরূপে স্বচ্ছন্দে অখিল ব্রজাঙকে নিরন্তর জয় করিতেছে; সেই শ্রীগোবিন্দকে
আনি ভজনা করি। যেক্রপ জগতের মূল কারণ ভগবান্ হইলেও জগতের
আবেশ ভগবদাবেশ নহে, পরন্তু অধঃপাতকারক, তদ্রূপ অপ্রাকৃত নবীন মন
শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাকৃত কামের মূল কারণ হইলেও, প্রাকৃত কামাবেশ ভগবৎ-
প্রেমাবেশ নহে, তাহা সর্বতোভাবেই দোবাবহ (শ্রীজীবের শ্রীব্রহ্মসংহিতা-
টীকাভূমারে)। প্রাকৃত কামে রস নাই—“প্রাকৃতে রস এব নাস্তি। প্রাকৃতে
যে রসঃ মনুষ্যে, তে ভাস্তাঃ প্রাকৃতা এব।” (শ্রীমদ্বৈতানন্দো, চক্রবর্তিপাদ ৫।১৬)।
সেই-অপ্রাকৃত রসোৎপত্তির সাধন সহজে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শ্রীভগবানের নামরূপ-
গুণলীলাদির শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিপ্রভাবে নিখিলদোষ নিঃশেষে নিরাকৃত হইয়া
বাহাদের চিত্ত শুদ্ধস্ববিশেষের আবির্ভাবযোগ্য এবং তদাবির্ভাবে সর্বজান-
সম্পন্ন হইয়াছে, বাহারা শ্রীভাগবতের প্রতি অত্মব্রত, অপ্রাকৃত প্রেমরসিকগণের
নিত্যসঙ্গেই বাহাদের নিরন্তর উল্লাস, বাহারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীপদ-কমলের

ভক্তি-স্বপ্ন-সম্পত্তিকেই স্বীকৃত বলিয়া জানেন এবং প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই (ইষ্টতমদেবের নামসংকীর্ণনোচ্ছল ব্রহ্ম-সজাতীয় সাধন [বৃ: ভাগবতামৃত ২।৫।২১৮]) সর্বঙ্গ অলুপ্তন করেন, [রসোৎপত্তির সহায়] সেই সকল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমানা, অথচ প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনা-দ্বয়ের দ্বারা উচ্ছল (হলাদিনীর বৃত্তিরূপা) [রসোৎপত্তির প্রকার] ‘আনন্দরূপা’ রতিই (লৌকিক রসের দ্বারা সংকবির নিবন্ধতার অপেক্ষায়ুক্ত না হইয়াই) অলুপ্তবাবেশ শ্রীকৃষ্ণাদি-বিভাবাদির সহযোগে রসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তিরস—প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারপরাকাষ্ঠাত্মা। প্রাকৃত-কামহৃষ্ট বা বিষয়াসক্ত কিংবা মূক্তিকামী নির্বেদগ্রস্ত প্রভৃতির চিন্তে সেই রসের উদয় অসম্ভব। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ ২।১।৫-১০; ২।১।১৩২)। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-পাদ শ্রীবিদগ্ধনাথব নাটকে সেই উন্নতোচ্ছলরস পরিবেশন করিবার পূর্বেই ভগবদ্ভাবের হৃদয়ে শ্রীশচীনন্দন-হরির আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন।

ব্রজলোকানুসারী সেবারস

শ্রীরাঘব রামানন্দপাদ বলেন,—“নির্বাণনিম্নকলমেব রসানভিজ্ঞাচ্ছৃমস্ত নাম-রসতত্ত্ববিদো বয়ম্। শ্রামামৃতং মদনমধুর-গোপরামানেত্রাঙ্গলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ।” (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৭।১১) —‘অরসজগৎ নির্বাণ-নিম্নকল চুষিতে থাকুন, শ্রীনামরসতত্ত্বজ্ঞ আমরা কিন্তু অপ্রাকৃত মদনাবেশে মধুরগতি শ্রীব্রজগোপীগণের নেত্ররূপ অঙ্গলী-দ্বারা পানকালে চ্যুত তাহাদের উচ্ছিষ্ট শ্রামামৃত (উচ্ছলরস) পান করিব। নামাক্রষ্ট রসজগৎ ব্রজগোপীর ‘আত্মগতো’ যে শ্রামমধু (মধুর রস) পান করেন, তাহাই উন্নতোচ্ছলরসাস্বাদন বা শ্রীনামকীর্তনের সাধ্যাবধি ‘সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন’। “এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তিধরের আত্মগতো এবং তদ্ব্যবহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া মগ্নরীতিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণগুণের কুণ্ডসেবা-প্রাপ্তি। তটস্থানক্তিস্থানীয় অণুচৈতন্য ভীষের পক্ষে ইহার অধিক লভ্য ‘অপর কিছুই নাই।’—(শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা*)। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও

• শ্রীল কাল্পপ্রিয় গোস্বারিপ্রভু-প্রণীত। ৩১৮ পৃঃ

বলিয়াছেন—“অরসজ্জ কাক চূষে জ্ঞান-নিষফলে । রসজ্জ কোকিল খায় প্রেমাত্ম-মুহুর্তে ॥” (চৈ চ ২।৮।২৫৭)। এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে,—বাদহীন (আত্মানন্দ, আত্মাত্ম ও আত্মানন্দ-ভাবহীন) নির্বিশেষ জ্ঞানকে জ্ঞানিগণ চরম প্রাপ্যকল মনে করিয়া তাহাতে তৃপ্ত থাকেন । আত্মমুহুর্তের স্বাদ বাহ্য কোকিলের বিশেষ উপভোগ্য তাহা কাকের আত্মাত্ম হয় না, সেই অংশেই উক্ত উদাহরণ । আদি-কবি শ্রীবাণাকিও (শ্রীরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫।১৪) নিম্নকে জাতিগতই তিত্ত এবং আত্মকে জাতিগতই স্বমধুর বলিয়াছেন । নিম্নকল কাক-ভক্ষ্য । প্রেমাত্মমুহুর্ত কথটির শব্দধ্বনি হইতেছে—মু-মুক্তিস্বথকে কু-কুংসিতরূপে, ল-গ্রহণ করে বাহ্য, মুক্তিস্বথধিকারী স্বরূপশক্ত্যানন্দ বা ভগবৎপ্রীতি । বিকাশোন্মুখ কলিকাকে মুহুর্ত বলে । সাধনভক্তিকালেও ভক্তিরসের দখাবোগ্য আত্মানন্দ লাভ হয় । বহিমুখ স্বীকারের আপাতদর্শনে দাস্তসাধনভক্তিরসে যে হরিতকীবৎ কদম্বরূপ ছুঃখ তাহা ভক্তের বাস্তব অশ্রুভাবে কচিকর ও চরমপাদাবস্থায় পরমরসাল । মুহুর্তশব্দে মঞ্জরীও বুঝায় । শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মঞ্জরীভাবে উপাসনায় কোন প্রকার আত্মস্বথের গন্ধও থাকে না । বেদান্তের নিবৃত্তিমাৰ্গের চরম পরম রসময় পর্যাপ্তিই এই মঞ্জরীভাব—বাহ্য মণিমঞ্জরীর আদর্শে প্রকাশিত ।

শ্রীকৃষ্ণের অপঙ্কিত 'রাগানুগা ভক্তি'

শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্তিত রাগাঙ্ঘুগা ভক্তি-পরিপাতি, তন্মধ্যে বিশেষজাতীয়
 (শ্রীরাধাসেবাদিকার সখ্যামঙ্গলীগণের আছুগত্যময়ী) তদ্বাবেচ্ছাদ্বিকা (ভঃ দঃ
 সিঃ ১২৫২৮) মুখ্যকান্ধুগা ভক্তি একটি সম্পূর্ণ মৌলিক, অভিনব এবং
 অপ্ৰকাশিত-পূর্ব বস্তুবৈজ্ঞানিক সাধন-প্রণালী। ~~এই ভক্তির~~
~~অর্থ~~ শ্রীবরভাচার্যের পুণ্ড্রভক্তি বা মীরা বাঈর স্বতন্ত্র (অহুকারিণী) ভক্তিতে
 ঐক্য ভাবে প্রচুরসংস্কারের অল্পসংস্কার নাই।

শ্রীকৃষ্ণভাচার্যের মর্যাদা-মার্গ ও পুষ্টিমার্গের সহিত ত্রিরূপ বথাক্রমে য-বর্ণিত
বৈদী ও রাগালগ্না ভক্তির সানাতনভাবে সাদৃশ্যপ্রদর্শন (ভ:ব: সি: ১২২৬৭,
৩০২) করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণভের মর্যাদা ভক্তি কর্তৃজ্ঞানাদির দ্বারা আদৃত

ও নৃক্ষার দ্বারা পরিচালিত (অণুভাষ্য ৩।৩।২২); কিন্তু শ্রীকৃপের কথিত বৈধীভক্তি জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা সম্পূর্ণ অনাবৃত এবং সর্বপ্রকার মুক্তিদিকারী সেবাই তাহার প্রাপ্য কল। “সাধনক্রমেণ মোচনেচ্ছা হি মর্যাদানাগীয়া মর্যাদা, সাধনং বিনা স্ব-স্বরূপবলেনৈব কার্যকরণে হি পুষ্টিঃ” (অণুভাষ্য ৪।২।৭, ৪।১।১৩)। শ্রীকৃপের রাগানুগাভক্তির প্রাণস্বরূপা ব্রজলোকানুসারিণী নাট্যিকাস্বরূপে নিরপেক্ষা যে আনুগত্যময়ী সেবা, তাহা শ্রীবল্লভের কেবলপ্রেম-প্রদানা শুদ্ধপুষ্টির আদর্শেও দৃষ্ট হয় না।^৫ বিশেষতঃ শ্রীগৌরশক্তির রূপানাভের পূর্বে শ্রীবল্লভের প্রবর্তিত পুষ্টিমার্গে কিশোর-গোপালের সেবারস পরিদৃষ্ট হয় নাই।

মীরা বাঈ স্বয়ংই ব্রজগোপী বা নাট্যিকা অভিমান করিয়াছেন। “পুরকে জনমে ম্যায় হু গোপিকা”—এই উক্তিতে ব্রজগোপীর কিছরী বা শ্রীরাধার ও তাহার দাসীগণের অনুগাভিমান নাই। “তুলসী পূজনে সে হরি মিলে তো ম্যায় পুঁজু তুলসী-ঝাড়”—ইহা ব্রজলোকানুসারিণী চিত্তবৃত্তির পরিবর্তে তদনুসারিণী বা স্বতন্ত্রা চিত্তবৃত্তি। শ্রীজীবপাদ ভ্রূগমসঙ্গমনীতে (১।২।২০৫) ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ (শ্রীভক্তিরসামৃতটীকায় ঐ) ঐরূপ মত গড়ন করিয়াছেন।
~~শ্রীকৃষ্ণের পুষ্টিমার্গে সেবারসের প্রাণস্বরূপা ব্রজলোকানুসারিণী নাট্যিকাস্বরূপে নিরপেক্ষা যে আনুগত্যময়ী সেবা, তাহা শ্রীবল্লভের কেবলপ্রেম-প্রদানা শুদ্ধপুষ্টির আদর্শেও দৃষ্ট হয় না।~~

মীরা বাঈ শ্রীরামানন্দ স্বামীর শিষ্য রঘিদাসের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বতরাং তাহার দ্বারা ব্রজজনানুসারিণী দ্বারা নহে। তাহার প্রসিদ্ধ গানের “মেরে তো গিরিধর গোপাল তুসরা ন কোই। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম কণ্ঠমাল হোই।”—আমার পতি চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করেন—ইত্যাদি উক্তির মধ্যেও তাহার অভীষ্ট যে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মীরা তাহার অন্তিমকালে দ্বারকায় গমন করেন এবং দ্বারকাধীশে সানুজ্য লাভ করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীকৃপের ‘ব্রজলোকানুসারতঃ’ (সিদ্ধ ১।২।২০৫)—“কৃষ্ণপ্রার্থজনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ” (ভ্রূগমসঙ্গমনী ঐ)—এই উক্তির দ্বারা রাগান্বিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনগণের আনুগত্য এবং মহিমা-

৫। শ্রীহৃদয়ানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ কৃত “অচিন্ত্যভেদভেদবাদ” (১৫৪-১৫৭ পৃঃ) পুষ্টিমার্গে অষ্টম।

জ্ঞানপ্রযুক্ত আবৃত্ত্যেই, দ্বারকাদির নিত্যসিদ্ধপরিচরগণও ব্যাবৃত্ত হইয়াছেন।
 মীরা বাঈর সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি এই, তিনি শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীজীবগোস্থামীর (?)
 সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে শ্রীজীবপাদ অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে মীরা
 বলেন, “কৃষ্ণাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি। স্বতরাং
 প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সন্তাষণ দোষাবহ নহে, বরং গোপীভাব ব্যতীত এই
 স্থানে অবস্থান করা অস্বচিত।” যাহারা শ্রীকৃষ্ণের রসবিজ্ঞান এবং তাহারই
 উপজীব্য মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই,
 তাহারাই মীরার ঐ উক্তিকে বহমানন করিতে পারেন। বস্তুতঃ “সেবা
 নাথকরূপে সিদ্ধরূপে চাত্ত্বি”—শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটির মধ্যেই ইহার প্রকৃষ্ট
 মীমাংসা রহিয়াছে। যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থান কালে নিত্যসিদ্ধগণও
 সিদ্ধমগ্নরী দেহের কোন প্রকার কার্যিকী চেষ্টা প্রকাশ করেন না। অধিক
 কি, স্বয়ং শ্রীরাধাভাবাত্ম্য শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভৃ এই আদর্শ স্বচরিত্রে সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণ
 করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ স্বপার্বদ ছোট হরিনাসের দণ্ডলীলা দ্বারা মহাপ্রভু
 ভক্তিপথের ব্যক্তিগণকে, বিশেষতঃ বিরক্ত ভক্তসম্প্রদায়কে জানাইয়াছেন
 যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থানকালে ভগবৎপার্বদ স্থানীয় ব্যক্তিও, কোন বৈকল্য
 আদেশেও, স্বয়ং শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর বা ভগবানের সাক্ষাৎ সেবার জ্ঞাতও, নিত্যসিদ্ধ
 শ্রীরাধাগণভুক্ত প্রকৃতিরও (বৃদ্ধা শ্রীরাধাবীমাতার জ্ঞায়) সন্তাষণ করিবেন না
 ইহা ভক্তিসাধক স্বী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্বতরাং শ্রীজীব
 পাদের ঐরূপ আচরণ শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু, শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অনুশাসন
 গর্ভেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মীরা বাঈর উক্তি, যদি কিংবদন্তি সত্য হয়
 তবে স্বতন্ত্র মত বিশেষ। তাহা প্রায়ঃ উৎপাতেই পর্য্যবসিত হয়।

“ব্রজলোকানুসারতঃ” বাক্যের ‘অনুসার’ শব্দে আনুগত্যময় ভাবসাজাত্য
 কথিত হইয়াছে—অনুকরণ নহে। এই আনুগত্যময় ভাবসাজাত্য সংরক্ষণ
 জ্ঞাতই একান্ত ব্রজলোকানুসারী সম্প্রদায়ের অপরিহার্য আবশ্যকতা আছে এবং
 তাহাই সিদ্ধ-মহাশঙ্করপারম্পর্যে শ্রীকৃষ্ণানুগ রসিকসম্প্রদায়।

শ্রীকৃষ্ণানুগ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়

গোপালমন্দের বিষয়ে শ্রীগৌতমীয়তন্ত্র (২২ অঃ ৫শ্লোক) বলিতেছেন—

সর্বেষাং কৃষ্ণ-মন্ত্রাণামদং মন্ত্রঃ শিখামণিঃ ।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে নিফলা মতাঃ ॥

—সম্প্রদায় অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অবিচ্ছিন্ন-মন্ত্রগুরু-পরম্পরায় যাহারা মন্ত্রপ্রাপ্ত না হইলেন, তাহাদের পক্ষে সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিখাগোপালমন্ত্রও নিফল হয় ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৪৩৬৩) আশ্রয়াগত উপদেষ্টাকেই গ্রহণ করিবার অপরিহার্য বিধান দৃষ্ট হয় । মূলের “আশ্রয়াগতং উপদেষ্টারম্” বাক্যের শ্রীসনাতনগোপামিপাদকৃত টীকা—“আশ্রয়াগতঃ কুলক্রমাগতঃ বেদবিহিতং বা” —আশ্রয়াগত উপদেষ্টা বলিতে কুলক্রমাগত—বংশপরম্পরায় অবিচ্ছিন্নভাবে আগত কুলগুরু, অথবা বেদশাস্ত্রবিহিত গুরু । মৃৎকশ্রুতিতে (১১১১) ভগবান্ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে আগত গুরুর কথা জানা যায় । *

শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র, চতুঃসন বধাক্রমে শ্রীনারায়ণ, শ্রীহংসবিষ্ণু, শ্রীনৃপকান্ত (শ্রীমুসিংহ), শ্রীহংসদেব হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সম্প্রদায়প্রবর্তক হইয়াছেন ।

মূলনারায়ণ, পরতত্ত্বমীনা ‘আত্মহরি’ শ্রীগৌরহরি তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও দশভক্তি শ্রীগদাধরের দ্বারা মন্ত্রাচার্যের ও সম্প্রদায়-সমুষ্টির কার্য করাইয়াছেন । শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দীক্ষাবিধি-প্রকরণের (২১) মন্ত্রলাচরণে শ্রীমগ্নাপ্রভুকে যে “ভগদগুরু” বলা হইয়াছে, উহার টীকায় শ্রীসনাতন বলিয়াছেন,—“সাক্ষাত্ত্বোপদেষ্ট্বাসম্ভবঃ” ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাক্ষাদভাবে মন্ত্রগুরুরূপে উপদেষ্ট্ব অসম্ভব ; কিন্তু সকলের অন্তর্গামিক্রমে তিনি সমষ্টিগুরু এবং সর্বত্র ভগবান্-সংকীৰ্ত্তন-প্রদান ভক্তির সঞ্চার করায় তিনি “ভগতের গুরু” । শ্রীকবিরাজগোষামিপাদের প্রায় সমসাময়িক সাধনদীপিকাধার (৯ম কক্ষায়) বলিয়াছেন,—শ্রীমগ্নাপ্রভো-নৃসিংহসেবকঃ কোহপি নাস্তি—শ্রীমগ্নাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য কেহই নাই ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১৬৮) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১৯৬)

* ভবৎপদ্যোগোহনাবমন্ত্র (ভা ১০২১৩১) ইত্যাদিসারেণাবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়ধেনানাদি-গিঙ-দ্বাদ্ অনন্বৰ্য্যং । (শ্রীকৃষ্ণ, সর্বস্বাদিনী) । শ্রীগুরুসংপ্রদায়ঃ গুহ্যমবিচ্ছিন্নমন্ত্রম্ভ্যৈতৌভেদং গ্রহণ-স্বাবগাদিকং কার্যম্ । Dr. Hemilva Saha Collection, Varanasi

শ্রীমদ্রাহাপ্রভুকেই মূল প্রেমকল্পবৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপ্রমুখ শ্রীগুরুবর্গের লীলাকারী সকলকেই সেই অঙ্গীরই আশ্রিত বিভিন্ন অঙ্গরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্বৈতাঙ্কুর শ্রীঅচ্যুতানন্দপাদ বলিয়াছেন,—“চৌদ্ধভূবনের গুরু শ্রীচৈতন্যগোসাঞি। তাঁর গুরু অন্ত—এই কোন শাস্ত্রে নাই।” (চৈঃ চঃ ১।১২।১৬)। ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিগণেরও মহাস্ব-মহাগুরুদ্বীকার অপরিহার্য—এই শিক্ষাদর্শ স্থাপনের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীমদ্রাহাপ্রভুর ও প্রভুদ্বয়ের শ্রীমদগুরু-গ্রহণলীলা।

শ্রীমদ্রাহাপ্রভু যে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ হইতে দশাঙ্কর-মহাগ্রহণলীলা (চৈঃ ভাঃ ১।১৭।১০৭) করেন, সেই মহেশ্বর দেবতা হইলেন শ্রীগোপীজনবল্লভ (গৌতমীয়তন্ত্র ২য় অধ্যায়)। চক্রবর্তিপাদ বলেন, দশাঙ্কর ও অষ্টাদশাঙ্কর গোপালমহেশ্বর অর্থ—পরোচর-উপপতিত্বভাবময়। (আনন্দচন্দ্রিকা ১।২১)। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ কৃত শ্লোক (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ্মাবলী ১৮ ও ৭৫ সংখ্যাপৃষ্ঠ) হইতে প্রমাণিত হয়—পুরীপাদ শ্রীগোপীজনবল্লভের উপাসক এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদও শ্রীপদ্মাবলী পৃষ্ঠ ৯৬ সংখ্যক শ্লোক (অনঙ্গরসচাতুরীচপল ইত্যাদি) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (২।৪।১২৭) বর্ণনানুসারে শ্রীরাধাপক্ষপাতী শ্রীমদগুরীশ্বররূপে শ্রীরাধাকীর্তিত শ্লোক (অগ্নি দানদয়াহ্ননাথ—পদ্মাবলী ৩৩০) উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। স্বতরাং সেই শ্রীমাধবেন্দ্র যে অরাধ-কৃষ্ণোপাসক সম্প্রদায় হইতে মহাপ্রাপ্ত হইলেন নাই, ইহার অধিক ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। শ্রীমদ্রসম্প্রদায়ের ঐতিহ্যানুসারে দ্বারকানহিবী শ্রীসত্যভামাদেবীর পুত্রের শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীমদ্রাচার্য গোপীচন্দ্রনের মধ্যে প্রাপ্ত হইলেন এবং উক্ত বিগ্রহই প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদ্র যে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দুরাপিতা ও ব্রহ্মার বরদ (১।১) বলা হইয়াছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরাশিষ্য বরদ হইতে হুঁজাঃ” (১।৬)—চতুর্ভুজ বিষ্ণুর্ভূতিই শ্রীমদ্রের ধ্যেয়। এজন্যই শ্রীমদ্রাহাপ্রভুর সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন—“কিছুই এক বৈষ্ণব দৃষ্টান্তে নাই।” নারায়ণোপাসক। এবং। অপরে তত্ত্ববাদিনঃ তে তথ্যাবিধা এবং নিরবতঃ ন ভবতি তেষাং মতম্।” (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮ম অঙ্ক)—দক্ষিণদেশে

অল্পপরিমাণেই বৈষ্ণব দেখিলাম, তাঁহারাও নারায়ণোপাসকই। আর তত্ত্বাদিগণ যাহারা (স্বাক্ষর) কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারাও সেইরূপই—শ্রীনারায়ণোপাসকই। তত্ত্বাদিগণের মত নিরবচ্ছিন্ন (শুদ্ধ) নহে। “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” (ভাঃ ১।৩।২৮) এই ভাগবতবাক্যের তাৎপর্য মাক্ষমতে—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্, ইহা নহে। ব্রহ্মার পিতা মেঘশ্রাম বর্ণ শেখশায়ী বিষ্ণুই মূলরূপী। “কৃষ্ণো মেঘশ্রামঃ শেখশায়ী মূলরূপী পদ্মনাভো ভগবান্, স্বয়ং তু—স্বয়মেব” (শ্রীবিষ্ণুস্কন্দ)।

শ্রীনাভন শ্রীবৈষ্ণবতোষণিতে (১০।১২।১) “তত্ত্বাদিনো বৈষ্ণবা মুক্তিরেব পরমপুরুষার্থতাং মন্তমানাঃ” ইত্যাদি বলিয়াছেন—তত্ত্বাদিগণ মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীরঘুনাথের অনিহমদশক শ্রীকৃষ্ণানুগগণের জীবাত্মরূপ। “য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাস্তিকতয়া তদভ্যর্গে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্” (৬ষ্ঠ স্লোক)—ইহা কি শ্রীকৃষ্ণানুগগণের স্বীকার্য নহে? শ্রীরাধারাগীকে বাদ দিয়া কি শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথের আনুগত্য হইতে পারে? শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৩য় অঙ্ক) বলিয়াছেন,—যাহা রাখা-বিযুক্ত তাহাই অপরাধ-শঙ্কবাচ্য।

বৈদ্য ও রাগানুগা উভয় পদ্ধতিতেই গুরু, পরমগুরু, পরাংপরগুরু ও পরমেষ্ঠি গুরুবর্গকে নিত্য অর্চন ও স্মরণাদির বিধি আছে। গোড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রত্যেকেই সেইরূপ সিদ্ধ-মন্ত্রগুরু-পরম্পরা স্বীকার করিয়া ভজন করিয়াছেন। ইহা হইতেই সেই সেই সিদ্ধ সম্প্রদায়োচিত তিলক ধারণেরও বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। সাধক শিষ্য মন্ত্রগুরু-পরম্পরার অবিচ্ছিন্নসূত্র আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের রূপায় অভীষ্ট বস্তুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। তদ্ব্যতীত কেহই অভীষ্ট যুগলসেবা লাভ করিতে পারেন না ও পারেন নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় “গদাধর মোর কুল” বলিয়া স্বীয় মন্ত্রগুরু-ধারার পরিচয় দিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরের মন্ত্র-শিষ্য শ্রীলোকনাথ, তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য শ্রীনরোত্তম। এই শ্রীনরোত্তম-পরিবার-

৩। শ্রীমহাভাগবতে (১।৮।১) শ্রীনরদ শ্রীপ্রহ্লাদের সিদ্ধান্তকে ‘নিরবচ্ছিন্ন’ বলিয়াছেন, তত্ত্বাদিগণের মত প্রহ্লাদের মতের ত্রায় শুদ্ধ নহে।

ভুল আচার্য্য শ্রীবিখনাথ-চক্রবর্তিপাদ শ্রীরাম-পঞ্চাধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে স্বীয় মন্ত্রগুরু পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন—

শ্রীরাম-কৃষ্ণ-গঙ্গাচরণান্ নম্রা গুরুচক্রপ্রেমঃ ।

শ্রীল-নরোত্তম-নাথ-শ্রীল-গৌরান্দ্রপ্রভূং নোমি ॥

এই স্থানে মন্ত্রগুরু শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, তাহার মন্ত্রগুরু শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ, তাহার মন্ত্রগুরু শ্রীগঙ্গাচরণ, তাহার মন্ত্রগুরু শ্রীলনরোত্তম, তাহার মন্ত্রগুরু শ্রীলোকনাথ 'নাথ' শব্দে উক্ত হইয়াছেন ইত্যাদের সকলের আরাধ্য ও অভিষ্টদেব শ্রীল- (গঙ্গাধরের সহিত) গৌরান্দ্রের সর্বত্রই একরূপ আবচ্ছিন্ন মন্ত্রগুরুর দ্বারাই 'গুরুপরম্পরা' নামে কথিত এবং তদনুসার নৃল-নারায়ণ শ্রীমদ্রাহাশ্রমের পাদপদ্ম হইতেই প্রবাহিত, শ্রীমদ্ভাচার্য্য হইতে নরোত্তম, গোপাধী এবং শ্রীকর্ণপুরাদি শ্রীগৌর-পারিকরগণ সকলেই তাহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে নৃল-নারায়ণ শ্রীমদ্রাহাশ্রম হইতেই গুরুপরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যে সকল অল্প মতাবলম্বী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অতি দুর্ভাগ্যবান শ্রীমদ্রাহাশ্রমকে নৃলনারায়ণ বা যদুভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না তাহারাশ্রী শ্রীচৈতন্যকে বৈষ্ণব বা আচার্য্যশ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় পূর্বোক্ত চতুঃসম্প্রদায়ের ছায়া শ্রীনারায়ণ হইতে অবিসৃষ্ট মন্ত্রগুরু-দ্বারার আগত হয় নাই, এইরূপ এক তর্ক তদানীন্তন হিন্দুধর্মপৃষ্ঠপোষক জয়পুর-নরেশের দরবারে উত্থাপন করেন। তদানীন্তন গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ইহা উপেক্ষা করিতেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীগৌরপারম শ্রীকানীশ্বরের আরাধিত শ্রীগৌরগোবিন্দের সেবা জয়পুর-নরেশ তদাবস্থানে ও অধ্যক্ষতায় ছিল। (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোবিন্দজী জয়পুরে বিদ্যমান করেন)। যদি সেই সেবাটি গৌরবিরোধী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌর-গোবিন্দের এবং শ্রীরাধারার্ণব অমরবাদা হইবে, এই আশঙ্কা করিয়াই মঙ্গলাচরণে ভূতপূর্ব শিষ্য এবং পরবর্তিকালে শ্রীজীবের শিক্ষা শ্রীজ্ঞানানন্দ শাখায় শ্রীসিকানন্দের দ্বারা মন্ত্রদীক্ষিত মাধবনৈয়ায়িক ও বৈষ্ণব

শ্রীবলদেবকে জয়পুরে বিজাতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিচার-সভার প্রেরণ করিয়া গোড়ীয়ার ঠাকুরের সেবা গোড়ীয়গণের হস্তে সংরক্ষণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ও শ্রীকৃপের পরিবেশিত উন্নতোজ্জ্বল রসের কথা বুঝিতে না পারিয়া অত্যাচার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ গুরুবর্গের প্রতি কটাক্ষাদি করিয়া অপরাধ-পক্ষে নিমগ্ন হইতে থাকিলে যেরূপ শ্রীজীবপাদকে পরেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া^১ শ্রীকৃপের নিকান্তের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শনোদ্দেশ্যে অপ্রকট নিত্যলীলায় স্বকীয় স্বাপন করিতে হইয়াছিল, যেরূপ পরম বৈষ্ণব শ্রীশ্রীধর স্বামীকেও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুরোধে বড়িশ-আমিষ-ভ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় স্থানে স্থানে মাদ্রাবাদপর ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে,^২ তদ্রূপ শ্রীবলদেবকেও সমগ্র শ্রীকৃপানুগ-সম্প্রদায়ের এবং তাঁহার সাক্ষাৎ গুরুবর্গের বাহা অভিমত নহে, তাহাই (শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের শ্রীমদ্ব্যসম্প্রদায়ভুক্তি) তাত্‌কালিক প্রয়োজনানুরোধে প্রতিপাদন করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই মূলনারায়ণ—প্রেমকল্পবৃক্ষ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত রূপ দুইটি স্বল্প বা প্রধান শাখা হইতেই অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আবির্ভূত হইয়াছে। “বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্বল্প। এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥ সেই দুই স্বল্পে শাখা বহু উপজিল। তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ (চৈ চ ১১২১-২২)।

“শ্রীনামাকৃষ্ট রসিক-সম্প্রদায়”

শ্রীকৃপ শ্রীবিদগমাদেবের প্রারম্ভে শ্রীবৃন্দাবনে নানাদিগ্‌দেশাগত রসিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১ম, ৬) শ্রীমগ্নহাপ্রভুকে বলিয়াছেন,—“ভক্তিরসিক”—কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ। শ্রীউজ্জ্বলনীল-মণি ও শ্রীদানকেনিকোমুদীর মদলাচরণেও শ্রীগুরুদেব, শ্রীসনাতন, শ্রীগৌরকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভক্তসমাজ সকলকেই বলিয়াছেন ‘নামাকৃষ্টরসিক’। অতএব শ্রীকৃপানুগ-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব, গুরুদেব, বৈষ্ণবদেব ব্রজ ও নবদ্বীপ উভয়-লীলায়ই

১। সাধনদীপিকা ৯ম কক্ষা শেষভাগ।

২। ‘উদ্বাসন’ ২৭ অনুচ্ছেদ ও শ্রীবলদেব-টীকা।

নামাক্ষেপিক। অধিক কি, ত্রীকপাদ ত্রীতীরাধাক্ষণগোদেধে (পরি, ১৮৮) কক্ষনাম-মহামন্ত্র যে স্বয়ং ত্রীরাধার 'স্বাভীষ্ট-সংসর্গ'—নিজাভীষ্ট ত্রীকক্ষের মিল বিধানকারী, ইহা জানাইয়াছেন। রসামৃতসিন্ধুতেও (১৩৩৮) বলিয়াছেন—

রোদনবিন্দুমরন্দশ্রুতি-দৃগিন্দীবরাণ্ড গোবিন্দ !

তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বাল। ॥

ওগো গোবিন্দ ! আজ মধুকণ্ঠী বাল। রাধা তোমার নামাবলীই গান করিতেছে আর তাঁহার নয়নপদ্ম হইতে অশ্রুবিন্দু-মকরন্দ ক্ষরিত হইতেছে।

একদিন স্বর্ষকুণ্ডের কোন নিভৃত নিকুঞ্জে ত্রীরাধারাগীর এইরূপ অবস্থার কলীগণ রাধাপ্রাণবন্ধুকে জানাইলে কক্ষ রাধার সম্মুখস্থ হইলেও তাঁহা বাহ্যক্ষুণ্ণ হইল না। কক্ষ তাঁহার নামকীর্তনে রাধারাগীর এইরূপ তদন্ত দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া স্থির করিলেন, রাধার এই হৃদয়টি লইয়া ভগ্নগ্রহণ করিতে না পারিলে, স্বনামামৃতরসের এইরূপ আনন্দ আর কে ভাবেই হইবে না। তাই তৎসম্মিহিত কলিতেই কক্ষ রাধার ভাব-কলিইয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং আজন্ম রাধার ভাবে স্বনামামৃতরস আনন্দ করিয়া স্বয়ং তৃপ্ত হইলেন এবং সর্বত্র নামপ্রেমরস সঞ্চার করিলেন।

ত্রীচৈতন্যচক্রে (২১৬) “মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং... প্রেমস্তম্ভং প্রকটয়িতুমুন্মাদিত-তম্ভঃ” ইত্যাদি বাক্যে ত্রীকপ বলিয়াছেন— ভগবদ্রাম-কীর্তনই যে ব্রজপ্রেমের স্বরূপ, তাহা স্বয়ংনামী স্বনামরসাত্মক লীলাদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ত্রীবিদগদমাধবে (১১১৪-১৫) নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, রাধারাগী কক্ষাহরাস পরাকাস্তাপ্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ, কথাপ্রসঙ্গে 'কক্ষ'নাম শ্রবণকালে তাঁহার পুলকাদির উদ্গম হয়। এই কথা শুনিয়া রাধাক্ষণের সঙ্গমকালি ভগবতী পৌর্ণমাসী কক্ষনামে অহরাসগই বার্থ কক্ষপ্রেমের লক্ষণ বলি অহুমোদনপূর্বক “তুং তাণ্ডবিনীরতিং বিতম্ভতে” শ্লোকটি কীর্তন করিয়াছিলেন। রাধার পূর্বরাগের কথা ত্রীকপ বিদগদমাধবে (২১২) বাহ্য বর্ণন করিয়াছেন।

তাহারও বৈশিষ্ট্য এই যে সর্বপ্রথমে কৃষ্ণনাম শ্রবণেই রাখার পূর্বরাগের উদয় হয়, তাহা রূপাদি দর্শনের অপেক্ষা করে নাই। “পহিলে শুনলু হাম, শ্রাম দুই আখর, তখন মন চুরি কৈল” (গোবিন্দদাস)। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—গোবিন্দ-প্রেম-পরায়ণ ভক্তগণেরও যে রহস্তলাভ হয় না, গোরাহ অবতীর্ণ হইলে একমাত্র নামের দ্বারাই তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। “স্বয়ং তন্মাত্মৈব প্রাকুরাসীং” (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩)।

শ্রীমদাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (১১।৬৩১) টীকায় বলিয়াছেন, বাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে প্রেমের সিক্তিবিষয়ে শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই অন্তরঙ্গ (মুখ্য) সাধন। তন্মধ্যেও শ্রবণ, কীর্তন ও শ্রবণ—এই তিনটি মুখ্য। ইহার মধ্যেও কীর্তন ও শ্রবণ মুখ্য। তন্মধ্যেও ভগবান্নাম-সংকীৰ্তনই মুখ্যতম। বোপদেবদিগের মতে যে পরমশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ তাহা হইতেও নামসংকীৰ্তনই শ্রেষ্ঠ। অনায়াসে ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রে একাধারে মন, কর্ণ, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপ্য স্থণ্বিশেষের আবির্ভাব হওয়ায় শ্রবণ হইতে কীর্তন সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ।

নিজ প্রিয়তমের শ্রীনামসংকীৰ্তনই ব্রজপ্রেমের অন্তরঙ্গতর সাধন এবং স্বয়ংই প্রেমসম্পত্তিস্বরূপ। “শ্রবণাদীনি নব মুখ্যানি, তত্র চ শ্রবণ কীর্তন-শ্রবণানি, তত্রাপি কীর্তন-শ্রবণে। তত্রাপি শ্রীভগবান্নামসংকীৰ্তনম্। * * * তেদেব পরমশ্রেষ্ঠম্। শ্রীমুক্তাকলাদি-গ্রন্থকারাণাং সম্মতাং শ্রবণাদপি শ্রেষ্ঠম্। কিঞ্চ শ্রবণাং কীর্তনং বরং সর্বথা শ্রেষ্ঠমেব মনঃ-শ্রবণ-বাগিন্দ্রিয়-বাপ্য-নিজ-প্রিয়তম-নাম-কীর্তনস্ত প্রেমাস্তরঙ্গতর-সাধনম্। পুনর্বিশেষণ নির্দেশঃ কিংবা তৎসম্পত্তি-লক্ষণায়।” (হঃ ভঃ বিঃ দিগ্‌দশিনী ১১।৪৫৩, ৬ঃ ১ ও বৃহদ্ ভাঃ ২।৫২১৮)।

নামসংকীৰ্তন যে সাধনমাত্র নহে, স্বয়ংই সাধ্যশিরোমণিস্বরূপ; তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩০।৪৪, ১০।৩২।৮) প্রকিয়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণপাদ উজ্জলনীলমণির উপসংহারে সন্তোষ-শৃঙ্গারে ব্রজদেবীগণকর্তৃক কৃষ্ণকে আহ্বানাদিকালে প্রযুক্ত প্রেমোক্তিগর্ভ নামসংকীৰ্তনের উল্লেখ দ্বারাই প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীমদহাপ্রভু “নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে” (চৈঃ চঃ ১।৪।৪০)।

নামই প্রেম, অথবা নামের স্বত্রেই প্রেম প্রতিষ্ঠিত, ইহাই ইহল শ্রীগৌরপ্রবর্তি নামসংকীর্ণের বিশেষত্ব। প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতারণা। * * * কিং এহা বহিরঙ্গ (চৈঃ চঃ ১।৪।৬) ইত্যাদি উক্তির তাৎপর্য অবধারণাভায়ে “বহিরঙ্গ লক্ষ্য করে নামসংকীর্ণ”—এইরূপ এক উদ্ভট ছড়ার (বাহ্য কোম প্রামাণিক মহাজন-গ্রন্থে নাই) উদ্ভব হইয়াছে।

ব্রজেনন্দন-স্বরূপের নিজস্ব প্রয়োজন ইহল—শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদন—তিন বাঞ্ছা পূরণ। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং ভগবানের তাহা স্ব-স্বরূপের (অন্তরঙ্গ) প্রয়োজন ইহা কখনও তর্কস্থাপনযোগ্য জীবের প্রয়োজন নহে। কিন্তু স্বয়ং ব্রজেনন্দন ব্যতীত “অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে” (চৈঃ চঃ ১।৩।২৬)। সুতরাং ব্রজ-সঙ্গীত নামপ্রেমদান কার্যটি স্বয়ং ব্রজেনন্দন-স্বরূপেরই কার্য। শ্রীকৃষ্ণের বলিয়া আবির্ভাবের গোণ- (বহিরঙ্গ) কারণ, বাহ্য “অর্নপিতচন্দ্রীং চিরাৎ” ইত্যাদি শ্লোকে এবং মূখ্য- (অন্তরঙ্গ—শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্বরূপের) কারণ, বাহ্য “শ্রীরাধায় প্রণয়নহিমা কৌদৃশ্যে” ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখপ্রসঙ্গে বথাক্রমে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নাম প্রেম-বস্তুটি বা তৎপ্রদান কার্যটি বহিরঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদিত হয় নাই। (চৈঃ চঃ ১।৪।২২৫-২২৬ দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের আবির্ভাবের বাহ্য বহিরঙ্গ বা গোণ-প্রয়োজন, তদ্বারাই জীবজগতের অন্তরঙ্গ বা মূখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

শ্রীজীবপাদ সর্বসংবাদিনীতে (উপক্রমে) বলেন,—“সংকীর্তন-প্রধানত্ব তদাশ্রিতে বসকৃদেব দর্শনাৎ ন এবাত্মাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্”—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিতভক্তগণে নামসংকীর্তনপ্রধান উপাসনার আদর্শ পুনঃপুনঃই পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তনই এইস্থানে অভিধেয়, ইহা স্পষ্ট।

“ভক্তিযোগে ভগবতি তন্মাত্রগ্রহণাদিভিঃ” (ভাঃ ৬।৩।২২) ইত্যাদি শ্লোকে ক্রমদলভাবে—“তৃতীয়া প্রকৃত্যাভিধেয় ইতিবৎ” এবং চক্রবর্তিপাদের টীকায় “এতদেব শ্রীভাগবতস্বাভিধেয়-তত্ত্বম্” এই উক্তিভে “ভগবানের নামগ্রহণ

আদিত্যে বাহার' অথবা নামেরই গ্রহণ (কীর্তন), শ্রবণ, শ্রবণ ইত্যাদি বিভিন্ন অক্লান্তরূপ ভক্তিব্যোগ "হৃদ্যবতঃ স্বন্দর" এই তাৎপৰ্যে তৃতীয়া হওয়ায় অভেদ-সমক্ষে পরপদে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, করণে বা সহার্থে তৃতীয়া হয় নাই জানা যায়। অর্থাৎ নামগ্রহণই স্বরূপতঃ ভক্তিব্যোগ বা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিধেয়-তত্ত্ব, তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন (করণে তৃতীয়া) বা অজ্ঞান্য অঙ্গের একতম বা ভক্তিব্যোগের সহায়ক (সহার্থে তৃতীয়া) নহে। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-প্রদীপে ঐখানে সহার্থে তৃতীয়া করা হইয়াছে। ভক্তি অঙ্গী, নামসংকীৰ্তন অঙ্গ, "নামগ্রহণাদিরূপৈঃ সহিতা ভক্তির্ভবতি"। এই স্থানেই নামসংকীৰ্তন-পিতা শ্রীনামীর সিদ্ধান্তের সহিত অজ্ঞান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের পার্থক্য। মনসিদ্ধান্তে অজ্ঞান্য সংকেতে নামাভাসে মুক্তি স্বীকৃত হয় নাই এবং অজ্ঞান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়েও নামাপরাদেশ বিচার প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু বলেন,—‘নাম-সংকীৰ্তন হৈতে সর্বভক্তিসাধন উদ্গম।’ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহ তিনজনই পরাবশ্য ও লীলাবতার-পর্বায়ে গৃহীত হইলেও যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই শ্রীরাম-শ্রীনৃসিংহাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের বিস্তার, যেরূপ ব্রজগোপীপ্রেম বা মহাভাবই অজ্ঞান্য বাবতীয় নিত্যসিদ্ধ ভক্তকোটির ভাবের অঙ্গী-স্বরূপ, তদ্রূপ শ্রীনামসংকীৰ্তন হইতে সর্বভক্ত্যঙ্গের ও সাধনাদেশের বিকাশ হয় বলিয়া তাহাই অঙ্গী ভক্তিব্যোগ। "নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।" রাগাহুগাভক্তিতে মুখ্য যে শ্রবণ, তাহাও নামকীৰ্তনেরই অঙ্গীন (রাগবন্ধুচক্রিকা-১৪)।

শ্রীকবিকর্ণপুর "এবংবতঃ স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্য" (ভা ১১।২।৪০) ইত্যাদি শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু-কথিত "ভাগবতের সার" (১৫: ৮: ১।৭।২৩) শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—ভগবদ্ভাসনংকীৰ্তনাদিরূপ অগম্য ভক্তিব্যোগের রত্নজনক ভাবই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া পার্শ্বদভাবে (সিদ্ধমন্তরীস্বরূপে) অবস্থান করেন। অতএব কলিতে নিশ্চয়ই একমাত্র শ্রীনামসংকীৰ্তনই সমস্ত পুরুষার্থের সার্বকল্যা-তিবাহারী এবং রত্নাণ্যভাবের পুরস্কারী বা প্রদাতা। "ভগবদ্ভাসনংকীৰ্তনাদি-রূপস্ত ভক্তিব্যোগস্ত বোধগম্য-রত্নজনকভাবঃ স খলু পার্শ্বদভাবং ভাবং ভাব-

মণিতিষ্ঠতে । * * অতঃ খন্ কলৌ নাম নামসংকীৰ্তনমেব পুরুষার্থ-সার
সার্থকতা-তিরস্কারি-পুরুষ্কারি-রত্যাখ্য-ভাবশ্চ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ১১২) ।

বিদ্বদনুভব

শ্রীগোড়-ক্ষেত্র-ব্রজমণ্ডলে প্রখ্যাত সিদ্ধ শ্রীশ্রীকৃপণঘুনাখানুগবর শ্রীল গৌর
কিশোরদাস বাবাজী মহাশয়ের উক্তি—“শ্রীনামাকরের কীর্তনই সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধা
গোবিন্দের সাক্ষাৎকার । অপরূপ থাকে-কালে সেই অনুভবটি হয় না
শ্রীহরিনাম করিতে করিতেই শ্রীনামের অক্ষরগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার স্বরূপ
প্রকাশ পাইবে এবং আত্মহরূপও উপলব্ধি হইবে—সদে সদে তাঁহার প্রিয়
সেবাদিও জাগিয়া উঠিবে ।”

শ্রীনামকীর্তন ব্যতীত অন্য কোনও ভক্তি সার্বভৌম, সার্বজনিক, সার্বকালিক
ও সার্বদেশিক ধর্ম হইতে পারে না (ভাঃ ৬।৩২২-ক্রমসন্দর্ভঃ) । নাস্তিক, বৌদ্ধ
যবন, মৈত্রেয়াদিকে পশু-পক্ষী-ভৃগু-শূল-লতা-স্বাবর পর্যন্ত সকল প্রাণীকে শ্রীমদ্রূপ
শ্রীনাম-কীর্তনমুখেই প্রেম দিয়াছেন । তাহাদের অর্চন, স্মরণাদিতে অধিকার নাই
“নাম হৈতে হয় সর্বভগত নিস্তার ॥” (চৈঃ চঃ ১।১৭।২২), “পৃথিবী পর্যন্ত
আছে দেশগ্রাম । সর্বত্র সঙ্কার হইবেক মোর নাম ॥” (চৈঃ ভাঃ ৩।৪।১২৬)
এই সকল মহাপ্রভুক্তি হইতেও শ্রীনামই সর্বদেশের সার্বজনিক সার্বভৌম
হইবে জানা যায় । শ্রীকৃপণপাদও শ্রীচৈতন্যমুখোদ্যোক্ত তদাত্মক শ্রীনামই ভগবৎ
প্রেমে নিমজ্জিত করিয়া সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিবেন, বলিয়াছেন ।
কাহারও কোনও ভক্ত্যঙ্গের বিকাশ হয়, তবে শ্রীনাম-সংকীর্তন হইতেই হইবে
কলিযুগ নামকীর্তনের যুগ (‘হরেন্দ্রমৈব কেবলম্’), কলিযুগানতারা
শ্রীনামসংকীর্তন-প্রবর্তক, শ্রীমদ্রূপবতপ্রমাণে স্তম্বেধোগণ প্রদর্শিত তত্বপাদ
নামসংকীর্তন প্রধান । ইহা ভুলিলে চলিবে না ।

২। শ্রীল অদ্বৈতপরিবার-ভূক্ত বাবাজী মহাশয়ের সাক্ষাৎ মন্ত্রণিত আশ্রমতলা-নিবাস
শ্রীমৎ হরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস মহাশয় কর্তৃক ১৯৬০ বঙ্গাব্দের ১লা কাটিক তারিখে শ্রীমদ্রূপ
বিজ্ঞানবিনোদের নিকট লিখিত পত্রাংশ । এতদ্ব্যতীত শ্রীহরিন্দ্র দাস দাস বাবাজী মহাশয়
প্রকাশিত শ্রীশ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবজীবন ২য় খণ্ডে (:ম সং) ৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শ্রীল গৌর
কিশোরদাসের স্বলিখিত পত্র দ্রষ্টব্য ।

শ্রীনামসংকীৰ্তন “তৃণাদপি স্তনীচতা” ইত্যাদি গুণের অপেক্ষাযুক্ত, ইহাও বলা যায় না। শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৬৩ অঙ্ক) বলেন—“গতভী-
রিত্যাদয়ো গুণা নানৈকতৎপরতা-সম্পাদনার্থঃ, ন তু কীর্তনাদভূতাঃ। ভক্তি-
মাত্রস্ত নিরপেক্ষত্বং তস্ত তু স্ততরাং তাদৃশত্বমিতি।”—নির্ভয়, ভিত্তিনিদ্র, নিঃসঙ্গ,
নির্বির, লক্ষ্যপথে দৃষ্টিযুক্ত, মিতভুক ও প্রশান্ত হইয়া শ্রীহরির নামকীর্তন
করিবে,—ইহার তাৎপৰ্য এই নহে যে—ঐ সকল গুণ না থাকিলে শ্রীনাম-
সংকীর্তনে যোগ্যতা হইবে না। যেহেতু ভক্তিমাত্রই যখন নিরপেক্ষ, তখন
সার্বভৌম অভিধেয় (ভাঃ ৬।৩।২২) শ্রীনামসংকীর্তন যে সর্বগুণ-নিরপেক্ষ
ইহা বলাই বাহুল্য। ঐ সকলগুণ একমাত্র শ্রীনামের প্রতি তৎপরতা
সম্পাদনেরই নিমিত্ত; তাহা নামকীর্তনের অঙ্গস্বরূপ নহে। শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে
সর্বপাতককারী দ্বিতীয়-ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়, সর্বপ্রকার যোগ্যতাহীন ও
সর্বসাধনে অসমর্থব্যক্তিও যদি উঠিতে যুমান্নিতে, চলিতে ফিরিতে, ক্ষুধায়
পিপাসায় বা পতন সময়ে সর্বদা গোবিন্দের নাম কীর্তন করেন তাহা হইলে
তাঁহার সর্বসিদ্ধি লাভ হয়—ইহা দ্বারা নামকীর্তনকারীর যোগ্যতার অপেক্ষা-
রাহিত্য প্রমাণিত হইতেছে (ভক্তিসঃ ২৬৩)। “কেবলানি শ্রীভগবন্নামাশ্রুপি
নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-কলপর্যন্তদান সমর্থানি।” (ভক্তিসঃ ২৮৪)—অন্ত
অপেক্ষারহিত কেবল শ্রীভগবন্নাম-সমূহই পরমপুরুষার্থ কলস্বরূপ যে প্রেম,
সে পর্যন্ত দানে সমর্থ।

শ্রীমদ্রূপদেশ “তৃণাদপি স্তনীচেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” অনীয়-
প্রত্যয় বিধি, অর্হ (যোগ্য) ও ভবিষ্যৎকাল বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়—(পাণিনি
৩।১।২৬ ও শ্রীহরিনামামৃত ৫।১৭২)। উক্ত বাক্যে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ
থাকায় কর্মেরই (হরিরই—নামেরই) প্রাধান্য এবং কীর্তনীয়-পদটি কর্মেরই
বিশেষণ, তাহা কর্তার সহিত অধিত হইতে পারে না; স্ততরাং তৃণাদপি
স্তনীচাদি শব্দের দ্বারা কীর্তনকারীর যোগ্যতা কথিত হয় নাই। ‘অনীয়’-
প্রত্যয়ের দ্বারা ‘হরিরই ~~কর্মবাক্য~~ কীর্তনের যোগ্য, অত্বেকোন বস্তু নহে’—ইহাই

প্রকাশ করিতেছে। কেবল-ভবিষ্যৎকালের নিষেধের জন্ত 'সদা'-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। তৃণাদপি স্বনীচাদি কীর্তনকারীর বেদে বিশেষণসমূহ তাহা একান্তভাবে শ্রীনামাশ্রয়ের সহস্র-বাচক। যেৰূপ 'গোপ্ত্বে বরণ' শরণাগতির অঙ্গী, আর অল্পকূল বিষয়ে সহস্র, কার্পণ্যাদি (দৈত্যাদি) সেই অঙ্গীর পরিকর তদ্রূপ শ্রীনামকে একমাত্র শরণাক্রমে বরণই হইতেছে অঙ্গী, তৃণাদপি স্বনীচতাদির সেই অঙ্গীর পরিকররূপেই আবির্ভাব। "তত্র গোপ্ত্বে বরণমেব অঙ্গী, অগ্গানি অঙ্গাদি তৎপরিকরত্বাৎ" (ভক্তিসঃ ২৩৬)। "অমানী মানদঃ" (ভা ১:১১১৩১) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৯৯ অঙ্ক) বলেন,—“অত্র মন্তব্য ইতি বিশেষ্যম্”—এখানে 'আমার শরণাগত' হইতেছে বিশেষ্য, আর 'অমানী ও 'মানদ' ইত্যাদি বিশেষণ। সুতরাং 'শ্রীনামাশ্রিত' বিশেষ্য; 'অমানী মানদ' ইত্যাদি বিশেষণ। শ্রীনামাশ্রিত ব্যক্তিতে তৃণাদপি স্বনীচতাদি পরিকরগুণসমূহ প্রেমকল্পবৃক্ষের ভাব্যঙ্গুর উদগম-কাল মধ্যে বধ্যবধ্যভাবে প্রকাশিত হয়। ক্ষতি মানশূন্যতা, নামগানে সদা রুচি ইত্যাদি অল্পভাব-সমূহ প্রেমের প্রথমাবস্থাতে ভাবরূপ অঙ্গুর, তাহা বাহাদের আবির্ভূত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় (ভঃ রঃ সিঃ ১৩০২৫-২৬)। শ্রীনামাতনপাদও বলিয়াছেন,—(বৃহৎ ২৫১২২৪-২৫) “দৈত্ব-প্রেম্ণোঃ পরম্পরং কাৰ্য্যকারণতা, পোষ্যপোষকতাল্লভ্যতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ “যেৰূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়” ইত্যাদি দিব্যোক্তি শ্রীমদ্ব্যাপ্তব্র বাক্যে উক্ত ক্রম-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উহা নামসংকীর্তনকারীর প্রাথমিক যোগ্যতার বা অধিকারের পরিচয়-পত্র নহে। ভাবভক্তির উদয়ে বধ্যকালে তৃণাদপি স্বনীচতাদির (দৈত্যাতির) স্বাভাবিক উৎপত্তি হয় এবং তখন যে নামগানে সদা রুচির সহিত নামের অনুশীলন হয় তাহাতে অচিরেই প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। “দৈত্বন্ত পরমং প্রেমং পরিপাক্যে জন্ততে” (বৃহৎ ২৫১২২৪)।

নামাশ্রয়ীর পক্ষে গুরুপদাশ্রয় দীক্ষাদি সাধনাদি বা অর্চনাদি অপর ভক্ত্যঙ্গের আবশ্যকতা নাই—অথবা—অর্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিয়াদিকারীর জন্ত ইহাও অবি

বিকৃত ও দুষ্ট মত। *শ্রীনামই সর্বমূল-কারণ বলিয়া নামাশ্রয় হইতেই শ্রদ্ধাদিক্রমে সাধনাদের সহিত প্রেমোদয় হয় এবং নববিদ ভক্ত্যদেরও পূর্ণ বিকাশ হয়।

শ্রীমহাভাগবতে “অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে” (ভাঃ ১:১২:৪৭) ইত্যাদি শ্লোকে প্রারম্ভভক্তি কনিষ্ঠভাগবতের কেবল বিষ্ণুপ্রতিমাতেই লোক-পরম্পরাগত শ্রদ্ধানুসারে পূজা-চেষ্টা, কিন্তু তদ্ব্যক্ত বা অজ্ঞ প্রাণীতে রূপাদিষ্ঠান-জ্ঞানে আদরের অভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অর্চনাদি অতি নিম্নাদিকারীর কৃত্য, তাহা উত্তম ভাগবতের নহে প্রতিপাদন করা হয় নাই। শ্রীমুসিংহপুরাণে (৬২৫) “প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্”—অত্যন্ত অল্পবুদ্ধিগণের দ্বারা প্রতিমা—এই উক্তির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসম্পদে (২২৮ অঙ্ক) বলিয়াছেন,—“ইত্যত্র স্বল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ, মুসিংহপুরাণাদৌ ব্রহ্মাণ্ডসীমাদীনামপি তৎপূজাশ্রবণাং”—মহাভাগবতগণ শ্রীভগবদর্চার পূজা করেন, স্বল্পবুদ্ধিব্যক্তিগণেরও তাহা কৃত্য। কারণ, উক্ত শাস্ত্রেই শ্রীব্রহ্মা, শ্রীমহর্ষীষ-প্রমুখ মহাভাগবতগণ কর্তৃক শ্রীমূর্তি পূজার কথা শ্রুত হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ভবকে “অল্লিঙ্গমদুস্ত-জন-দর্শন-স্পর্শনার্জনম্” (ভাঃ ১:১১:১০৪) ইত্যাদি বাক্যে নিজ অর্চাবতারের অর্চন ভাগবত-মাত্রের কৃত্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু শ্রেষ্ঠ-সাধন-পঞ্চকের অজ্ঞতমরূপে “শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন” (১৫: ৫: ২১২২:১২৫) নির্দেশ করিয়াছেন। মহাভাগবতোত্তম মহারাজ শ্রীমহর্ষীষের স্বহস্তে হরিমন্দিরমার্জন, সপরিবার শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর গুণচামন্দিরমার্জন, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, স্বয়ং শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীশ্রীহানপণ্ডিত, শ্রীগদাধরপণ্ডিত, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামাতাঠাকুরাণী, শ্রীজাহ্নবামাতা-ঠাকুরাণী, শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত, শ্রীরাঘবপণ্ডিত, শ্রীরঘুনন্দনঠাকুর, শ্রীরূপ-ননাতন-শ্রীগোপালভট্টাদি বিবর্ত গোস্থানিবৃন্দের স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের নিত্য অর্চন, শ্রীগোবিন্দসেবাদ্যক্ষ শ্রীহরিদাসপণ্ডিত, শ্রীভৃগুর্ভাষিণী শ্রীচৈতন্যদাস পূজারী-গোস্থানিপ্রমুখ শ্রীনামরসাক্ষ-মহাভাগবতোত্তম-শিরোমণিগণেরও নিত্য স্বহস্তে শ্রীমূর্তি অর্চনের আদর্শ দৃষ্ট হয়। চক্রবর্তিপাদ স্বগুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তি-

* শ্রীকবিকর্ণপুর শিশুকালেই পুরীতে যয়ং শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখ হইতে কুকনান গ্রাপ্ত হইলেও

গদাচার-স্বাক্ষরণ শ্রীকবিরাজমহাশয় শ্রীশ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর নিকট মুখ-বীক্ষা গ্রহণ করেন।

পাঠকে একাধারে নামামৃতরসাস্বাদী (৮ম শ্লোক) এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চনাসহস্রে পুষ্পচয়নকারী ও তুলসীবেন্দী-লেপনকারী ইত্যাদিরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীনামসংকীর্তনৈকপিভা শ্রীগৌরহরি

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৮) উক্ত হইয়াছে,—“বদগীতেনেদমাবৃতম্”—
ব্রজরামাগণের গানের অনুসারেই এই ভগতে নন্দীতবিত্তার আংশিক প্রচার
হইয়াছে। অতাপি সেই গীতাংশই বিধে প্রচারিত হইতেছে। বর্ণগণ
লোকেও ব্রজগোপীগণের গীতাংশমাত্রই প্রচারিত (শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবভোক্তা
১০।৩৩।৮ পুত নন্দীতসার-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। সেই বোড়শ-সহস্র-ব্রজগোপী
মুহূটমেণি শ্রীগান্ধবাই (শ্রীরাধাই) নিখিলনন্দীত-বিত্তার আকর-স্বরূপ। শ্রী
গোষামিপাদ তৎকৃত শ্রীব্রজনব-নুবরাজাষ্টকে (৩ শ্লো) বলিয়াছেন,—শ্রীব্রজনব
নুবরাজ অখিল ভগতে প্রসরণশীল বাবতীয় মনোজ্ঞ কলাবিত্তার আদিভূত
সেই মহাভাবদত্তী গান্ধবী ও রসিকশেখর ব্রজনব-নুবরাজ-মিলিততত্বই কলিযুগ
সংকীর্তন-দ্রাব-প্রবর্তক। “চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসংকীর্তন” (চৈ চ ২।: ১।২৭)
সত্যাদি যুগভয়ে শ্রীনাম বিদ্যমান থাকিলেও এবং সাধারণ কলিযুগসময়
তত্ত্বদ্ব্যুগাবতার-প্রচারিত মোক্ষদ তারকব্রহ্ম নামকীর্তন যুগধর্মরূপে প্রকাশিত
থাকিলেও শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বপর্বন্ত আপামরে পশু-পক্ষি-তৃণ-ওষধি-
লতা-পর্বন্ত ব্রজ-প্রেমদ নামসংকীর্তনের নক্ষার হয় নাই বা-স্বয়ং নামী নি
নাম রসাস্বাদন করিয়া তাহা আপামরে বিতরণ করেন নাই। তাহা
প্রদেশীয় দিব্যসুরি শ্রীকুলশেখর আলোষারের শ্রীমুকুন্দমালা-স্তোত্রের (২২, ৩৩)
ইত্যাদি) এবং শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদির উক্তি হইতেও সেই সাক্ষ্য পাওয়া
যায়। “আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে” (চৈ: চ: ১।৪।৪০), “সর্বত্র সঞ্চার হই
নোর নাম”—(চৈ ভা ৩।৪।১২৬)—এই ‘সঞ্চার’ই হইতেছে স্বতঃসিদ্ধ স্মৃতি
শ্রীমদ্ব্যপ্রভু সেই নামপ্রেম আশ্বাদনের বৃত্তির সঞ্চার করিয়াছেন। ভগবৎপ্রভু
ধর্মার্থকামমোক্ষ পর্বন্ত আশ্বাদনের বৃত্তি আছে। ইহা জীবের প্রয়োজন
সাধক; কিন্তু রসিকশেখর পরতত্ত্বের প্রয়োজন যে প্রেম, তাহা আশ্বাদন

বৃত্তি জীবে নাই। মহাপ্রভু স্বনামের সহিত প্রেম আশ্বাদনের বৃত্তিটি সর্বত্র সফার করায় তিনিই অদ্বিতীয় শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তন-পিতা।

“পুরটস্থন্দরদ্ব্যতি-কদম্বসন্দীপিতঃ”

“কলৌ যঃ বিদ্বাংসঃ ক্ষুটমভিব্যজন্তে দ্ব্যতিভবাদকৃষ্ণাং কৃষ্ণং মথবিদিত্তিকং-
কীৰ্ত্তনময়ৈঃ।” (শ্রীচৈতন্যচরিত ২।১)—স্বমেধোগণ এই কলিতে যাহাকে উচ্চনামসংকীৰ্ত্তন-প্রচুর বজ্রের দ্বারা সাক্ষাদভাবে উপাসনা করেন, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ (অমৃতকৃষ্ণ) হইলেও নিজপ্রিয়সীর কান্তিরশির প্রাচুর্যে আবৃত হইয়া অকৃষ্ণবর্ণ (বহির্গৌর) হইয়াছেন। “রসস্তোমং হৃদা মধুরম্পভোক্তুং কমপি যঃ কৃচিং স্বামাবরে দ্ব্যতিমিহ তদায়াং প্রকটয়ন্” (ঐ ২।৩)—কৃষ্ণচোর প্রিয়সীবৃন্দের অনির্বচনীয় মধুররসরাশি (চোরের ছাত্র ছদ্মবেশে) অপহরণপূর্বক উপভোগ করিবার জন্ত প্রিয়সীমুখ্যা শ্রীরাধার দ্ব্যতি বাহিরে প্রকাশ করিয়া নিম্ন শ্রামকান্তি এই ভগতে গোপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপরি উক্ত শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দ শ্রীমদ্ভাগবত-রসধননিত সমলভ্যত। শ্রীমহাভারতে শ্রীভীষ্মদেব এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীগর্গাচার্য শ্রীকরভাষন-প্রমুখ স্বমেধোগণের কীৰ্ত্তিত “স্ববর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ” (দানধর্ম ১৪৯।২২), —এই নাম এবং “ছয়ঃ কলৌ” (ভা ৭।২।৩৮), শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ (ঐ ১০।৮।১৩), কৃষ্ণবর্ণঃ দ্বিবাংকৃষ্ণঃ (ঐ ১১।৫।৩২-৩৩) ইত্যাদি বন্দনার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে কলিকালে শ্রামরূপ ভগবান্ ছন্দলক্ষণে স্ববর্ণবর্ণ হেমাঙ্গরূপে কৃষ্ণের নামরূপগুণাদি বর্ণনকারী (কৃষ্ণবর্ণঃ) হইলেন—এই সকল স্বমেধোগণের বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্ত এবং নিজের তিন বাহ্য পুরণের জন্ত “রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন স্বপ কহু নহে আশ্বাদনে।” (চৈ চ ১।৪।২৬) শ্রীকৃষ্ণ অকৃষ্ণাঙ্গ (পীতবর্ণ) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পীতবর্ণটি হইতেছে কলিযুগাবতারীর স্বরূপ- (আকৃতিপ্রকৃতিগত) লক্ষণ এবং নামপ্রেম-দানটি তটস্থ- (কার্যগত) লক্ষণ। শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাতে শ্রীসনাতনের উক্তি—“পীতবর্ণ, কার্য প্রেম-নাম-সংকীৰ্ত্তন। কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।”

ভরতমুনি বলেন, শৃঙ্গার রসের বর্ণ ছান—“ছানো ভবতি শৃঙ্গার (নাট্যশাস্ত্র ৬৯৩) এবং অদ্বুত রসের বর্ণ পীত “পীতশ্চৈবদ্বুতঃ স্বরঃ (ঐ ৬৯৪)। মহাভাব অদ্বুতাদপি অদ্বুত—পরম চমৎকারিতাময়। রসবিদগণে নতে চমৎকারিতাই রসের সার। সেই গলিতকাকনপীত মহাভাবসংগে উদ্ভেলনে শৃঙ্গার-রস-নীলানুধিও আবৃত হইয়া পড়ে। শ্রীবিখনাথ চক্রবর্তিপাণ্ডে নতে সত্যযুগের ধ্যানধর্ম—শুভবর্ণ, ত্রেতার বজ্রধর্ম—রক্তবর্ণ, কলির নাম সংকীর্তনধর্ম—পীতবর্ণ। নামসংকীর্তন পরমচমৎকারপোষক বা তাহাই মহাভাবের স্বরূপ (উজ্জলনীলমণির উপসংহার ও শ্রীবৃহদ্রাগবতানুত) বলিয়া হইত পীতবর্ণ। শ্রীনামসংকীর্তনৈক-পিতার বর্ণও পীত। মহাভাবের পীত—মহাভাবরূপিনী শ্রীরাধার বর্ণ পীত। তাই স্বনামসংকীর্তনানুতম শ্রীরাধাভাবাত্ম শ্রীকৃষ্ণ পীত।

“বভৌনামুত্তংসস্তরগণিকরবিভ্রোভিবসনঃ”

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যচষ্টকে (১১৪, ২১২, ২১৫) এবং শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের সকল গ্রন্থেই শ্রীমহাপ্রভুকে সন্ন্যাসি-শিরোরত্ন অরুণ বর্ণ বসনধারী ইত্যাদি রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সন্ন্যাসীকে পূর্বাশ্রমের মাতাপিতার নামে পরিচয় প্রদান শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অথচ সর্ববেদবেদান্তবিৎ শ্রীমার্কভোমভট্টাচার্য্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীহৃত গুণধাম।—(চৈঃ চঃ ২/৬২৫৮), যতিবর শ্রীপ্রবোধানন্দ “সন্ন্যাস কপটম্” (চৈঃ চন্দ্রামৃত ১২), শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ‘কপট-সন্ন্যাসী-বেশধারী’ (চৈঃ ভাঃ ২/১০১); শ্রীগৌরানন্দপার্বদ শ্রীরঘুনন্দন—“লম্পটপুরোঃ সন্ন্যাসবেশঃ—গোপবদূলম্পটের এই অবতারে সন্ন্যাসবেশ ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই সমস্ত রসিক মহাজনের উক্তির শব্দধরনি কবিকর্ণপুর ‘গৌর-আনা-ঠাকুর’ শ্রীমদ্রোচারণের বাক্য-প্রমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন—‘সন্ন্যাসকৃতমঃ শাস্ত ইত্যাদি নর নিকল্যার্থমেবৈতৎ’ (শ্রীচৈঃ চঃ নাটক ৫১২২)।—শ্রীমহাভারতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ সহস্রনামে (৭৫) শ্রীভীষ্মদেবকর্তৃক যে স্রঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (দত্তা ত্রয়াদি আবেশাবতারের সহস্র নহে) সন্ন্যাসকৃত, শম, শাস্ত ইত্যাদি

কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সার্থক করিবার জন্যই শ্রীলালাপুরুষোত্তমের সম্যাস-
লীলা। নতুবা গোপবধূলম্পট, রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সম্যাসক্লং, শম, শান্ত
ইত্যাদি নাম নিরর্থকই হইত। শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১৩৫)
বলিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যের অন্তরের অমুরাগই বাহিরে অরুণবর্ণ-বসনাকারে
প্রকাশিত। বিরহিণী রাই-উন্নাদিনীর অহুভাবের অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য
সর্বচিত্তে শ্রীরাধাপাদপদ্মের রতিবিধান করিতেছেন (আনন্দী-টীকাহসারে)।
শ্রীরূপ তৎকৃত শ্রীচৈতন্যষ্টকে (১৪) তরণিকরবিজ্যোতিবসনঃ—যে রূপ শ্রীচৈতন্য-
দেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীরাধাষ্টকেও (৮) “অরুণতুল্যং রাধিকামৰ্জয়ামি”
বাক্যে রাধারও অরুণ-বর্ণ বসনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বাহাপ্রভুও স্বয়ং বলিয়াছেন—“কি কার্য সম্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে-কালে সম্যাস কৈলু চর হৈল মন ॥” (চৈঃ চঃ ২।১৫।৫১) প্রেমই ষাঁহার
নিজস্ব সম্পত্তি, সেই-ব্রজনাগরী-বল্লভ কৃষ্ণের সম্যাসের প্রয়োজন কি? তিনি
রাই-উন্নাদিনীর ভাবাচ্ছন্ন হইয়াই সম্যাসলীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর “সেই বেঘ কৈল” (চৈঃ চঃ ২।৩৯) অথবা “আমি মায়াবাদী
সম্যাসী” (২।৮।৪৫) ইত্যাদি বাক্য হইতে বিভিন্ন মতবাদী বলেন, মহাপ্রভু ত্রিদণ্ডি-
ভিক্ষু বা মায়াবাদী সম্যাসী ছিলেন। বস্তুতঃ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর প্রাচীন ইতিহাসটি
তিরস্কার সহ করিবার আদর্শ মাত্র। উক্ত গাথা শ্রবণের চরম কল মনোনিগ্রহ
পর্যন্তই (দ্বামিপাদ ও চক্রবর্তী)। পরাত্ত্বনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডিবেশ ভিক্ষুর পক্ষে
উপহব-জনকই হইয়াছিল (শ্রীজীব ১১।২৩।৫৭)। পরমাত্ত্বনিষ্ঠা—মুন্দ-
(নৃক্তি-ধিকারী প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণের) সেবা বা শুদ্ধা ভক্তি নহে। শ্রীরামানুজা-
চার্যের ত্রিদণ্ড-সম্যাস-গ্রহণ-কালে স্বয়ং শ্রীবরদরাজের উক্তি—“মোকোপায়ো
ন্যাস এব জনানাং নৃক্তিমিচ্ছতাম্” (প্রপন্নাযুত ১০।৬৭) নৃক্তির ইচ্ছুকগণের পক্ষে
ত্রিদণ্ড সম্যাস মোক্ষোপায়। শ্রীমদ্বাহাপ্রভু মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত বর্ণাশ্রমের সম্বন্ধে
বলিয়াছেন,—“কর্ম হইতে প্রেম-ভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।” শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর
সম্যাসলীলা সম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্যের ও গৌরপার্বদগণের সিদ্ধান্তেরই প্রামাণ্য।

শ্রীমদ্রসপ্রভুর বিতোর-স্বরূপ—শ্রীপাদপুরুষোত্তমাচার্য “তত্ত্বদ্বাবিলাসবান (গো: গ: ১৬০)—শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীরাধার যে যে ভাব, তাহাতে বিলাসবান শ্রীরূপ ব্রজলীলায় শ্রীললিতা বা শ্রীবিশাখা। তাই তিনি শ্রীগৌরের শ্রীরাধাভাব চরিতা বা উন্নতভাবরূপ সম্যাস-লীলা দর্শনে পাগলপারা হইয়া বৃথেশ্বরীর ভাবে প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা চতুর্থাশ্রম-স্বীকার নহে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের অনুরাগে সম্যাসকে তুচ্ছই করিয়াছিলেন—“শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরূপে রাগতত্ত্বচ্ছীচকার” (চৈ: চন্দ্রোদয় ৮:১১)। শ্রীপ্রবোধানন্দ পূর্বেই সম্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরযতীপাদ ব্রজলীলায় তুচ্ছবিদ্যা সখী (গো: গ: ১৬৩) শ্রীললিতাদির ন্যায়ই বৃথেশ্বরী। সখীগণ শ্রীরাধার ভাবে বিলাসবতী হইলেও অভিমানিনী নগরীগণ (শ্রীশ্রীকৃষ্ণসনাতন-রঘুনাথাদি বা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সম্প্রদায়মত) শ্রীরাধার ভাবের অনুকরণ করেন না। এতন্ত “স্বরূপের রঘু” বা “প্রবোধানন্দ শিষ্য গোপালভট্ট:” প্রত্যেকেই শ্রীগৌরপারিকর ও পরমবিরক্ত হইয়াও স্বরূপের ঐক্যের ঐক্য সম্যাসের অনুবর্তন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গজন মাত্রেই আদর্শ বরণ করিয়াছেন। ‘শ্রীরাধাপ্রেমরূপ’ চিরবিরক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোপালপাদ ও শ্রীগোরাদেশে শ্রীক্ষেত্রবাস ও শ্রীগোপীনাথের সেবাবরণরূপ নির্দিষ্ট ‘সম্যাস’ই প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীবল্লাভাচার্য্য তৎকৃত “সম্যাসনির্ণয়ে” (১, ৭, ৮, ১৬, ২১) কৃষ্ণভক্তগণের অত্র সম্যাস কলিকালে সর্বথা নিবেদন করিয়া ব্রজগোপীগণের আদর্শে বিরহাঙ্গভবার্থ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। “বিরহাঙ্গভবার্থঃ তু পরিত্যাগঃ প্রশস্ততঃ। কোণ্ডিণ্যো গোপিকা: প্রোক্তা গুরব: সাধনং চ তৎ। সম্যাসঃ বরণং ভক্তাবন্যায়া পতিতো ভবেৎ।” অতএব সংস্কৃত-বল্লভদিগ্‌বিজ্ঞ-কবি শ্রীমদবেদ পুরী হইতে শ্রীবল্লাভাচার্য্যের অন্তিমকালে ত্রিঙ-সম্যাস গ্রহণের ইতিহাস-বিরক্ত। বহু পূর্বেই পুরীপাদের বিরোধান হয়। শ্রীজীবপা শিক্ষা-শিষ্যদের শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-প্রভু বড়গোয়ামীর অকিঞ্চন বেবের জানাইয়াছেন—

তাক্কা তুর্গমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সন্না তুচ্ছবদ্
 ভূত্বা দানগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ।
 গোপীভাব-ব্রসামৃতান্দি-লহরী-কল্লোলমগ্নৌ মূহ-
 র্বন্দে রূপসনাতনৌ-রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত সাধকমাত্রকেই অর্চনা দি সর্বসাধনাদ্বয়ের অগ্রে
 যে শ্রীগুরুমূর্তি স্মরণ করিতে হয় তাহাতে "গুরুদ্বন্দ্ববন্দনং গুরুং ধ্যাম্যেৎ" ইত্যাদি
 বাক্যে (শ্রীগোপালগুরুপদ্ধতি ২৮২) এবং "কাষায়ঃ মলিনঃ বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ
 পরিভ্যজেৎ," "গুরুবাগা ভবেদ্রিত্যং রক্তকৈব বিবর্জয়েৎ" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস
 ৪।১৪৫, ১৫৫ ধৃত শাস্ত্রবাক্য) ইত্যাদি প্রমাণে বৈষ্ণবগুরু ও শিষ্য উভয়েরই
 কাষায় বস্ত্র নিষেধ ও গুরুবস্ত্র পরিধানের বিধি দৃষ্ট হয়। "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে
 ন্যা যুযায়।" (চৈঃ চৈঃ ৩।১৩।৬১)। "বিকুর্ভক্তির্ভজনীয়োহস্ত্রোতি বৈষ্ণবঃ"
 (হর্গমসদ্বন্দনো ৪।৩।৫৩) যিনি বিকুর্ভক্তিমান্ ও বিষ্ণু-দেবতাক, তাহাকে বৈষ্ণব বলে।
 বিকুর্ভক্তির আশ্রয়কারী ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেই কাষায় বস্ত্র ধারণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রে
 নিষিদ্ধ। "শ্বেতং ধার্য্যং প্রবৃত্ততঃ, ন রক্তং মলিনং তথা ॥" (বিকুর্ধর্মে)।

বর্ণাশ্রমধর্ম ও শ্রীকৃপাস্নানগমসম্প্রদায়

শ্রীভক্তিরসামৃতসিকুতে (১।২।১৮৬) "মুদ্রশ্রবণ্য কথিতা স্নান্না কর্মাদিকারিতা"
 ইত্যাদি এবং (১।২।২৪৬) "সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গং ন কর্মণাম্" ইত্যাদি
 কারিকায় শ্রীকৃপাপাদ বলিয়াছেন, শ্রীভগবদ্রাম-রূপাদি ভগবানে অর্পিত না হইলেও
 রূপতঃই শুদ্ধভক্তি, কিন্তু বর্ণাশ্রমাদি-কর্ম ভগবানে অর্পিত হইলেও শুদ্ধভক্তি
 জ্ঞান কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত) হয় না বলিয়া তাহা সম্মত (শ্রীকৃপের মত) নহে।
 বর্ণাশ্রমচারকর্মণোৎপর্ণেহপি ন শুদ্ধভক্তির্মমিতি, স্মতরাং ন তং সম্মতম্; জ্ঞান-
 বান্যনাবৃত্তেনোক্তম্" (শ্রীজীব ও চক্রবর্তি-টীকা ১।২।১৮৬)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৮।৩৮) নোক্ষার্থিগণের জন্মই ভগবদর্পিত-বর্ণাশ্রম-র কথ্য
 হইয়াছে। "স এব মদভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ"—মদভক্তিযুতো মদর্পণেন
 (শ্রীধরঃ), নিঃশ্রেয়সকরঃ নির্বাণমোক্ষপ্রদঃ (চক্রবর্তী)—বর্ণাশ্রম-ধর্ম ভগবদর্পিত

হইলে নির্বাণমোক্ষপ্রদ হয়। উদ্ভূপীতে শ্রীমদ্বন্দ্যবাসীর আচার্য বলিয়াছিলেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন। পঞ্চবিধ পাত্রা বৈকুণ্ঠে গমন। (চৈঃ চ ২১২৫৬—৫৭) শ্রীমদ্বাসীপ্রভু উক্ত মাক্ষর্য নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন,—কর্ম-নিন্দা, কর্মত্যাগ সর্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম যৈ প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কতু নহে। (ঐ ২৬৩)। শ্রীমদ্বাসীপ্রভু প্রেমভক্তির কোন কথা বলেন নাই, পঞ্চবিধা মুক্তিকেই 'মহাপুরুষার্থ' (শ্রীমদ্বাসীপ্রভু গীতাভাষ্য ২১২) বলিয়াছেন। শ্রীভক্তিসল্লসে (৯৯ অনুচ্ছেদ) শ্রীজীবপাদ—কলিকালে স্বভাবতঃ কলুষচিত্ত বর্ণাশ্রমীর আবুর ব্যর্থতা ও বর্ণাশ্রমের অবশ্যস্বাভাবী ব্যাভিচারের কথা জানাইয়াছেন। বৃহদ্রাট্যীয় পুরাণেও (৩৮।২৫-২৬) কলিতে বর্ণাশ্রমের অপরিহার্য ব্যাভিচারের কথা বর্ণন এবং সন্ন্যাসাদিধর্ম নিবেদন করিয়া শ্রীমদ্বাসীপ্রভু সর্বকলিবাধাপহারক এক মুখ্য ধর্মের কথা বলিয়াছেন—“হরেণানৈব না মৈব নমো জীবনম্।” শ্রীনারদাবতার শ্রীবাসের ভবনেই স্বয়ং শ্রীনারদীর নাম-সংকীর্ণ রাসস্থলী প্রকাশিত হয়। কাশীবাসী শ্রীচৈতন্যকৃপালক সন্ন্যাসিগণও বলিয়াছেন—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাক্য দৃঢ় সত্য মানি। কলিকালে সন্ন্যাসে নাহি জিনি। হরেণাম শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান। সেই সত্য কৃষ্ণ পরমপ্রমাণ।” (চৈঃ চ ২১২৫১৮-২২)।

শ্রীমদ্বাসীপ্রভু (১১।১৭।৩৮) “গৃহং বনং বোপবিশেং” ইত্যাদি অনুসারে ভগবদ্ভক্তের কোন আশ্রম-নিয়ম বা আশ্রম-সমূহের ক্রমবিপর্যয়ে প্রসঙ্গ নাই। ইহা শ্রীহামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ উভয়েই উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদন করিয়াছেন। “ভগবদ্ভক্ত্য ব্যাংক্রমেণাশ্রমিতয়া অনাশ্রমিত্য স্থিতৌ ন কোপি দোষঃ।” এমন কি, ভক্তিপ্রতিকূল সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ পুনরায় গৃহস্থশ্রমে প্রবেশের আদর্শ দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্বাসীপ্রভু (শান্তিপর্বে রাজা ১১।২ শ্লোকে) শ্রীমদ্বাসীপ্রভুর উক্তি ও সমর্থনে দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্বাসীপ্রভুনাথপুরীর পূর্বের ‘পুরী’ সন্ন্যাস নামাদি ত্যাগ করিয়া আচার্য বৈকুণ্ঠ নামে খ্যাতির কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১১।৪২) ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

(৩৫১৭৪৬) উক্ত হইয়াছে । শ্রীজীবপাদ ভোষণীতে (১০৮০।৩০, ১০৮৪।৩৮) ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে (১০৮০।৩০) ভক্তিপ্রতিকূল আশ্রম ত্যাগের ও অন্তর্ভুক্ত আশ্রম গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

প্রায়শঃ অত্যন্ত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধকমাত্রেই আশ্রমাদির কোন না কোন প্রকার শাস্ত্রীয় ও স্বকল্পিত চিহ্নাদি ধারণ করেন । দ্বিজ ব্রহ্মচারীর কাষায়, মাজিষ্ঠ ও হারিত্র বস্ত্র ধারণাদি, বানপ্রস্থের নখ-শ্মশ্রু-ধারণাদি, সন্ন্যাসীর মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, কাষায় বস্ত্র বা ত্রিদণ্ডধারণাদি, কোন কোন সম্প্রদায়ে ভঙ্গলেপন, জটাজুট, কাষ্ঠকোপীন ধারণাদি কোনটিই শ্রীচৈতন্যচরণাত্মচরণগণ স্বীকার করেন নাই । এমন কি, শ্রীচৈতন্যদেব গুরুস্থানীয় শ্রীব্রহ্মানন্দভারতীর চর্মাস্থর পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন । শুদ্ধভক্তিপথে প্রবিষ্ট হইয়া কর্মজ্ঞান-যোগাদিমিশ্র ভক্তিপথের কোনরূপ আচার ও চিহ্নাদি শ্রীচৈতন্যচরণাত্মচরণগণ অহুর্ভবন করেন নাই । শিখাধারণ, তুলসীমাল্য-ধারণ, উর্ধ্বপুণ্ড্রধারণ, ভগবান্নান্য-ধারণাদি ভক্তিসদাচার-সমূহ হরিতোষণপূর শুদ্ধভক্ত্যাদ বলিয়াই কর্মজ্ঞানাদি লিপ্তের ত্রায় কখনও কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ ভক্তিবান্ধী শ্রীচৈতন্যচরণাত্মচরণগণ পরিত্যাগ করেন না । বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বিরক্তবেষ গ্রহণকালে স্ত্র ও ত্যাগ করেন, কিন্তু শিখা ত্যাগ করেন না । জ্ঞানী সন্ন্যাসী স্ত্রের ত্রায় শিখাও ত্যাগ করেন । গোড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মদ্যদীক্ষাপ্রভাবে যে স্ত্রী-শূদ্রাদির (সর্বমামেব) দ্বিজ বা বিপ্রতা লাভের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও লৌকিক দ্বিজ বা বিপ্রের ত্রায় স্ত্র ধারণের বিধি ও সদাচার নাই, তাহা শ্রীজীবপাদ ভূর্গমসদমনীতে (১১১২১) সর্বথা নিষেধ করিয়াছেন । কিন্তু লৌকিক দ্বিজদের বা বিপ্রতার বাহ্য লিঙ্গরূপ উপনয়নাদি না হইলেও বিকুম্ভে দীক্ষিত জ্ঞীশূদ্রাদির শিশালগ্রামার্চনে অধিকার, গোপালতাপনীশ্রুতি প্রভৃতি বেদপাঠে অধিকার হয়, ইহাই বিপ্রতার দ্যোতক । অপরপক্ষে অহুপনীত লৌকিক ব্রাহ্মণবটুর ও ব্রাহ্মণীর যজ্ঞাদি কর্মে অধিকার হয় না (পূর্বমী ৩১১২৪ স্ত্র) । ইহাই কর্মজ্ঞানাদি পথের লিপ্তের সহিত হরিতোষণপূর ভক্তিসদাচারের পার্থক্য ।

বেদপ্রতিপাদ এবং তত্ত্বদিকারীর উপযোগী (ভা ১১২০।২৬, ১১২১।
বর্ণাশ্রমধর্মের বিপর্যয়-সাধন বা হরিকথায় ক্রটিবিশিষ্ট ভক্ত্যাদিকারীর শিষ্ট
কর্মাদিকার লইয়া জীবন অতিবাহিত করিবার উপদেশ মহাপ্রভু প্রদান ক
নাই; তিনি রামানন্দ-সংবাদে বর্ণাশ্রমধর্মকে ভাগবতধর্মের সর্বপ্রথমসোপান
নিরূপণ করিয়া উহার বধ্যাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। অপরের অ
যে চরমসাধ্যবস্ত প্রদান করিবার জন্য শ্রীমদমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তা
কর্মজ্ঞানাদিমিশ্র সাধনের প্রাপ্য নহে, একমাত্র নামসংকীর্তনপ্রধানা রাম
উত্তমা ভক্তির দ্বারাই লভ্য।

শ্রীকৃপানুগ ভজন

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ—মনঃশিক্ষায় (১২শ শ্লোকে) বলিয়াছেন
সযুগ-শ্রীকৃপানুগ ইহ ভবন্ গোহুলবনে জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজন-র
লভতে"—সাধক যুগসহ শ্রীকৃপানুগ হইলে এই গোহুল-বনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
অতুলনীয় ভজনরস লাভ করিতে পারেন। শ্রীকৃপের যুগ বা গণের
শ্রীকৃপের অনুগ হইতে হইবে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(২।১৮।১০-১৩) শ্রীকৃপের গণের (শ্রীমধুরায় শ্রীবিট্টলেখনের গৃহে শ্রীগোপাল
কালে) একটি তালিকা দিয়াছেন। শ্রীসাধনদীপিকায় (৮ম কক্ষায়) প্রায়
বাক্যের একটি উদ্ধৃতিতে দৃষ্ট হয়—

গোপাল-ভট্টো রঘুনাথ-দাসঃ শ্রীলোকনাথো রঘুনাথভট্টঃ ।

কৃপানুগান্তে বৃষভানুপুত্রী-সেবাপরাঃ শ্রীল-গনাতনাত্মাঃ ॥

শ্রীকৃপের গুরুদেব হইয়াও শ্রীসনাতন তাঁহার সকল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ
এবং বিভিন্নস্থানে বিশেষ প্রীতি ও গৌরবের সহিত শ্রীকৃপাদেবের নাম
করিয়াছেন^{১১} এবং শ্রীকৃপানুগগণও শ্রীকৃপানুগরূপেই শ্রীসনাতনের নাম
অধিকাংশ স্থলেই করিয়াছেন।

১০। অবতীর্ণো ভক্তরূপেণ (সুঃ ভা ১।১।৩) শ্রীসনাতন-টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। বিদ্যভং চৈতন্যসঙ্করৈঃ শ্রীকৃপ-মহাভাগবতৈঃ (ভোঃবঃ ১০।৩২।৮)।

শ্রীরূপ গোষামিপাদ শ্রীউজ্জলনীলমণির সখীপ্রকরণে (৮৮ শ্লোক) মণিময়রীর
আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন । এই আদর্শে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাতেই বাহাদের
অকপট আনন্দ, অলু কিছুতেই নহে ; এমন কি যৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রার্থিত বা
শ্রীরাধার দ্বারা প্রেরিত বা গুরুবর্গের বিশিষ্ট প্রলোভনের দ্বারা প্ররোচিত
হইলেও শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-সদগুণকেই আত্মগুণপ্রাপ্তি হইতে অধিকতর
জানিয়া সেই শ্রীরাধার দাসী (ময়ুরী) কখনও অভিসারে স্পৃহা করেন না ।
শ্রীরাধাস্নেহাদিকা সখীগণের মধ্যে শ্রীরূপময়রীই প্রধান । সেই শ্রীরূপময়রী-
প্রমুখা শ্রীরাধাস্নেহাদিকা সেবাপ্রাণা সখীগণের যে নাট্যিকাঅনিরপেক্ষ শ্রীরাধা-
দৌধ্যমাত্রকানময় সখীভাব, সেই সখীভাবের আনুগত্যেই শ্রীময়প্রভুর প্রদেয়
চরনসাধ্য বস্ত্র লাভ হয় । অতএব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজনপদ্ধতি কেবল
রাগানুগ বা তদ্ভাবোচ্ছাদিত কামানুগ নহে, তাহা শ্রীরূপানুগভজনপদ্ধতি ।
শ্রীরূপানুগ না হইয়াও যে রাগানুগ বা তদ্ভাবোচ্ছাদিত কামানুগ ভজন তাহাতে
পরম অতুল সাধ্যবস্ত্র লাভ হইবে না । (সাধনদীপিকা ৮ম ও ১০ম কণ্ঠ) ।

মহাজন পথ ও মত

“সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।”
 “মহাজনের যেই পথ, তা’তে হব অনুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার॥”—
 শ্রীকৃষ্ণভগবত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই কয়েকটি উক্তি শ্রীকৃষ্ণভগ-ভক্ত-
 পথের পথিকগণের দ্রবতারা-সদৃশ। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এতৎপূর্বকথিত
 “গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদি করি মহাশক্য” প্রতিজ্ঞাটিও অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উক্তিও
 যদি (শ্রীকৃষ্ণভগ) স্বসম্প্রদায়ের মূল মহং (ষড়্গোস্থামী) ও শাস্ত্রবাক্যের
 (তাহাদের প্রবর্তিত শাস্ত্রের) সহিত সঙ্গত না হয়, তবে তাহা স্বীকার্য্য নহে।
 পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মহাজনগণের প্রদর্শিত পথের বিচার করিয়া মহাজনের পথেই
 অনুরক্ত হইতে হইবে। শ্রীচক্রবর্তিপাদ টীকায় বলেন, রাগাভগমার্গে দণ্ডকারণ্য-
 বাদী মুনিগণ, বৃহদ্বাননপুরাণোক্ত শ্রুতিগণ এবং চন্দ্রকান্তি-জয়দেব-বিद्याপতি-
 চণ্ডীদাস-বিধিমঙ্গলাদি মহদগুণই পূর্বমহাজন আর ষড়্গোস্থামী পরমহাজন।

পূর্বমহাজনগণ অধিকাংশই কৃপাসিদ্ধ এবং তাঁহাদের সকল আচরণ প্রবর্তিতশাস্ত্র সকলের অধিকারোচিত ও গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু সাধু ভগবৎপার্বদ বড়গোস্বামী নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মজন হইয়াও সাধনসিদ্ধের দীক্ষা স্ব স্ব চরিত্রে প্রকাশ এবং সর্বপ্রকার সাধকের উপযোগী শাস্ত্র প্রণয়ন করি লোক-শিক্ষা দিয়াছেন। বিশেষতঃ মহামহৎরূপে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ ভগবৎস্বরূপের পরিচরনহই অবতীর্ণ হইবার পর কলহমুগে সর্বাপেক্ষা ও চির-বিবদমান মহাজন-সমস্তা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। এতদপরিচরন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই সমষ্টি-মহাজন (ভৈঃ চঃ ২২৫।৫৭)। অতঃপর শ্রীচৈতন্যচরণানুচর বড়গোস্বামীর পদাঙ্কিত পথই ব্রজপ্রেমলিপুগণের অনুরণন মহাজনপথ। তদ্ব্যতীত বা তাহা হইতে কিঙ্কিণাত্ত ও ভ্রষ্ট, স্ব-স্ব-কর্তব্য বাবতীয় মত ও পথই নবীন মত ও নবীন পথ। (এতৎসহ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে সর্বসংবাদিনীর শাস্ত্র-প্রমাণ-প্রকরণটি বিশেষ আলোচ্য)। শ্রীকৃষ্ণপাদ বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১-২)—“ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারঃ প্রতীয়তে। বরং তথা নৈব বদ্যাত্মীয়তেক্ষ্যতে।”—আধুনিক মতানুবর্তিগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক ভক্তির স্থায়, বাহ্য প্রতীত হয়, তাহা অবিচারপ্রসূত ও মহাজন-শাস্ত্রানুসার নহে বলিয়া ঐ ভক্তি বৈধী বা রাগানুগা ত নহেই, পরন্তু মহাজনপথ অনাদরে কল্পিত হওয়ায় তাহাতে কুমার্গে গতিই অবশ্যস্তাবী।

বড়গোস্বামিবৃন্দের অপ্রকটের কিছুকাল পরে গোস্বামিশাস্ত্র ও গৌড় বৈষ্ণব ধর্মজ এক মহাপণ্ডিত, ত্যাগী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত ও পথের অনুরণনকারিরূপে আপনাকে দাবী করিয়া স্বীয় শ্রীকৃষ্ণানুগ দীক্ষা-প্রাপ্ত গুরুবর্গের তিরোধানের স্বযোগে এক নতুন মতপ্রচারক সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের “তদ্বাবলিপুনা কার্ণা ব্রজলোকানুসার” (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২০৫) বাক্যের প্রমাণে ব্রজস্থ শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অনুরণনে সাধকদেহেও কাঙ্ক্ষিত সেবা কর্তব্য বলিয়া প্রচার করেন।^{১২}

১২। রূপ-কবিরাজকৃত সারসংগ্রহঃ—সাধনচতুষ্টয় প্রঃ, কলিকাতা বিশ্ববিঃ। ১৫১-১৫২

অবিচ্ছিন্ন ধারায় মন্ত্রগুরু গ্রহণ, শালগ্রাম বা তুলসী সেবাদি যখন গোপীগণ করেন নাই, তখন তাহা কর্তব্য নহে, প্রতিপাদন করেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থাদিতে শ্রীকৃপারঘূনাথের প্রতি মৌখিক ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন এবং শিক্ষা-গুরুবর্গকেই (দীক্ষাগুরুপরম্পরা নহে) নিজ গুরুরূপে স্থাপন করিয়া প্রকৃত কৃপানুগ-মত নামে উক্ত নবীন মতবাদ প্রচার করেন। শ্রীনামের ও শ্রীনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ-ফলে ঐরূপ উপশাখার উদ্ভব হয়। (শ্রীনরোত্তম-বিলাসের 'গ্রন্থকর্তার পরিচয়' প্রকরণ এবং রূপকবিরাজকৃত 'সারসংগ্রহ' দ্রষ্টব্য)। বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ হর্গমঙ্গলমণীর প্রমাণদ্বারা উক্ত মত খণ্ডনকরিয়াছেন।^{১৩}

শ্রীশ্রীজীবপাদের অমুশাসন

শ্রীকৃপাগোস্বামিপাদ স্বয়ং, গোস্বামিদ্বন্দ্ব সকলেই এবং কৃপানুগ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক আচার্যই মহাস্ত-মন্ত্রগুরু গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (২১০ অঙ্ক) বলিয়াছেন,—স্বরণগুরু ও ভজনগুরু আশ্রয় করাই যখন একান্ত আবশ্যক, তখন মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয়ের যে অবশ্য কর্তব্যতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য—“অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং স্মতরামেব।” শ্রীতি-সন্দর্ভে (২২৫ অঙ্ক) স্বান্দরেবাখণ্ড হইতে “তুলসি গোপীনাং রতিহেতবে” ইত্যাদি প্রমাণে তুলসী-সেবা গোপীগণের পূর্বরাগ আবির্ভাবের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে ঐহারা হিন্দী কাব্য রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অষ্টছাপের আটজন কবি (স্বরদাস, কুন্তনদাস, পরমানন্দদাস, কৃষ্ণদাস, নন্দদাস, চতুর্ভদ্রদাস, গোবিন্দদামো ও ছীতদামো) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহারা অষ্ট সখা-সদীর অবতার বলিয়া প্রচারিত। শুনা যায়, ইহাদের দিনের বেলায় সখাভাব, রাত্রিতে সখাভাব। অনেকে পুষ্টিমার্গীয় বলিয়া পরিচিত। পুষ্টিমার্গে কিন্তু পরকীয়া ভাবের কথা নাই এবং রাধাকৃষ্ণ যুগল-লীলার উপাসনারও প্রাধান্য নাই। শ্রীজীবপাদের অমুশাসনগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইবার ফলেই কৃপানুগ সাধনপ্রণালীর নানা প্রকার বিকৃত অমুকরণ যুগধর্মবশতঃ হইতেছে।

১৩। শ্রীশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত ভক্তিসারপ্রদর্শিনী—১৮২১২৫

শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগণের আদর্শ চরিত্র

নির্মলসর সাধুগণের আচরিত সর্বকাপট্যরহিত পরম ধর্মই ভাগবতধর্ম। শ্রীজীবপাদ কোটিল্যকে পরম ছনিবার অপরাধের কার্য বলিয়াছেন (ভক্তিস ১৫৩)। ‘কোটিল্য’ নামে প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্যারদ চারণ্যের নীতিতেও রাজার আত্মকল্যাণ ‘বিন’ বলিয়া কথিত। শুদ্ধ হরিভজন-প্রধানীর মধ্যে বিবাহীর সংস্পর্শজনিত বিবরহলাহল^{১৪} এবং নামাপরাধ-কালকূটের সংমিশ্রণ ঘটিলে আর রক্ষা নাই। সেবার আত্মকল্যাণ-সংগ্রহের ব্যপদেশে বিবাহীর বিবসংগ্রহ, তাঁহাদের তোষামোদ, মহাপ্রভুর কথা প্রচারের নুখোমে নিজ নাম প্রচারের অভিনয়, ঐকান্তিক গুরুভক্তির পোষাকে মাংসদী ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা, পরোপদেশে ও পর-দোষ-প্রদর্শনে পাণ্ডিত্য, কিন্তু নিজ আচরণে অচরুপ, ভক্তির বাস্তবাত্মকতা না করিয়া স্ব-সম্প্রদায় সহজে মৌখিক গর্ব, অপরের ভক্ত্যনুষ্ঠানমাত্রের দ্বিত্রাহুসন্ধান, পারমার্থিকের সহিত রাজনৈতিক কূট ব্যবহার, শাস্ত্রের সহজ অর্থের ব্যাখ্যাস্থ ও ভগবৎপার্বদের পাতিতাকল্পনা, বাহ্যে পূজা কিন্তু অন্তরে অশ্রদ্ধা ইত্যাদি চিত্তবৃত্তি ভীষণ অপরাধের ফলজাত কোটিল্যের উদাহরণ।

কুটিল ব্যক্তিগণের ভক্তির অহুত্বিত্তিও হয় না। “কুটিলানাং ভক্ত্যহুত্বিত্তিরপি ন ভবতি। ন হি কুটিলানাং ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্তনং শ্রবণং তথা” (ভক্তিস: ১৫৩)। “ককং কীর্তনতস্তথাহুত্বিত্তত: সাক্ষাৎ সরোমোদগমান্ বাহ্যভাস্তরমো: সমান্ বত কদা বীক্ষামহে বৈকবান্ ॥ (চৈ: চন্দ্রোদয় ২।১১)।

শ্রীকৃষ্ণপাদ পদ্মপুরাণের প্রমাণ হইতে (ভ: র: সি: ১।২।২২) বলিয়াছেন “ভক্তিভক্তি-স্পৃহার লেশও থাকিলে ভক্তি রসতা লাভ করিতে পারে না। “ভক্তিভক্তি আদি বাস্তব যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়। মহাপ্রভু স্বয়ং “ন ধনং ন জনং” ইত্যাদি শ্লোকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদ বলিয়াছেন (ঐ ১।২।২৫২)—“ধনশিখাদিভির্দ্বারৈর্বা ভক্তিরূপপদ্যতে

^{১৪}: প্রতিগ্রহ শুদ্ধ না করিলে প্রাণহান। বিবাহীর অঙ্গ খাইলে দুষ্ট হয় বন ইত্যাদি (চৈ: চ: ১।২।৫০-৫২)

বিহরহাছত্তমতা হান্যা তস্তাশ্চ নাদতা ॥—ধন ও শিগ্গাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও উত্তম ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ঐ স্থানে ভক্তি-শৈথিল্য বশতঃ উত্তমতার হানি হয়। “জ্ঞানকর্মাদানাবৃত্তিমিত্যাदि গ্রহণেন শৈথিল্যশ্চাপি গ্রহণাদ্ ইতি ভাবঃ (শ্রীজীব)।—জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত্ত, এই বাক্যের ‘আদি’ শব্দে শিথিলতাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবদ্-বহির্গত অন্যান্য গ্রন্থের অনুশীলন, শাস্ত্র-ব্যাখ্যানদির দ্বারা জীবিকা-সংগ্রহ ও মঠাদি ব্যাপারের প্রয়াস রূপবাদ ভাগবত-(৭।১৩.৮) প্রমাণ উল্লেখে সর্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন। ভক্তিদ্বারা জীবিকা ও প্রতিষ্ঠাদি অর্জনকারীকে নিকাম বা শুদ্ধভক্ত বলা যাইবে না। ঐহিকং-নিকামতঃ ভক্ত্যা জীবিকা-প্রতিষ্ঠাদ্যপারজনং বহুভাবনয়নপি বোদ্ধব্যম্ “বিষ্ণুং যো নোপজীবতি” ইতি গারুড়ে শুদ্ধ-ভক্তলক্ষণাৎ। ভাগবতেও (৭।২।৪৬) ইহার সমর্থন দৃষ্ট হয়। (ভঃ সংঃ ১৬২)।

কর্মজ্ঞানাদি-মিশ্রা ভক্তির প্রচারক আচার্যগণ মঠাদি ব্যাপারের অত্তবর্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরণাচরণ উহার অনুসরণ করেন নাই। বড়-গোলামীর কোনও মঠ নাই, শ্রীকৃষ্ণদামোদর-শ্রীভৃগুর্ভ লোকনাথ-শ্রীপ্রবোধানন্দ-স্বরস্বতী-শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিপাদ, শ্রীবলদেব বিজ্ঞানভূষণ পর্যন্ত কোনও বিরক্ত গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যই মঠাদি ব্যাপারের প্রয়াস করেন নাই। “দেবসেবা ছল করি বিষয় নাহি কর। বিষয়েতে রাগ দেব সরা পরিহর ॥ মঠ-মন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস ॥” ইত্যাদি। (শ্রীভক্তিবিমোদ প্রচারিত প্রেমবিবর্ত)। আচার্যশিরোনামি শ্রীজীবপাদ একজনও বহির্গত বা মঠাদি স্থাপন না করিলেও তাহার দ্বারাই মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা বিশ্বে সর্বাধিক প্রচারিত হইয়াছে।

কালের দ্বারাই বুদ্ধের পরিচর পাওয়া যায়। শ্রীজীব-শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীরঘুনাথ-দাসাদি যাহার দাঁকা ও শিক্ষা-শিষ্টাবৃন্দ; শ্রীভৃগুর্ভ-শ্রীলোকনাথ শ্রীগোপালভট্ট-প্রমুখ নিম্নলিখিত ভক্তিরসিকগণ যাহার নিজজন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-শ্রীহরিদাস

১৪। ভেদঃ (শ্রীজীবপাদানাং) মন্ত্রশিষ্টাকরণাৎ—সাধনদীপিকা ৯ম দফা।

পণ্ডিত-শ্রীগোবিন্দগোস্বামী-শ্রীবাদবাচার্য, শ্রীভগবৎশিখা শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীজ্ঞানানন্দ-শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজাদি শত শত মহদগণ বাহার শিখানুশিখা-সম্প্রদায় সেই রূপপাদপদ্মের অসমোক্ষমাংসাহ্য্য কোনদিন কোনরূপ বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রচার করিতে হয় নাই। তাহার শিখানুশিখা-সম্প্রদায়ের অন্তর্বাহ্য্য অকপট আদর্শ চরিত্র ও অপূর্ব ভজনাদর্শই শ্রীরূপপাদপদ্মের শ্রীচরণ-নখভ্যোতির সৌন্দর্যে বিশ্বকে আকর্ষণ করিতেছে। শ্রীরূপকে অগ্রণী করিয়া বাহার পরিকরমণ্ডল অবস্থিত, সেই অখণ্ডমণ্ডলখর শ্রীচৈতন্যদেব যে পরতত্ত্বসীমা তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ পরিকরবৈশিষ্ট্য স্বয়ংরূপতত্ত্ব ব্যতীত কৃত্রাপি সম্ভব নহে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ স্বকৃত মনঃশিক্ষায় “অসদ্ব্যবস্থা-বেশ্য বিমুক্ত মতি-সর্বস্বহরণীঃ” ইত্যাদি উক্তি দ্বারা আনাদিগকে অসদ্ব্যবস্থা-গ্রাম্যকথা, প্রচুর পরচর্চা, এমন কি নৃত্তিকথা, অদিক কি ঐশ্বর্যমার্গীয় ভক্তির কথা হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনকারীর তাহা আনুবাদিক-ভাবেই নিরু হয়। শ্রীদাস গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—প্রতিষ্ঠাশারূপা কুকুরমাংসভোজিনী জাতীয়া নিলজ্জা কামিনী হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকিলে পবিত্র সাধুরূপ যে প্রেম, তাহা কিছুতেই হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না। কনক-কামিনীর প্রতি সমন্বয়রে বিরক্তি আসে, কিন্তু হৃদয়কামনার প্রতি মহাজ্ঞানীরও সর্ববিষয়-বিরক্তেরও বিরক্তির উদয় হয় না। ‘দেহান্তে লোক খ্যাতিগান করিবে’ এই আশা সর্বত্যাগ করিয়াও আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। ইহা সর্ব অনর্থের মূল। (মনঃশিক্ষা ৭, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২০।৩৭০)। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপাদ শ্রীসদাশিবতনুজ পরমারাধ্যপাদ শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুর তৎকৃত ‘শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসংগ্রহে’ ভাগবতের (৪।১৫।২৩-২৬) শ্রীপৃথুরিতের আদর্শ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “ভগবন্তুক্ত আত্মস্ববনমপি ন সহতে”—ভগবন্তুক্ত আত্মপ্রশংসাও সহ্য করেন না। সার্বভৌম সম্রাট শক্ত্যাবেশাবতার পৃথুমহারাজ বলিয়াছেন, সর্বদাই স্ববনীয় উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবার বর্তমান থাকিতে এবং মহাপুরুষ ভগবানের গুণসমূহ নিজে শিরোভূষণ করিতে

পারিলে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তি (সদৃশসমূহ থাকিলেও) নিম্ন অনুগত ব্যক্তিগণেরও কৃত স্বব শ্রবণ করেন না। প্রসিদ্ধ, সমর্থ ও পরমোদার ব্যক্তিগণ নিজভাবে লজ্জাবোধ করিয়া উহার নিন্দাই করিয়া থাকেন। শ্রীনার্ভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমহাপ্রভুর ভবাত্মক দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক পাঠ করিয়াই পত্রটি ছিড়িয়া ফেলিলেন। স্বয়ং ভগবান্ পর্যন্ত ভক্তের আচরণলীলার এই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসিদ্ধ-প্রণালী

শ্রীকৃপানুগধারার সদাচারানুসারে শ্রীমন্তগুরুদেব রূপাপূর্বক দীক্ষা দানকালেই সৎস্ব-বিশেষ-জ্ঞান-প্রতিপাদক সিদ্ধ-প্রণালী প্রদান করেন। “দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি ময়ে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানম্, তেন ভগবতা সৎস্ব বিশেষ-জ্ঞানঞ্চ (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ২৮৩ অঙ্ক) — দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-শব্দে শক্তিবৃত্ত মস্ত্রে সাধকঃ শ্রীভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান এবং সেই মস্ত্রে দেবতা শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সৎস্ব-বিশেষ জ্ঞান বৃত্তিতে হইতে। শ্রীকৃপানুগধারায় প্রদত্ত কিশোর-গোপালমস্ত্রে দেবতার সহিত যে সৎস্ব-বিশেষ-জ্ঞান, তাহা শ্রীপদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (১২।৭-১১) উক্ত হইয়াছে। তাহাই শ্রীগোপীজনবল্লভের সহিত শ্রীমন্তগুরু-রূপা সগীমন্তরী-কর্তৃক সাধক-মঙ্গরীর সৎস্ব-নাম-রূপ-বয়ঃ-বেণাদির ভাববিশেষ জ্ঞানের সন্কার। শ্রীবিখনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীগুরুদেবাষ্টকে (৬) — নিকৃষ্ণযুনো হতিকেলিসিদ্ধৈর্বাঃ” ইত্যাদি শ্লোকেও তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে (ভাঃ ১১।১৫।২৬) বলিয়াছেন—

যদা সৎস্বয়েন্দ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পূমান্ ।

ময়ি সত্যো মনো বৃষ্ণংস্তথা তৎসমুপাশ্রুতে ॥

‘বদ্য’স্থানে ‘বদা’ পাঠান্তরে অকালে কালেহপি বেত্যর্থঃ (চক্রবর্ত্তী)। কালেই হউক, আর অকালেই হউক অথবা বেপ্রকারেই হউক, সত্যসৎস্ব আমার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া পুরুষ মনে যেরূপ সৎস্ব করে, সেইরূপই স্বাভীষ্ট লাভ করে।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থক ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৩।১৪।১), বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(৪৪৪), শ্রীগীতা (৮৬) ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ শ্রীপ্রীতিনন্দর্ভে (৫১ অঙ্ক) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—‘সাধনে ভাবিবে বাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা।’ কিন্তু অজাতরতি সাধকের পক্ষে সিদ্ধদেহের চিন্তা ও তদনুরূপ অভিমান কি ব্যর্থ নহে? এখানে জ্ঞাতব্য এই, শ্রীকৃপালুগধারায় শ্রীমদ্বগুরুদেব অজাতরতি সাধক-শিক্ষকেও শাস্ত্রপ্রমাণ ও সদাচারানুবর্তনে যে সিদ্ধ-প্রণালী প্রদান করেন, তন্মধ্যে নামসংকীর্ণনের অধীনরূপেই স্বরণের উপদেশ—ইহাই শ্রীমদ্বগুরুদেব শিফা (চৈঃ চঃ ৩৬ ২৩৭)—অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে। প্রজ্ঞে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে। শ্রীজীবপানও তাহাই বলিয়াছেন,—‘স্বাস্থ্যঃকরণশ্চৈব নামকীর্ণনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ’ (ক্রমসন্দর্ভ ৭৫২৫ ও ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৫)—যদি অস্ব্যঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে নামকীর্ণন অপরিত্যাগে স্মরণ করিবে। নামকীর্ণন চিন্তাশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। কিন্তু স্মরণমাত্রেই (শ্রীনামস্মরণ) চিন্তাশুদ্ধির অপেক্ষাযুক্ত। “নাম-স্মরণস্ত স্বাস্থ্যঃকরণতাপেক্ষতে” (ঐ ২৭৬)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার বথাক্রম-পরিপাটিতে স্মরণ বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ স্মরণের মধ্যেও শ্রীনামেরই স্মরণ হইবে সর্বাগ্রগণ্য। স্মরণ পাঁচ প্রকার—(১) স্মরণ, (২) ধারণা, (৩) ধ্যান, (৪) প্রবাহ-স্থিতি এবং (৫) সমাদি। বথাকথক্খিন্ভাবে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার অনুসন্ধানই হইতেছে ‘স্মরণ’। ইহাই ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে গাঢ়তম অবস্থায় ‘সমাদি’। লীলাযুক্ত শ্রীভগবানে তাঁহার লীলা ব্যতীত অস্ত্র কিছুই স্থিতি না হওয়াই সমাদির লক্ষণ—“কচিল্লাদিবিন্দুতে চ তস্মিন্নস্ত্যাস্থিতিঃ সমাদিঃ সত্যং।” কিন্তু অজাতরতি ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বথাকথক্খিন্ ভাবেও শ্রীভগবদানুরূপাদির অনুসন্ধানরূপ স্মরণ সম্ভব নহে। স্মরণে বা ধ্যানে চিন্তের বৈধা একান্ত প্রয়োজন। নাম-সংকীর্ণনের দ্বারাই প্রথমেই হয়—“চেতোদর্পণ মার্জনম্”—“সংকীর্ণন হৈতে পাপ সংসার-নাশন। চিন্তাশুদ্ধি সর্বভক্তিসাধন উদগম।” অতএব অজাতরতি সাধকেরও শ্রীনামসংকীর্ণনরূপ অঙ্গী ভজনের

কলেই স্বরূপাদি ভক্ত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিকাশ ও তাহাতে আবিষ্টতা হয়। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীউপদেশামৃতের উপদেশ-সার।

“শ্রীং কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিজ্ঞা” (উপদেশামৃত ৭ম) এবং “ভগ্নাম-রূপ-চরিতাদি” (ঐ ৮ম) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদ বলিয়াছেন, অবিজ্ঞারূপ পিত্তের দ্বারা উত্তপ্ত জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর নামলীলাদিক্রপ উত্তম মিছরিও তিক্ত বোধ হয়; কিন্তু আদরের সহিত প্রত্যহ সেই শ্রীনাম-লীলাদি-মিছরিই সেবিত হইলে অবিজ্ঞা-রোগের মূল বিনাশ করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা স্বাদ বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্তন-মুখে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণরূপ-লীলাদির স্তম্ভ (নিরপরাধে) কীর্তনে ও অহুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে নিয়োগ করিয়া সমর্থ পক্ষে বৈহিকভাবে, অসমর্থ পক্ষে মানসে ব্রজে অবস্থানপূর্বক ব্রজাহুরাগী ভক্তের সাধকদেহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতনাদির ও শ্রীকৃষ্ণাভূগবর শ্রীগুরুবর্গের এবং সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণমগ্নরী ও শ্রীগুরুরূপা সখীমগ্নরীর আবুগত্যে নিখিল কাল (অষ্টকাল) ব্যপন করিবে, ইহাই উপদেশ-সার। অতএব একান্ত নামাশ্রয়ী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণাভূগদিক্ত প্রণালীর সেবা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-সার-নির্যাস।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ‘প্রার্থনা’র সর্বপ্রথম গীতিটির মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণাভূগ-ভজন-পরিপাটি স্বসংক্ষেপে সম্পূর্ণত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাভূগ-ভজনকারীর প্রথমতই গৌরানন্দনাম-কীর্তন। গৌরনাম-কীর্তনানুশীলনে অপরাধের অপগমে চিত্তদ্রবের প্রথম-চিহ্ন দেহে পুলকের আবির্ভাব। “গৌরান্দ বলিতে হবে পুলক শরীর।” তৎপরে “হরি হরি” (আত্মহরি [ভা ১০।৭২।১৫])—শ্রীগৌরহরি ও শ্রীকৃষ্ণহরি এই দুই হরিনামের পুনঃপুনঃ কীর্তনে বিশিষ্টচিত্তদ্রবের চিহ্ন আনন্দাশ্রুজলার উদগম, “হরি হরি বলিতে নহনে ববে নীর।” “রোমহর্ষভাবং বংকিঞ্চিচ্চিত্তদ্রবস্ত চিকম্, আনন্দাশ্রুজলা তু বিশিষ্টস্ত তস্ত চিহ্নম্” (ক্রমসন্দর্ভ ১১।১৪।২৪)। শ্রীগৌরকৃষ্ণনাম-প্রেমপ্রদাতা নিতাইচাঁদ—সমষ্টিমস্ত্রগুরুদেব। শ্রীনামই শ্রীনিত্য-নামাশ্রিত ব্যক্তিমস্ত্রগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করাইয়া ‘পাপ-সংসারনাশন’ এবং চিত্তবুদ্ধি ও সর্বসাধনভক্তির উদগম করাইয়া থাকেন। “আর কবে নিতাইচাঁদ

করণ করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে
 শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব সেই বৃন্দাবন ॥” “কথঞ্চিজ্ঞাতেপি চিত্তব্র-
 রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সমাগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিত-
 আশয়শুদ্ধির্নাম চাত্ততাৎপৰ্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাত্পৰ্যকঃ।” (প্রীতিসন্দর্ভ ৬২)
 কোন প্রকারে চিত্তবিগলিত হইলেও বা দেহে পুলকাদির উদ্গম হইলেও
 যদি চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে তখনও ভক্তির সম্যক আবির্ভাব হ-
 নাই, ইহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধি বলিতে অচ্ছতাৎপৰ্য (অচ্ছাভিলাষ)
 পরিত্যাগ এবং রূপপ্রীতি-তাত্পৰ্যমাত্র জানিতে হইবে। কারণ বিষয়ানুরাগীর
 বিষয়ভোগে শরীরে রোমাঞ্চাদি দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না।
 ভক্তিই একমাত্র প্রাণবিজ্ঞাতা (ত্রিনাথচক্রবর্তীটীকা ভা ১১।১৪।২৩)। প্রেম-
 স্বর্ষের কিরণকর শুদ্ধস্বের (সম্বিশক্তির বৃত্তির) আবির্ভাবের দ্বারা
 উজ্জলীকৃতচিত্তে রতি (স্বামীভাব) অপেক্ষা অতিশয় চমৎকারিতা ধারণপূর্বক বাহ্য
 আশ্বাসিত হয়, তাহাই ‘রস’। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।১৩২)। ব্রজ বা বৃন্দাবন
 অপ্ৰাকৃত স্বাদশরসপীঠ। উজ্জলীকৃত চিত্তের রস-সাক্ষাৎকারের পিপাসা স্বাভাবিক।
 শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথের চরণে আকৃতি বা লৌল্যই সেই ভক্তিরসভরা মতির একমাত্র
 মূল্য। তাঁহাদের রূপায়ই যুগলকিশোরের কুণ্ডলসেবা-রসের স্বধাযোগ্য অহুতা
 হয় এবং সেই শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথের নিরন্তর অকপট আত্মগত্যের আশাব-
 সাদককে সেবানুতরসে অভিযুক্ত করিয়া রাখে। এই প্রার্থনাই শ্রীকৃষ্ণরূপ-
 সাদকের ভজন। “রূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকৃতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল
 পিরীতি। রূপ-রঘুনাথপদে বহু মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস।”

শ্রীধাম-পুরী, শ্রীরথযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণপাণ্ডু-বৈষ্ণবদাসাত্মদাসগণের
 শ্রীল স্বরূপদামোদর-তিরোভাব ও শ্রীল শ্রীপদধূলিকণপ্রার্থী দীনাতীর্জন
 কাহ্নঠাকুরের আবির্ভাব, ২৩ আষাঢ়, ১৩৬৬ শ্রীহৃন্দরানন্দদাস (বিজ্ঞাবিনোদ)

श्रीशैलेश्वर-महात्म्यम्,
वननिधि, कथं
वाचस्पति-५

श्रीशैलेश्वरगोराक्षो जयतः

श्रीशैलेश्वरमा

(मूल अष्टकावली ७ पञ्चानुवाद)

पञ्चपत्रम् ।

विषयः

पत्राङ्काः

१। श्रीशैलेश्वरदेवस्य प्रथमाष्टकम्	...	...	७
२। श्रीशैलेश्वरदेवस्य द्वितीयाष्टकम्	...	...	१०
३। श्रीशैलेश्वरदेवस्य तृतीयाष्टकम्	...	...	१३
४। श्रीकेशवाष्टकम्	...	...	२०
५। श्रीकुञ्जविहार्याष्टकम् (प्रथमम्)	...	...	२२
६। श्रीकुञ्जविहार्याष्टकम् (द्वितीयम्)	...	...	३२
७। श्रीगुण्डमाष्टकम्	...	...	३८
८। श्रीब्रजनवयुवराष्टकम्	...	...	४४
९। श्रीशैराधाष्टकम्	...	...	५०
१०। श्रीशैराधर्वासः प्रार्थनाष्टकम्	...	...	५६
११। श्रीशैराधामाधवयोर्नीनयुगाष्टकम्	...	...	६१
१२। श्रीशैब्रजनवीनयुवद्वन्द्व्याष्टकम्	...	...	६७

१०

१७। श्रीललितोत्तोटकाष्टकम्	...	...	११
१८। श्रीललितान्तकम्	...	...	१७
१९। श्रीवसुनाष्टकम्	...	...	८२
१७। प्रथमः श्रीगोवर्द्धनाष्टकम्	...	...	८१
११। द्वितीयः श्रीगोवर्द्धनाष्टकम्	...	...	२७
१८। श्रीवृन्दावनाष्टकम्	...	...	२२
१२। श्रीनामाष्टकम्	...	...	१०६



ঐঐগুরু-গোরাপ-গাজরীহৃদ-গোবিন্দদেবো বিজয়েত্তমান্

শ্রীশ্রীল-রূপগোশ্বামি-প্রভুপাদ-প্রণীতা

শ্রীশ্রীস্ববমানা

(প্রথমঃ অঙ্কঃ)

[মূল অন্তকাবলী ও পট্যানুবাদ]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং বাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিন্ ।

বৎকুপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

কুষোৎকীৰ্ত্তন-গান-নৰ্ত্তনপরো প্রেমাযুতাস্তোনিধী

ধীরাবীরজনপ্রিয়ো প্রিয়করো নিমৎসরো পূজিতো ।

শ্রীচৈতন্য-রূপাভরো ভুবিভুবো ভাবাবহস্তারকো

বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুঘুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥

জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

(২)

সুবমালা

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।

যাহা হৈতে নিম্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥

আদানান্তঃ দৈন্তরিদং বাচে পুনঃ পুনঃ ।

শ্রীমদ্রূপপদান্তোক্তধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

করুণা-মুরতিধর,

পতিতপাবনবর,

জয় গুরু শ্রীগোস্বামিগণ !

ভাসিয়া নয়ন-জলে,

শ্রীপদকমলতলে,

মনোভীষ্ট করি নিবেদন ॥

অপরাধী, ভক্তিহীন,

পায়র দীনাতিদীন.

অজ্ঞানাক্র, অতি নৃথতম ।

বানন হ'য়েও আমি,

চন্দ্রমা-ধারণকানী,

ক্ষম মোরে লইনু শরণ ॥

শ্রীরূপ গোসাঞি! নাথ !

করি'কোটি প্রণিপাত,

দৈন্যার্তিতে জানাই মিনতি ।

শোধি' দেব এ' দুর্জনে,

স্থান দিও শ্রীচরণে,

ভূমি বিনে নাহি আন গতি ॥

অপ্রাকৃত অভিনব,

দিব্য 'সুবমালা' তব,

সৌরভে হরিল ছার প্রাণ ।

শুদ্ধ কাষ্ঠ, অশ্লুসম,

কঠিন হৃদয় মম,

লোভ তা'য় করিল প্রদান ॥

শ্রী শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাস্টকম্

(৩)

অলঙ্কার, বাকরণ, জ্ঞান নাহি এক কণ,
 কাব্য-ছন্দ-রসবোধ নাই।
 তা'রও হৈল মহা আশা, রচিতে স্তবের ভাষা,
 জয় জয় কৃপালু গোসাঞি !
 অশেষ দোষের সিক্কু, নাহি গুণ এক বিন্দু,
 রসহীন এই ভাষা গান।
 ক্রম ক্রম শ্রীগোস্বামি ! পতিত অধম আমি,
 পাদপদ্মে সঁপিছু পরাণ ॥
 বৈষ্ণব ঠাকুরগণ ! শুন মম নিবেদন,
 তোমরা তো মহাকৃপাময়।
 ক্রমিয়া ধ্বন্ততা মোর, শোধি' দোষ-ত্রুটি ঘোর,
 পড়িও এ' ভাষা-গীতিচয় ॥

অথ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাস্টকম্

— ১২২ —

- ১। সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাঃ
 বহুদ্বিগৌর্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ ।
 স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভক্তনমুদ্রামুপদিশন্
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্বান্যতি পদম্ ?

শ্রীঅষ্টেত-হরিদাস আদিক্রুপে,
 মনুষ্য শরীর ধরিয়া ভবে,
 ভজিলেন যা'রে, প্রীতিসহকারে,
 শরর, বিরিকি দেবতা সবে ।
 স্বরূপাদি প্রিয় ভক্তগণে যিনি,
 শিখালেন নিজ ভজন-সার,
 সেই শ্রীমান শ্রীচৈতন্যদেব,
 দেখাবেন কি পুনঃ চরণ তাঁ'র ? ১॥

২। স্বরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
 মুনীনাং সর্বদ্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা ।
 বিনির্ঘাসঃ প্রেমুণো নিখিলপশুপালাদ্বুজদৃশাং
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ঘ্যাস্যতি পদম্ ?
 যিনি ইন্দ্রাদির অভয় আশ্রয়,
 মহামুনিদের সর্বস্বধন,
 নিখিল প্রাণতির সর্বশেষ গতি,
 প্রণত-ভকতি-মাধুরী ঘন ।
 কমললোচনা গোপললনার,
 (সেই) প্রেমদুখ-সার গৌর কি আর,
 করুণার বশে, এই দীনহীনে,
 দেখাবেন রাঙ্গাচরণ তাঁ'র ? ২॥

৩। স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদয়িতঃ
 প্রপন্ন শ্রীবাসো জনিতপরমানন্দগরিমা ।
 হরিদাঁনোদ্ধারী গজপতিকৃপাৎসেকতরলঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্বাস্যতি পদম্ ?
 ভগতে অতুল প্রিয় স্বরূপে,

কৃপানুভবে যিনি করেছে পুষ্ট ।

যিনি অদ্বৈতের প্রাণ-প্রিয়ভম,

প্রপন্ন শ্রীবাসে পরম তুষ্ট ।

পরমানন্দ পুরীর গৌরব,

প্রকাশিলা যিনি অবনীভলে,

অবিদ্যা-পৌড়িত দীনজনগণে,

উদ্ধারিলা নিজ করুণা-বলে ।

উৎকলপতি গজপতি-প্রতি,

কৃপানুভবষী শ্রীগৌরহরি,

আর কি আপন কমলচরণ,

দেখাবেন মোরে করুণা করি' ? ৩৥

৪। রসোদ্দামা কানার্বু দনধুরধামোজ্জ্বলতনু-
 র্গভীনাশুভঃসস্তরশিকরবিদ্যোতিবসনঃ ।
 হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাস্তিকরুচা
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্বাস্যতি পদম্ ?

(৬)

সুবমালা

প্রেম-রসাবাদে পরমমত্ত,
 তনু কোটি কাম-সমুজ্জ্বল,
 তরুণ-অরুণ-রাভুল বসন,
 পরিধানে বাঁর সুমনোহর।
 যতিরাজকুল-শিরোভূষামণি,
 হেমকান্তিজয়ী গোরাদ হরি,
 আর কি আপন কমল-চরণ,
 দেখাবেন মোরে করুণা করি' ? ৪ ॥

৫। হরে কৃষ্ণে ত্যুচ্চৈঃ স্মুরিতরসনো নামগণনা-
 কৃতগ্রন্থিঃ শ্রী-ভূভগকটিনৃত্রোজ্জ্বলকরঃ ।
 বিশালাক্ষে দীর্ঘার্গলযুগলখেলাক্ষিতভুজঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্বাস্যতি পদম্ ?

'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চ-সংকীৰ্তনে,
 রসনা বাঁহার নৃত্য করে,
 গ্রন্থি-সমবৃত্ত কটি-নৃত্রোপরে,
 নামকর নাম-সংখ্যা ধরে।
 (সেই) আজানুললিত প্রকাশ্য বাত,
 আয়ত-লোচন শ্রীগৌরহরি,

এ' নয়ন-পথে আর কোন দিন,

দিবেন কি দেখা করুণা করি' ? ৫॥

৬। পয়োরাশেস্তীরে ক্ষুরছপবনালীকলনয়া

মুহূৰ্দান্দারণ্য-স্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।

কচিং কৃষ্ণায়ত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ

ন চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্বাস্যাতি পদম্ ?

গিনি সিকুতীরে উপবন হোরি',

প্রণয়-আবেশে বিবশ হ'ন,

স্মৃতি-পটে জাগে, বসুনাভটের,

শ্যামল-শোভন বৃন্দাবন ।

শ্রীকৃষ্ণ-কৌন্তনে চঞ্চল-রসনা,—

ভকতি-রসিক সে' গৌরহরি,

এ' নয়ন-পথে আর কোন দিন,

দিবেন কি দেখা করুণা করি' ? ৬॥

৭। রথাক্রটস্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে

রদভ্রপ্রেমোন্মিস্কুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ ।

সহৰ্ষং গায়ত্ৰিঃ পরিত্যক্ততনুৰ্বেষ্ণবজনৈঃ

ন চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্বাস্যাতি পদম্ ?

(৮)

স্তবমাল্যঃ

রথে অধিকৃত নীলাচলনাথে,

হেরি' পুরোভাগে, পথের 'পরে,
নটন-উল্লাসে হইলে বিবশ.

মধুর পীরিতি-তরঙ্গ-ভরে ।

কৃষ্ণ-গীতিরত বৈষ্ণবগণে,

পরিবৃত হ'তো শ্রীভক্ত ধাঁ'র,
সেই গৌরহরি নয়ন-গোচর,

হবেন কি কভু পুনর্বার ? ৭৥

- ৮। ভুবং সিকলশ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতান্দ্রে নাপস্তবক-নবকিঙ্কজজরিভিঃ ।
ঘনব্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকর্টনস্থখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোয্যাস্যতি পদম্ ?

বিনি অধিরল লোচন-প্রবাহে.

সিক্ত করিতেন ধরণীতল.

সকল শরীর পুলকে পূরি'ত,—

জিনিয়া কদম্ব-কেশরদল ।

দরবিগলিত ঘরম-ধারায়.

ভিজিত সমস্ত শ্রীভক্ত ধাঁ'র.

উচ্চসংকীৰ্ত্তনে পরমানন্দী,

(সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মুরতি-সার,

করুণার বশে নয়ন-গোচর,

হবেন কি কভু পুনর্বার ? ৮ ॥

২। অধীতে গৌরাঙ্গস্মরণ-পদবীমঙ্গলতরং

কৃতী যো বিশ্বমুখু রদমলবীরকটকমিদম্ ।

পরানন্দে সগমুদমলপদাভোজবৃগলে

পরিষ্কারা তদ্রূপু নিতরাং প্রেমলহরী ॥

গৌরাঙ্গদেবের স্মরণ-সহায়,

পরমমঙ্গল এ' শ্লোকার্চক,

করিবেন পাঠ, অমলবুদ্ধি,

নিশ্বাসী, কৃতী, যেই সাধক ।

পরানন্দময় গোর-পদে তাঁ'র,

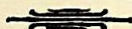
প্রেমের লহরী লভুক ক্ষুতি;

সদ্য জাগ্রুক, মানসেরি পটে,

(কৃষ্ণ) প্রণয়-বিধুর গৌরাঙ্গ-মুগ্ধি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমার্চকং সমাপ্তম্ ।

অথ শ্রী শ্রীভক্তদেবস্যা দ্বিতীয়াষ্টকম্



- ১। কলৌ বং বিনাংসঃ ক্ষুটমভিবজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাং কৃষ্ণং মথবিধিভিরুৎকীৰ্ত্তনময়ৈঃ ।
উপাস্যকু প্রাহ্ব্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুবাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

সরূপে হ'য়েও যিনি শ্যামলবরণ,
রাধাদুহিতায় কৈলা গোরাঙ্গ ধারণ,
কলিযুগে সংকীৰ্ত্তন-বজ্রে বৃষগণ,
সাক্ষাদভাবে গাঁ'র, করি' আরাধন,—
নিখিল-সন্ন্যাসি-কুল উপাসা-রতন
জানিয়া, সতত যশঃ করেন বর্ণন ।
পরম দেবতা সেই চৈতন্য-মুরতি,
করুন প্রচুর কৃপা, আনাদের প্রতি ॥ ১ ॥

- ২। চরিত্রেঃ তন্নানঃ প্রিয়মধবদাহ্লাদনপদং
ভয়োদ্যনোমৈঃ সমাধিরচিতশচীশোকহরণাঃ ।
উদকস্নানার্তিওদ্যুতিহর-দকৃলাক্ষিতকটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

শান্তিপু্রে প্রতি পথে, প্রতি ভক্তালয়ে,
 ভ্রমণ করিয়া বিনি, সদয়-হৃদয়ে,
 স-প্রিয় চরিতাবলী—কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন,—
 পাপী জনানন্দপ্রদ, বাঁহার শ্রবণ —
 জয় জয় নামে তাহা, করিয়া প্রচার,
 হরণ করেছিলেন, শর্টা-শোক-ভার ।
 না'র কটিদেশে শোভে, পরম শোভন,
 ননোদিত রবিকর জিনি' স্তবসন
 পরম দেবতা সেই চৈতন্য-নুরতি,
 ককন প্রচুর কৃপা আগাদের প্রতি ॥ ২ ॥

৩। অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবন্দস্য কুতুকো
 রনন্তোমঃ জহা মধুরমুপভোক্তং কমপি বঃ ।
 কুচিঃ স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
 স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণে ব্রজগোপীদের রতি,
 অকথ্য অপার রম্য, স্তমধুর অতি,—
 তাহা উপভোগতরে, যবে হৈল মন,
 তখন কুতুকী যেই পুরুষ পরম,
 সে' পীরিতি-রসরাশি করিয়া হরণ,

আপনার কলকান্তি করি' আবরণ,—
 ত্রাজ্ঞনাশিরোননি শ্রীমতী রাধার,
 প্রাপ্ত-কাঞ্চন-কান্তি কৈলা অদ্বীকার,
 পরম দেবতা সেই চৈতন্য-আকৃতি ।
 করুন প্রচুর কৃপা, আনাদের প্রতি ॥ ৭ ॥

- ৪। অনারাক্ষ্যঃ প্রীত্যা চিরমন্তরভাবপ্রণয়িণীঃ
 প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি ।
 অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ
 স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

যিনি শ্রীকল্যাপতি, সাক্ষাৎ নারায়ণ—
 হইলেনও, তামসিক দেবযাজিগণ,
 পরমঈশ্বরজ্ঞানে আরাধিতে নারে,
 বতিরাজ-জ্ঞানে নাত্র, প্রীতি করে বাঁধে ।
 দৈবী প্রকৃতিবান প্রপন্নগণের
 আরাধাদেবতা যিনি, অসংখ্য প্রাণের;
 সহজ আনন্দময়,—শ্রীমান্ প্রচুর,
 নিরন্তর জয়যুক্ত প্রেমের ঠাকুর;
 পরমদেবতা সেই চৈতন্য-আকৃতি ।
 করুন প্রচুর কৃপা, আমাদের প্রতি ॥ ৪ ॥

৫। গতিৰ্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনানলক্ষ্মীর্ষন ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।
পুনাতঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাত্মনপদং
ন দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপরভু ॥

কুলীন গ্রামের ভক্ত-নিস্তারকারক,
নবদ্বীপ-মহিমার যিনি প্রকাশক,
আপন জনমদ্বারা ভুবন-পূজিত,
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বংশ, করি উজ্জলিত,
চতুর্থ-আত্মনপদ নিজে অঙ্গীকারে,
স্থপবিত্র কৈলা যিনি অশেষ প্রকারে,—
শ্রীচৈতন্যরূপী সেই দেবতা পরম ।

প্রচুর করুণাধারা করুন বর্ষণ ॥ ৫ ॥

৬। নুখেনাগ্রে পাত্ৰা মধুরমিহ নামাম্মতরনং
দৃশোর্বারা যন্তং বসতি গনবাপ্পানু-মিমতঃ ।
ভুবি প্রেমসুন্দরং প্রকটয়িতুং স্নানসিততনুঃ
ন দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপরভু ॥
অপূর্ব প্রণয়-ভদ্র প্রকাশের তরে,
ধরিনাম সুধারস আগে পান ক'রে,
পরে যিনি নিরন্তর অশ্রুপাতচ্ছলে,
উদ্গারণ ক'রেছেন উত্তর হৃৎতলে ।

সেই প্রেমানন্দঘন দেবতা পরম ।

শ্রুত করুণাধারা করুন বর্ষণ ॥ ৬ ॥

৭। তনুমাধিকুর্ষ্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসং—

করকালকারন্তরুণগজরাজাক্ষিতগতিঃ ।

প্রিয়েভ্যো বঃ শিক্কাং দিশতি নিজনির্ম্মালাকুচিভিঃ

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥

কবিত কাঞ্চন-সম, কলেবর বাঁ'র ।

কটিতে করক-রূপ, নব অলঙ্কার ॥

নবগজরাজ জিনি' বাঁ'র গতিভদ্রী,

প্রসাদ-সেবনে যিনি অশি বর-রদ্রী,

স্রীহরি-নির্ম্মালা সদা কুচিতে আপন,

শিখাইলা যিনি নিজপ্রিয়জনগণ ।

সেই দিবালীলাময় চৈতন্য-মুরতি,

করুন কৃপাতিশয় আমাদের প্রতি ॥ ৭ ॥

৮। স্মিতালোকঃ শোকং হরতি ভগতাং বস্ত্র পরিভো

গিরাস্ত প্রারম্ভঃ কুশল-পটলীং পল্লবয়তি ।

পদালম্বঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহঃ

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥

বাঁ'র মুহূর্ত্ত-হাসিমাখা কৃপাবলোকন,

জগজন-শোকরাশি করিছে হরণ,

অমৃত-মধুর বাণী-বিন্যাস বাঁহার,
 এ' জগতে করে মহা-কুশলবিস্তার,
 পদাশ্রয় মাত্র বাঁ'র, নিখিল-মানব
 গোবিন্দ-পদারবিন্দে, লভে প্রেমোৎসব।
 সেই দিবালীলাময় চৈতন্য-নুরতি।
 করুন কৃপাতিশয় আমাদের প্রতি ॥ ৮ ॥

- ৯। শচীনুনোঃ কীৰ্ত্তি-স্তবকনবসৌরভ্যনিবিড়ং
 পুমান্ বঃ শ্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্মার্ককমিদম্।
 ন লক্ষ্মীবানেতং নিজপদসরোজে প্রণয়িতাং
 দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধঃ স্বথয়তু ॥
 শ্রীশচীনন্দনের কীৰ্ত্তি-পুষ্প-স্তবকের,
 নহোনসৌরভময়, এই পদ্যার্ককচয়।
 প্রকায়ুক্ত মনে, যে ভকত জনে,
 পড়িবেন, স্থনিশ্চয়,—
 লক্ষ্মীপতি সেই গৌরহরি তাঁ'রে,
 আপনার পদ-সরোজ মাঝারে,
 উদ্ভগা পীরিতি আর, অবিচ্ছিন্ন সুখ-সার।
 অসাদ করুন প্রীত মনে, প্রতি পদে পদে অনুক্ষেপে ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রী শ্রী চৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়ার্ককঃ সমাপ্তম্।

—ॐ—

অথ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্যা
তৃতীয়াষ্টকম্

১। উপাসিতপদান্বুজস্বনুরক্তরূদ্রাদিভিঃ
 প্রপদ্য পুরুষোত্তমঃ পদমদভ্রমদভ্রাজিতঃ ।
 সমস্তনতম গুলীক্ষ রদভীককল্পদ্রুমঃ
 শচীশ্রুতমগ্নি প্রভো কুরু নৃকুন্দ নন্দে কৃপাম্ ॥

শচীভূত হে মুকুন্দ ! তোমার পদ্যাবিন্দ,
ভজে রুদ্র আদি দেবগণ ।

গাওঁ আনুৰক্তিভৱে, এই বহুস্কৱা 'পৰে,
নৱতনু কৰিয়া ধাৱণ ॥

জগন্নাথ কেতোরদন, নাম—শ্রীপুরুষোত্তম,
 সেখা তুমি হ'য়ে বিজ্ঞমান।

ভক্তদের বাঙ্গা যত, পূর্ণ কর অবিরত,
হর-কমলধনের সমান ॥

জামি মন্দভাগ্যজন, তব পদে অনুক্ষণ,
করিতেছি,—এই স্তুমিনতি ।

ভূমি তো করুণাময়, মোর প্রতি হও সদয়,
ওহে প্রভো, অগতির গতি ! ১ ॥

২। নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
 ভবন্তমূরুবুরয়ো ন খলু সার্বভৌমাদয়ঃ ।
 পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং
 শচীশ্রুত মরি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥

বেদবাস, দত্তাত্রেয়, সর্বমুনি-গুরু হয়,
 আচরণে তাঁহাদের সম ।

সুক্ষ্মবুদ্ধি-সার্বভৌম আদি কৃপাশ্রুতগণ,
 (তব) গুণাবলী-বর্ণনে অক্ষম ॥

আর অন্য কোন জন, কীৰ্ত্তি-গানে সক্ষম ?
 অতএব প্রণাম তোমায় ।

শচীশ্রুত হে মুকুন্দ । ভাগ্যহীন, আমি মন্দ,
 কৃপা প্রভো ! কর অমায়ায় ॥ ২ ॥

৩। ন বৎ কথমপি শ্রুতাবপনির্বাছিতপ্যাহিতঃ
 স্বয়ংক বিরতঃ ন বদগুরুতরাবতারান্তরে ।
 ক্রিপয়সি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নঃ ক্ষিতৌ
 শচীশ্রুত মরি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥

পরম বদানাবর ! ওহে রস-রত্নাকর !

বেদ-অগোচর যেই ধন ।

(১৮)

সুবমালা

উপনিষদাদি দ্বারে, বাহা কোন পরকারে,
 কভু কেহ করেনি শ্রবণ ॥
 আপনি শ্রীহরি যা'রে, শ্রীবাসাদি অবতারে,
 না করিলা বিশেষ প্রকাশিত ।
 সেই ভক্তিরূপ ধন, ক্ষিতিতলে বিতরণ,
 করিতেছ তুমি অবিরত ॥
 শচীশ্রুত হে মুকুন্দ ! তব পদ-মকরন্দ.
 এই মন্দজনের সম্বল ।
 ওহে প্রভো দীননাথ, করি মোরে আত্মসাৎ,
 জগতে দেখাও কৃপাবল ॥ ৩ ॥

- ৪। নিজপ্রণয়বিস্কুরগটনরঙ্গ-বিস্মাপিত-
 ত্রিনেত্র নতমণ্ডলপ্রকটিতানুরাগান্বিত ।
 অহঙ্কৃতিকলঙ্কিতোদ্ধতজনাতিদুর্কৌধ হে
 শচীশ্রুত মরি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে রূপান্ ॥
 শচীশ্রুত হে মুকুন্দ ! তুমি নিজ অনবদ্য,
 প্রোণাবেশময় সংকীর্ণনে ।
 হ'য়ে চারু নৃত্য-রঙ্গী, শ্রীঅদৈতরূপী সঙ্গী,-
 বিদ্বিত ক'রেছ ত্রিনয়নে ॥

নতমশুণীর চিত্তে, দিয়া অমুরাগানুভে,
 দেখায়েছ করুণা-বিলাস
 অহঙ্কারে উদ্ধত, মানবের কাছে যত,
 তব তব চির অপ্রকাশ ॥

আমি মন্দভাগাজন, পাদপদ্মে নিবেদন,
 করি প্রভো ! সকাতরে অতি ।
 কৃপাসিন্ধু গৌরহরি ! কৃপা-বৃষ্টিপাত করি'
 ভক্তিদানে যুচাও দুর্গতি ॥ ৪ ॥

৭। ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিতদ্বকুলোৎপত্তয়-
 স্তৃগুদ্বরসি তানপি প্রচুরচারুকারুণ্যতঃ ।
 ইতি প্রমুদতানুরঃ শরণমাশ্রিত্বাহমহং
 শচীহত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥
 ওহে শচীনন্দন ! ভূতলে যে নরগণ,
 নীচকূলে উৎপন্ন হয় ।

তাহাদেরো অনায়াসে, উদ্ধারিছে সর্বিশেষে,
 তব মহা কারুণ্য-নিচয় ॥
 এই হেতু তে মুকুন্দ ! চরণ-কমল-বন্দন-
 তলে হর্ষে লইয়া শরণ ।

মন্দভাগ্য এ' অধমে, কৃপামৃত স্তম্বকনে,
 প্রভো ! এবে বাঁচাও জীবন ॥ ৫ ॥

(২০)

সুবমালা

৬। মুখাম্বুজপরিমলমূললবঙ্গধূলীরস—
 প্রসঙ্গজনিতাখিলপ্রণতভঙ্গরঙ্গোৎকর ।
 সমস্তজনমঙ্গলপ্রভব-নামরত্নাম্বুধে
 শচীশ্রুত নরি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥
 প্রভো হে !

(৩৪) মুখাম্বুজ-বিগলিত, কোমল-বচনারিত,
 মকরন্দ-রস-আস্বাদনে ।
 গাঢ়াসক্তিবশে নব ভকত ভ্রমর সব,
 পরম বিস্ময় মানে মনে ॥
 সর্বজন-সুমঙ্গল কৃষ্ণ-নাম-রত্নাকর !
 ওহে শচীনন্দন, মুকুন্দ !
 মন্দমতি এই জনে, কৃপাপূর্ণ নিরীক্ষণে,
 দান কর শ্রীচরণ-দ্বন্দ্ব ॥ ৬ ॥

৭। মুগাঙ্কমধুরানন শ্ফুরদনিদ্রপদোক্ষণ
 স্মিতস্তবকহৃন্দরাধর বিশঙ্কটোরস্তট ।
 ভূজোদ্ধত-ভূজঙ্গমপ্রভ মনোভকোটীভ্যতে
 শচীশ্রুত নরি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥
 মুগাঙ্ক-মধুরানন, প্রফুল্ল-কমলোক্ষণ,
 ওহে প্রভো শচীর কুমার !

আরক্ত-অধর তব, মৃদুহাস্যে অভিনব,—

—মনোহর হৃষ্মা-আগার ॥

বক্ষঃতট মনোরম, ভুজ ভুজঙ্গনোপন,

কোটিকামজয়ী ওমুদ্রাতি ।

হে মুকুন্দ ! এই মন্দে, সক্রুর পদ-বন্দে,

স্থান দিয়ে, কর বাঞ্ছা-পূর্তি ॥ ৭.॥

৮। অহং কনককেতকৌকুম-গৌর দুর্কঃ ক্ষিতৌ

ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষপূর্ণেহপি তে ।

অতঃ প্রবণ্যা বিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে

শচীমুত গমি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥

কনক-কেতকৌ-সম,

গৌরবর্ণ মনোরম,

হে মুকুন্দ ! শচীর নন্দন ।

নানা দোষযুক্ত, হীন

জনেরেও কোনদিন,

(তুমি) দোষ-দৃষ্ট্যে করনা দর্শন ॥

হে দীনবৎসল আমি ! সেই ভরসায় আমি,

ভজি তোমা' বিনম্ হিয়ায় ।

বহু দোষে দোষী অতি,

হইলোও দুর্কমতি,

কোরো মোরে, কৃপা অনায়ায় ॥ ৮ ॥

৯। ইদং ধরণিগুণলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেবু বে
নিবিকটমনসো নরাঃ পরিপঠান্ত পদ্যাক্টকম্ ।
শচীহৃদয়নন্দন প্রকটকোত্তিচন্দ্র প্রভো
নিজপ্রায়নির্ভরঃ বিতর দেব তেভ্যঃ শুভম্ ॥

ধরলী-নগ্নলোংসব, কীৰ্তি সুধাকর নব,
হে শচীর হৃদয়-নন্দন !

যে সব স্থখী নর, তব পদ-চিহ্নোপর,
নিবিষ্ট করিয়া নিজ মন;—

এ' সুমিষ্ট পদ্যান্তক, পাঠ করেন সমাধ.
তব কৃপা লাভের আশায়।

হে দেব পরমাশ্রয় তাঁ'দের মঙ্গলমর,
শ্রেনভক্তি দিও রাঙ্গা পায় ॥ ২ ॥

इति श्रीश्रीऋतनादेवसा तृतीयार्ककः समाप्तः ।



শ্রীকেশবায় নমঃ

স্বস্ত্যস্তু

শ্রীকেশবায় নমঃ

- ১। নবপ্রিয়কমঞ্জরীরচিতকর্ণপূরশ্রিয়ঃ
 বিনীদ্রতরমালতী-কলিতশেখরেণোদ্ধলম্ ।
 দরোক্ষসিতযুথিকাগ্রথিত-বহুবৈকক্ষকঃ
 ভ্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

নব নীপমঞ্জরীর বিচিত্র ভূষণ ।
 দোলায়ে শ্রবণমূলে পরমশোভন ॥
 অকুল মালতীকুল-রাজি-বিরচিত ।
 মালিকা-বেষ্টনে করি' চূড়া বিমণ্ডিত ।
 দ্রবং বিকচ রমা যুথিকার মালে ।
 গলদেশ আলা করি' সন্ধ্যার প্রাকালে ॥
 নিতি য়াঁর নন্দভ্রজে হয় আগমন ।
 সেই কেশবের আমি করিগো ভজন ॥ ১ ॥

- ২। পিণ্ডাঙ্গি মণিকস্তুনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে
 যুদঙ্গযুথি ধূমলে শবলি হংসি বংশী-প্রিয়ে ।
 ইতি স্বপ্নরভিকুলং তরলমাহ্বরন্তুং মুদা
 ভ্রজে বিজয়িনঃ ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

“পিশঙ্গি, মণিকন্তনি, ধূমলে, শবলে !
 হে হংসি, বৃন্দঙ্গমুখি, আয়গো সকলে”,—
 হেন স্নেহ-ব্যগ্র কণ্ঠে,—মিষ্ট আবাহনে,
 শীঘ্র একত্রিত করি’ স্ব-সুৰভিগণে,—
 বন হ’তে ভ্রজে বা’র হয় আগমন,
 সেই কেশবের আমি করিগো ভজন ॥ ১ ॥

৩। বনপ্রায়মেছরান্ মধুরনন্দগোষ্ঠিকলা-
 বিলাসনিলগান্মিলদ্বিবদ্যবেশবিদ্যোতিনঃ ।
 সখীনখিলসারয়া পথিষু হাসয়ন্তুং গিরা
 ভ্রজে বিজয়িনং ভ্রজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

প্রগাঢ় প্রণয়-রসে, স্নিগ্ধ-নিরনল ।
 নৃত্য-গীত নানা-কলা,—বিলাস-কুশল ॥
 পরিহাসময় বাক্যে, পটু অতিশয় ।
 বিবিধ অপূর্ব বেষে, চারু শোভাময় ॥
 প্রিয়সখাগণ সনে, পরম কৌতুকে ।
 নানারূপ হাস্যপূর্ণ, নন্দ-বাক্যস্থখে ॥
 বন হ’তে ভ্রজে বা’র হয় আগমন ।
 সেই কেশবের আমি করি গো ভজন ॥ ৩ ॥

- ৪। অমাম্বুকণিকাবলী-দরবিলাচগুণাস্তুরং
 সমুদ্রগিরিধাতুভিলিখিতচারুপত্রাক্ষুরম্ ।
 উদঞ্চদলিমগুলাঢ্যাত-বিড়ম্বিবক্রালকং
 ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

গিরিধাতু-বিলিখিত চারু পত্রাক্ষুর ।
 বদনমণ্ডলে ঘাঁ'র শোভিছে মধুর ॥
 বিন্দু বিন্দু অমজলে সিঁদ্ধ গুণস্থল ।
 ততুপারি নাচে কৃষ্ণ-কুটিল-কুস্তল ॥
 মধুলুপ্ত হৃৎকল ভ্রমর-নিকর ।
 বিড়ম্বিত হয় সেই শোভায় বিস্তর ॥
 এমন সুন্দর বেশে সায়াং সময় ।
 নন্দব্রজে নিত্য ঘাঁ'র আগমন হয় ॥
 সেই শ্রীকেশবের আমি করিব ভজন ।
 অন্তরের অন্তঃপুরে আশা চিরস্থন ॥ ৪ ॥

- ৫। নিবন্ধনবতর্ণকাবলিবিলোকনোৎকণ্ঠয়া
 নটংধুরপুটাকলৈরলঘুভির্ভুবং ভিন্দতীম্ ।
 কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্তয়ন্তঃ পুরো
 ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

(২৬)

সুখমালা

গোষ্ঠীমাঝে বদ্ধ আছে, যে' তর্জকদল ।
 তা'দের দর্শন-আশে উৎকর্ষা-চঞ্চল ॥
 স্নেহ-রস-পরিসিক্তা মে' ধবলীগণ ।
 খুরাশ্রের দ্বারা ক'রে ভূমির খনন ॥
 আপনার সুধাবর্ষা শিথিল-বেগুস্বরে ।
 সেই সব সুরভিরে নিবর্তিত ক'রে ॥
 বন হ'তে ব্রজে আসে, রঙ্গিয়া কেশব ।
 ভজিবারে চাই তাঁ'র চরণ-পল্লব ॥ ৫ ॥

৬। পদাঙ্কততিভির্বরাং বিরচয়ন্তুমক্ষশ্রিয়ঃ
 চলন্তরলনৈচিকী-নিচয়ধূলিধূত্রসজম্ ।
 মরুল্লহরিচঞ্চলীকৃতদ্রুকূলচূড়াক্ষলং
 ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

ধ্বজ-বজ্র আদি পদ-চিহ্ন সুললিত ।
 তার দ্বারা যাত্রাপথ করি' সুরঞ্জিত ॥
 আগে আগে ধাবমান গোধূলি-পটলে ।
 ধূতবর্ণ বনমালা পরি' নিজগলে ॥
 মন্দ মধু-সমীরণে মুহু সঞ্চালিত ।
 চঞ্চল-দ্রুকূল-চূড়ে হ'য়ে সুশোভিত ॥
 বৈকালে বরজ-গোষ্ঠে, আসেন কেশব ।
 ভজিবারে চাই তাঁ'র, শ্রীপদ-পল্লব ॥ ৬ ॥

- ৭। বিলাসমুরলীকলধ্বনিভিরুল্লসন্মানসাঃ
 ক্ৰণাদখিলবল্লবীঃ পুলকরন্তুমন্তর্গৃহে ।
 মুহুবিদধতং হৃদি প্রমুদিতাক গোষ্ঠেশ্বরীং
 ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবন্ ॥

বিরহ-কাতরা যত বল্লবীর প্রাণ ।

গোপালের তরে কঁাদে সারাদিনমান ॥

সুবিলাস মুরলীর মধু-কলস্বরে ।

ক্ৰণমধ্যে তাঁ'দিগেরে পুলকিত ক'রে ॥

গোষ্ঠেশ্বরী বশোদার স্নেহাকুল চিতে ।

প্রনোদ-অমৃত বারি সিঁচিতে সিঁচিতে ॥

বন থেকে ব্রজে যিনি আসেন সন্ধ্যায় ।

প্রীতিতে ভজিগো আগি সে' কেশবরায় ॥ ৭ ॥

- ৮। উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভাচ্চিতঃ
 স্নিতাকুরকরস্থিতৈর্গটদপাঙ্গভঙ্গীশটৈঃ ।
 স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়ন চঞ্চরীকাঞ্চলং
 ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবন্ ॥
 পথি-পাশ্বে সারি সারি প্রাসাদগুলির ।
 উপরে আকৃষ্টা যত গোপ-সুন্দরীর ॥

(২৮)

সুবমালী

মৃদুহাস্য-সুশোভিত, কটাক্ষ-মালার ।
 শত-নৃত্য-ভঙ্গীময়, প্রণয়-সংকার ॥
 লভিয়া হরষে নব, পুষ্পগুচ্ছগত—
 মধুলুক তুচ্ছল ভ্রমরেরি মত,—
 গোপী-সুন-সুবকেতে নয়ন-সঞ্চারে,—
 কানন হইতে নিভা, ত্রজের মাঝারে,—
 প্রেমলীলারঙ্গে যিনি, আসেন সন্ধ্যায় ।
 প্রাতিভে ভাজিগো আমি, সে' কেশবরায় ॥৮॥

- ৯। ইদং নিখিলবল্লবীকুলনহোৎসবোল্লাসনং
 ক্রমেন কিল বঃ পুমান্ পঠতি তৃষ্ঠু পদ্যাক্ষকম্ ॥
 তনুচ্ছলধিয়ং সদা নিজপদারবিন্দদয়ে
 রতিং দদদচঞ্চলাং সুখরত্নাধিশাখাসথঃ ॥
 নিখিল বল্লবী-কুল-উল্লাস-বর্দ্ধন,—
 পরম মধুর এই, অম্বিকরতন,—
 পড়েন সতত যিনি, শ্রদ্ধা সহকারে,
 বিশাখার সখা কুম্ভ, তুন্ড চিহ্নে তাঁ'রে,
 দিয়ে নিজ পাদপদ্মে, অচঞ্চলা রতি,
 করেন সুনিত্য কাল, সুখময় অতি ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রীকেশবাক্ষকম্ ।

শ্রীকৃষ্ণবিহারীয়াষ্টকম্
প্রথমম্
—২২—

প্রাচীনায়—ব্রহ্মাভ্যাস,
বরেনিধি, কথিত
ব্রাহ্মণী-১

নমঃ শ্রীকৃষ্ণবিহারিণে

- ১। ইন্দ্রনীলমণিমঞ্জুলবর্ণঃ, কুল্লনৌপকুহ্মাঙ্কিতকর্ণঃ ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারো, হৃন্দরো জয়তি কৃষ্ণবিহারী ॥
ইন্দ্রনীলমণি মঞ্জুলবরণ । কদম্ব-কুহ্মে শোভিত শ্রবণ ॥
পরিসর বক্ষে গুঞ্জামালাধারী । জয় জয় হৃন্দর কৃষ্ণবিহারী ॥১॥
- ২। রাবিকা-বদনচন্দ্রচকোরঃ, সর্ববল্লববধূধৃতিচোরঃ ।
চর্চরীচতুরতাক্ষিতচারী, চারুতো জয়তি কৃষ্ণবিহারী ॥
শ্রীরাধা-মুখেন্দু লুক্কচকোর । সর্বগোপবধু-ধৃতিধন-চোর ।
চতুর-চর্চরী-নর্তন-কারী । জয় জয় কচির কৃষ্ণবিহারী ॥২॥
- ৩। সর্বতঃ প্রথিতকৌলিকপর্ব, ধ্বংসনেন হতবাসবগর্বঃ ।
গোষ্ঠরক্ষাকৃতে গিরিধারী, লালয়া জয়তি কৃষ্ণবিহারী ॥
ইন্দ্রধাগ রূপ কৌলিক পর্ব । বিনাশ করি, হরি বাসবগর্ব ।
গোষ্ঠরক্ষণকারী গিরিধারী । জয় লীলাময় কৃষ্ণবিহারী ॥৩॥

- ৪। রাগমগুল-বিভূষিতবংশী,-বিভ্রমেণ মদনোৎসবশংসী ।
 স্তূরমানচরিতঃ শুকশারী,-শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥
 (নার)রাগ-বিভূষিত বাঁশরীর স্বর । মদনউৎসব ঘোষণাতৎপর ।
 স্তূচরিত-স্তুতি গাহে শুকশারী । জয় লীলারসিক কুঞ্জবিহারী ॥৪
- ৫। শাতকুস্তুরচিহ্নাংকুলঃ, কেকিচন্দ্রক-বিরাজিতচুলঃ ।
 নব্যবৌবনলসদ্ভ্রজনারা,-রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥
 কনক-কান্তি জিনি' সুপাত বসন । ময়ূর-চন্দ্রকে মুকুট শোভন
 নবীন বৌবনা ব্রজকুলনারী-রঞ্জন; জয় জয় কুঞ্জবিহারী ॥৫
- ৬। স্থানকীকৃতস্থগন্ধিপটীরঃ, স্বর্ণকাক্ষিপরিশোভিকটীরঃ ।
 রাধিকোন্নতপয়োধরবারী,-কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥
 স্থগন্ধি চন্দনে শ্রীঅঙ্গ চর্চিত । কাক্ষনের কাক্ষী নিতম্বে শোভিত
 শ্রীরাধার পীন কুচযুগবারী-কুঞ্জর, জয় জয় কুঞ্জবিহারী ॥৬
- ৭। গৌর-ধাতুভিলকোদ্ধলভালঃ, কেলিচঞ্চলিত-চম্পকমালঃ ।
 অদ্রিকন্দরগৃহেবভিসারী, হৃদ্রবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥
 গৈরধাতু ভিলকে ললাট উজালা,-গলে কেলিচঞ্চল চম্পকমালা
 পবিত্র-কন্দরে অভিসারকারী । জয় জয় হৃদ্র কুঞ্জবিহারী ॥৭

৮। বিদ্রমোচ্চলদৃগঞ্চলনৃত্য,-ক্ষিপ্তগোপললনাখিলকৃত্যঃ ।

প্রেমমত্তবুবভানুকুমারী,-নাগরো জয়তি কৃষ্ণবিহারী ॥

অনঙ্গ-রঞ্জিত নেত্রাঞ্চল-নৃত্য । ভূলায় গোপীদের অখিলকৃত্য ॥

প্রণয়-মত্তা বুবভানুকুমারী-নাগর, জয় জয় কৃষ্ণবিহারী ॥৮॥

৯। অক্ষকং মধুরকৃষ্ণবিহারি,-ক্রৌড়য়া পঠতি বঃ কিল হারি ।

স প্রযাতি বিলসংপরভাগং, তস্য পাদকমলার্চনরাগম্ ॥

কৃষ্ণলীলাপূতঃ অতি মনোহর । পদ্যাক্ষক-গীতি অমৃত-আকর

পাঠ করে যিনি প্রীতিপূর্ণ মনো রতি জন্মে কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মার্চনে

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিহারিণঃ প্রথমাক্ষকং সমাপ্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণবিহার্যষ্টকম্

দ্বিতীয়ম্

ॐ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়

নমঃ শ্রীকৃষ্ণবিহারিণে

- ১। অবিরতরতিবন্ধুশ্চৈব তাবন্ধুরশ্রীঃ
 কবলিত ইব রাধাপাদভঙ্গীতরঙ্গৈঃ ।
 মৃদিতবদন-চন্দ্র-চন্দ্রকাপীড়ধারী
 মৃদিরমধুরকান্তিৰ্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥
- মদন-বিলাসরসে বাহার বদন ।
 অবিরত হাস্যময়, পরম শোভন ॥
- (শ্রী) রাধার অপাঙ্গ-ভঙ্গী-মধুর তরঙ্গৈঃ ।
 কবলিত হ'য়ে নানা প্রেমলীলা-রঙ্গৈঃ ॥
- প্রমুদিত রয় সদা, চারু-চন্দ্রানন ।
 চন্দ্রক-আপীড় শিরে করিয়া ধারণ ॥
- নবীন জলদ জিনি' শ্যাম-কান্তিধারী ।
 শোভা পাইতেছে হেন নিকৃষ্ণবিহারী ॥ ১ ॥

২। ততশ্চদ্বিরঘনানাং নাদ-মানক্ৰভাজাং
জনয়তি তরুণানাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাম্ ।
তটভূবি নটরাজক্ৰীড়য়া ভানুপুত্র্যা
বিদধদতুলচারীভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥

তরুণী বল্লবীগণ হুশোভন বেশে ।
ভানুপুত্রী যমুনার এসে তটদেশে ॥
বেণু-বীণা, মৃদঙ্গাদি করিসে বাদন ।
নটরাজ-ক্ৰীড়াবলী করি' আচরণ ॥
গোপিকামণ্ডলে যিনি চারু নৃত্যকারী ।
শোভা পাইতেছে হেন নিকুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥

৩। শিখিনি কলিতষড়্ভজে কোকিলে পঞ্চমাতে
স্বয়মপি নববংশ্যোদ্ধাময়ন্ গ্রামমুখ্যম্ ।
ধৃতযুগমদগন্ধঃ স্তম্ভু গান্ধারসংজ্ঞঃ
ত্রিভুবনধৃতিহারী ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥

শিখিরা ষড়্ভজে যবে বোলে উচ্চ বোল ।
কোকিল পঞ্চমতানে ভোলে মিষ্ট রোল ॥
সর্বাত্মে কস্তুরী-গন্ধ করিয়া ধারণ ।
বাজাইয়া অভিনব বাশরী আপন ॥
উত্তম গান্ধার-গ্রাম-মুচ্ছ'না তুলিয়া ।

ত্রিভুবন-ধৃতি যিনি লয়েন হরিয়া ॥
 সঙ্গীত-কুশল গোপী-মোহন বংশীধারী ।
 শোভা পাইতেছে হেন শ্রীকৃষ্ণবিহারী ॥ ৩ ॥

- ৪। অনুপমকরশাখোপান্তরাধাস্থ লীকো
 লঘু লঘু কুসুমানাং পর্যটন বাটিকায়ান্ ।
 সরভসমনুগীতশ্চিত্তকণ্ঠীভিরুচ্চৈ-
 ব্রজনবযুবতীভির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥
- স্বকোমল বাম-করাঙ্গুলে আপনার ।
 দক্ষিণ কর-শাখা ধরি',—শ্রীরাধার ॥
 সুদৃশ্য গতিভরে সানন্দ হিয়ায় ।
 ভ্রমণ করিছে যিনি, পুষ্পবাটিকায় ॥
 সাধে সাধে মধুকণ্ঠী ব্রজযুবতীরা ।
 গুণাবলী গাহে হর্ষে, হইয়া অধীরা ॥
 বৃন্দারণ্য-মাঝে স্থখে পর্যটনকারী ।
 শোভা পাইতেছে সেই শ্রীকৃষ্ণবিহারী ॥ ৪ ॥

- ৫। অহিরিপুকৃতলান্যে কীচকারকবাদ্যে
 ব্রজগিরিতটরঙ্গে ভূঙ্গ-সঙ্গীতভাজি ।
 বিরচিতপরিচর্যাশ্চিত্ততোষ্যত্রিকোণ
 স্তিমিতকরণবৃতির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥

ব্রজগিরি-তট-রূপ রঙ্গস্থল-'পরে ।
 শিখিগণ নাচে যবে নানা রঙ্গভরে ॥
 হ'তে থাকে বংশদলে, বাদ্য স্থললিত ।
 মধুকর গুন্ গুন্ . গায় মধু-গীত ॥
 সে' সময় বোধ হয়—গিরি গোবর্ধন ।
 নৃত্য-গীত-বাদ্যে করে গোবিন্দ ভোষণ ॥
 এ' পিচিত্র তৌর্যাত্তিক নবীনভাসয় ।
 আশ্বাদনে হ'ন হরি, স্তিমিত-হৃদয় ॥
 হরিদাস-কৃত সেবা অনুভবকারী ।
 শোভা পাইতেছে সেই শ্রীকৃষ্ণবিহারী ॥ ৫ ॥

৬। দিশি দিশি শুকশারীমণ্ডলৈগুঢ়লীলাঃ
 প্রকটমনুপঠন্তিনিশ্চিতাশ্চর্য্যপূরঃ ।
 তদতিরহসি বৃত্তঃ প্রেমসীকর্ণমূলে
 স্নিতমুখমভিজগন্ ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥

শুক-শারিকারা রহি' কুঞ্জের চৌপাশে ।
 কৃষ্ণ-কৃত গুঢ় লীলা, পড়ে উচ্চভাষে ॥
 সে' সব শ্রবণে যিনি, বিস্ময়-কৌতুকে ।
 শ্রীরাধার কর্ণমূলে, কহেন হাসিমুখে ॥

(সেই) শুক-শারী-রসোক্তিভে, স্নিত-শোভাধারী ।
শোভা পাইতেছে হেন, শ্রীকৃষ্ণবিহারী ॥ ৬ ॥

৭। তব চিকুরকদম্বঃ স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কে কী
নয়নকমললক্ষ্মীর্বন্দতে কৃষ্ণসারঃ ।
অলিরলমলকাস্তং নোতি পশ্যতি রাধাং
মধুরমমুশংসন্ ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥

কুহ্মন-খচিত তব, কেশ-শোভা দেখি'—
রাধে ! হের স্তম্ভাধিত হইতেছে কে কী,—
হরিনীকুলের পতি, কৃষ্ণসারগণ,
তব নেত্র-পদ্ম-শোভা, করে প্রশংসন,
মধুর গুণনে ঐ, যত ! অলিগণ
অলকাবলীর সদা, করিছে স্তবন ॥
প্রাণ-প্রেয়সীরে হেন, বাক্য-প্রয়োগকারী ।
বিরাজিছে সেই কৃষ্ণ, নিকুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥

৮। নদনতরলবালাচক্রবালেন বিশ্ব-
দ্বিবিধবরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ ।
স্থলিতচিকুরবেশে স্বক্ৰদেবে প্রিয়ান্নাঃ
প্রথিতপৃথুলবাহুভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥

বিবিধ উদ্ভব রম্য কলা-শিক্ষাচ্ছলে,—
 মদন-ভরলী নালী, ললিতাদি দলে,—
 সেবিত হইয়া যিনি, অশেষ বিশেষে,
 স্থলিত-চিকুর-যুক্তা. রাধার স্বরূপদেশে,
 সুন্দর পৃথুল বাহু অর্পণকারী—
 বিরাজিছে সেই কৃষ্ণ,—নিকৃষ্ণবিহারী ॥ ৮ ॥

- ৯। ইদমনুপমলীলাহারি কৃষ্ণবিহারি-
 অরূপদমযীতে তুর্কবীরক্ষকং যঃ ।
 নিজগগনতরা শ্রীরাধয়া রাধিতস্তঃ
 নয়তি নিজপদাঙ্কঃ কৃষ্ণসদ্ব্যধিরাজঃ ॥
 অনুপম লীলাপূর্ণ. শ্রুতি-মনোহর ।
 কৃষ্ণ-স্মৃতি-পদ্ধতি এ' স্মৃতি নিরন্তর ॥
 পঠন করেন যিনি, সন্তুষ্ট হৃদয়ে ।
 কৃষ্ণ-অধিরাজ তাঁয়. সুপ্রসন্ন হ'য়ে ॥
 •সখীগণ-পরিবৃত রাধা-আরাধিত ।
 আপন পদাঙ্কে স্থান দেন সুনিশ্চিত ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণবিহার্যাক্ষকং দ্বিতীয়ম্ ।

•••••

শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

—२३२—

শ্রীমুকুন্দায় নমঃ

১। বলভিচূপলকাস্তিদ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
মুহুরসবিলাসৈঃ স্তম্ভু গাঙ্ঘ্রিকারিণীঃ ।
স্বমদননৃপশোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহরাজো
প্রণয়তু মম নেত্রাভীকৃপৃতিং মুকুন্দঃ ॥

ইন্দ্রনীলমণি জিনি' মঞ্জুল শ্রীঅঙ্গে ।
কুঙ্কম-রস রাগ ধরি' লীলারঙ্গে ॥
তা'র দ্বারা প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী রাখার ।
দেহরূপ রাজো নিজ মদন রাজার ॥
শোভারশি! সমাক্ করিয়া বর্ধন ।
শ্রীমুকুন্দ নেত্রাভীকৃ করুন পূরণ ॥ ১ ॥

২। উদিতবিধুপরীক্ষিতজ্যোতিরল্লজিবভেদ্রা
নবতরুণিমরজ্যদ্বালাশেষাতিরম্যঃ ।
পরিবদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীকৃপৃতিং মুকুন্দঃ ॥

উদিতপর্যাক্ষ-বিধু-জ্যোতিঃ উল্লসন ।
 করিতেছে ঘাঁ'র অতি সুন্দর বদন ॥
 নবীন তারুণ্য আর বাল্যের শেষ ।
 উভয় সংযোগে ঘাঁ'র সৌন্দর্য্য অশেষ ॥
 ঘাঁর কর্ণযুগলের মকর-কুণ্ডল ।
 সখীর সমাজে করে শ্রীজীরে চঞ্চল ॥
 সেই শ্রীমুকুন্দদেব হ'য়ে সাক্ষর ।
 নেত্রের অভীষ্ট মম, করুন পূরণ ॥ ২ ॥

৩। কনকনিবহশোভানিন্দিত পীতং নিতম্বে
 তত্পরি নবরক্তং বস্ত্রমিখং দধানঃ ।
 প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্তিং মুকুন্দঃ ॥

নিতম্বে হেম-নিন্দিত সুপীত বসন ।
 তত্পরি নব রক্তবস্ত্র অতুলন ॥
 প্রিয়তমার রাগযুক্ত প্রিয় বর্ণ-ন্যায় ।
 ধারণ করেন যিনি চাকু ভঙ্গিমায় ॥
 সেই শ্রীমুকুন্দদেব হইয়া সদয় ।
 পূরণ করুন মম নেত্রাভীষ্টচয় ॥ ৩ ॥

৪। সুরভিকুহুমবৃন্দৈর্বাসিতাভ্যঃসমুদ্রে
 প্রিয়সরসি নিদাঘে সায়মাণীপরীতাম্ ।
 নদনজনকসেকৈঃ খেলসম্ভব রাধাঃ
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীকৃপ্তিঃ মুকুন্দঃ ॥

সুপ্রথর নিদাঘের সন্ধ্যার সময় ।
 সুরভি কুহুমদ্বারা মিষ্ট গন্ধময় ॥
 স্বচ্ছ-সুশীতল প্রিয় রাধাকুণ্ড-জলে ।
 নদনজনক-সেক-ক্রীড়া-কুতূহলে ॥
 আলিকুল-পরিবৃত্তা শ্রীমতীর সনে ।
 বিহার করিছে বিনি হরষিত মনে ॥
 সেই শ্রীমুকুন্দদেব হইয়া সদয় ।
 পূরণ করুন মম নেত্রাভীকৃচয় ॥ ৪ ॥

৫। পরিমলনিহ লব্ধা হস্ত গান্ধর্বিকারাঃ
 পুলকিততনুরুচৈরুদয়দন্তংকণেন ।
 নিখিলবিপিনদেশান্ বাসিতানুব জিত্বান্
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীকৃপ্তিঃ মুকুন্দঃ ॥

চারু অঙ্গপরিমল, প্রিয়া গান্ধর্বীর ।
 অনুভব মাত্র লভি' ব্যগ্রতা অপার ॥

পুলকিত দেহে যিনি, উন্মত্তের মত ।
 নিখিল-বিপিন-দেশ আশ্রয়-নিরত ॥
 সেই শ্রীমুকুন্দদেব, হ'য়ে কৃপাময় ।
 পূরণ করুন মম নেত্রাভীষ্টচয় ॥ ৫ ॥

৬। প্রণিহিতভুজদণ্ডঃ স্কন্ধদেশে বরাঙ্গাঃ
 স্মিতবিকসিতগণ্ডে কীৰ্ত্তিদাকন্যাকায়ঃ ।
 মনসিজজনিমৌখ্যঃ চুম্বনেনৈব তম্বন্
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূৰ্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥

সুন্দরী কীৰ্ত্তিদা-কন্যার কাঁধের উপর ।
 রাগিয়া আপন ছুট ভুজদণ্ডবর ॥
 মন্দস্মিত গণ্ডদ্বয় চুম্বনে তাঁহার ।
 মনসিজানন্দ যিনি করেন বিস্তার ॥
 সেই শ্রীমুকুন্দদেব হ'য়ে কৃপাময় ।
 পূরণ করুন মম নেত্রাভীষ্টচয় ॥ ৬ ॥

৭। প্রমদদনুজগোষ্ঠ্যাঃ কোহপি সম্বৰ্ত্তবহি-
 ব্রজভূবি কিল পিত্রোমূৰ্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ ।
 প্রথমরসমহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়ঃ
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূৰ্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥

মদ-মত্ত দৈত্যগোষ্ঠীর প্রলয়াগ্নিসম ।
 বচন-অতীত বাঁ'র বিপুল বিক্রম ॥
 ভ্রজমধ্যে পিতা নন্দ মাতা বশোদার ।
 মুক্তিমান শ্রেষ্ঠপুঞ্জ, যিনি ছু'জন্যার ॥
 শ্রীরাধা-বিষয়ে যিনি শ্যামলবরণ ।
 আদিরস-মহারাজ পরম শোভন ॥
 সেই শ্রীমুকুন্দ কবে হইয়া সদয় ।
 পূর্ণ করিবেন মম নেত্রাভীক্ষিত ? ৭ ॥

৮। স্বকদনকথরাঙ্গীকৃত্য যুদ্বীং বিশাখাং
 কৃতচটু ললিতাস্তু প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলান্ম ।
 প্রণয়বিধুররাধানানবিক্ষংসনার
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীক্ষিতপূতিং মুকুন্দঃ ॥

প্রণয়-বিধুরা প্রিয়া রাধিকার মান ।
 ভঞ্জনের তরে হ'য়ে ব্যাকুল পরাণ ॥
 মহুভাবা বিশাখারে জানায়ে বেদন ।
 নিজ অশুকূলে তাঁয় করি' আনয়ন ॥
 প্রৌঢ়শীলা ললিতার কাছে চাটুভাষে ।
 প্রার্থনা করিছে যিনি, করুণার আশে ॥

সেই শ্রীমুকুন্দ কবে হইয়া সদয় ।

পূর্ণ করিবেন মম নেত্রাভীষ্টচয় ? ৮ ॥

৯। পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভিষঃ

সকলবিধরসপাং সন্নিবম্যেন্দ্রিয়ানি ।

ব্রজনবযুবরাজো দর্শনং স্বং সরাধাং

স্বজনগণনামধ্যো তং প্রিয়ায়ান্তনোতি ॥

নিখিল বিষয় হ'তে. ইন্দ্রিয় দমনে ।

অতিশয় স্পষ্ট-চাটু কাকুতি বচনে ॥

মুকুন্দ-অষ্টক যিনি পড়েন যতনে ।

ব্রজনবযুবরাজ, শ্রীরাধার সনে ॥

মধুর-যুগল-মুক্তি করা'য়ে দর্শন ।

প্রিয়ার স্বজনে তারে, করেন গ্রহণ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্ ।

শ্রী ব্রজবনবয়ুবরাজাষ্টকম্ ॐ নমঃ

শ্রী ব্রজবনবয়ুবরাজায় নমঃ

- ১। মৃদিরমদমৃদারং মর্দয়ন্নঙ্গকাণ্ডা
বসনরুচিনিরস্ত্রোজকিঙ্কশোভঃ ।
তরুণিমতরণীক্ষাবিক্রবদ্বাচন্দ্রে
ব্রজবনবয়ুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কুবীৰ্ত্ত ॥

অঙ্গ-কান্তিদ্বারা যিনি, নব নীরদের
বুদ্ধিশীল মদ-গব' করিছে মদ'ন ।

পদ্ম-কিঙ্কলের অতি মনোহর শোভা,—

পরাজিছে ঘাঁ'র দীপ্তিময় সুবসন ॥

বাঁহার যৌবন-রবি করিয়া দর্শন,

বাল্যরূপ সুধাকর হ'তেছে কাতর ।

(সেই) ব্রজবনবয়ুবরাজ হ'য়ে কুপাময়,

পূরণ করুন মোর বাসনা-নিকর ॥ ১ ॥

- ২। পিতুরনিশানগণ্যপ্রাণনির্ম্মজ্জনীয়ঃ
কলিততনুরিবান্ধা নাভুবাৎসল্যপুঞ্জঃ ।
অনুগুণগুরুগোষ্ঠী-দৃষ্টিপীযুষবৰ্দ্ধি—
ব্রজবনবয়ুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কুবীৰ্ত্ত ॥

পিতা নন্দরাজ যারে প্রতিক্ষণ ।
 অগণ্য প্রাণে করে নির্মল্লন ॥
 মাতা যশোদার বাৎসল্যরাশির ।
 নৃতি ধরেছে যাহার শরীর ॥
 যিনি অনুকূল গুরু-গোষ্ঠীর ।
 পায়ুষ-অঞ্জন-রেখা—দৃষ্টির ॥
 স্বজের নবীন সেই যুবরাজ ।
 করুন পূরণ মম বাঞ্ছা আজ ॥ ২ ॥

৩। অখিলজগতি জাগ্রদ্রুদবৈদক্ষাচর্যা—
 প্রথমগুরুরুদ্রেশ্বরাম-বিশ্রামসৌধঃ ।
 অনুপমগুণরাজীরঞ্জিতাশেষবন্ধু—
 ব্রজবাবুরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষ্যাক্ষ ॥

অদ্যাপি নিখিল বিশ্বে যাহা প্রকাশিত—
 মনোহর নৃত্যগীত আদি কলাচর্য ।
 সে সব শিক্ষার যিনি আদি গুরুবর,
 (আর, উন্নত-বলের সুখ-বিশ্রাম-নিলয় ॥
 আপনার অনুপম সদগুণরাজিতে,
 সর্ব-বন্ধুজনে যিনি করেন রঞ্জিত ।

সেই ব্রজযুবরাজ সক্রমণ চিতে,
পূরণ করুন মোর হৃদয়-বাস্তিত ॥ ৩ ॥

৪। অপি মদনপর্যটকৈর্হৃৎকরং বিক্রিরোশ্মিং
যুবতিষু নিদধানো জ্বলন্তুর্ধুনেনে ।
প্রিয়সহচরবর্গপ্রাণমানাম্মুরাশি-
ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কুবীন্দ্ৰ ॥

অগণিত মদনের শুভক্ষর, নিজের
হৃৎটুল জ্বলন্তু-ধুনেনে ।
বিকার-তরঙ্গচয়, বাড়ায় যে অতিশয়,
ব্রজের যুবতীগণ-মনে ॥
প্রিয় সহচরদের, প্রাণরূপ মৎসোর,
যিনি সুখ-বিহার-সাগর,—
সেই ব্রজযুবরাজ, মোরে করুণায় আজ,
বাঞ্ছাপূর্ণ করুন সধর ॥ ৪ ॥

৫। নয়নশূণিবিনোদক্ষোভিতানঙ্গনাগো-
লম্বিতগহনরাধাচিন্তকাসারগর্ভঃ ।
প্রণয়রসমরন্দাদাদলীলা-বড়জি-
ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কুবীন্দ্ৰ ॥

কটাক্ষ-অঙ্গুশপাতে যিনি বিক্ষোভিত,
 অনঙ্গ-মাতঙ্গদ্বারা করেন মণ্ডিত,
 পরম গহন রাধা-মনসরোবর।
 রাধিকা-প্রণয়-মধুলুক্ মধুকর,—
 ব্রজবল্লভরাজ শ্রীনন্দনন্দন।
 পূরণ করুন সেবা-নাশা চিরন্তন ॥ ৫ ॥

৬। অনুপদমুদয়ন্ত্যা রাধিকাসঙ্গসিদ্ধ্যা
 স্থগিত-পৃথুরথাস্ত-দ্বন্দ্বরাগানুবন্ধঃ।
 মধুরিম-মধুদ্বারা-ধোরণীনানুদয়ান্
 ব্রজবল্লভরাজঃ কাঙ্ক্ষিতঃ মে কুম্বীক ॥

নব-নবরূপেঃসমুদিত নিরন্তর.
 শ্রীমতী রাধার সঙ্গলাভের কারণ,
 চক্রবাক্ মিথুনের রাগানুবন্ধন,—
 তাহারেও সদা যিনি করিছে ভৎসন।
 মাধুর্য্য-মধু-প্রবাহের সাগরস্বরূপ—
 ব্রজবল্লভরাজ, নন্দের নন্দন,
 পূরণ করুন এবে, হ'য়ে সাক্ষর,
 আমার মনের বত সেবা-আকিঞ্চন ॥ ৬ ॥

৭। অলবুকুটিলরাধা দৃষ্টিবারী-নিরুদ্ধ-

ত্রিজগদপরতন্ত্রোদ্যমচেতোগজেন্দ্রঃ ।

স্বপ্নমুখরবিশাখানর্গণা স্মরবন্ত্রে ।

ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতঃ মে কৃষাক্ষ ॥

ত্রিজগতে ঘাঁরে কেহ বাঁধিবারে নাহে,—এমন দুর্বীর
চিত্তহন্তী বন্ধু ঘাঁর, অশেষ প্রকারে, শ্রীমতী রাধার
কুটিল-কটাক্ষরূপ বারীর বন্ধনে,—আনন্দিত মনে ॥

নর্গ-বাক্যালাপ-স্বখে মুখরা পরম,—সখী বিশাখার
পরিহাস-কথনেতে মুখে মনোরম,—মন্দহাস্য ঘাঁর,
নন্দরাজ-সূনু সেই ব্রজযুবরাজ।

পূর্ণ করুন বাঞ্ছারাজি,—এই যাচি আজ ॥ ৭ ॥

৮। হরি রহসি মিলন্তাং সম্ভ্রম-ন্যাসভুগা-

পু্যবসি সখি তবালী-মেখলা পণ্য ভাতি ।

ইতি বিরতরহন্যোহুপেরন্ স্বপ্ন রাধাঃ

ব্রজনবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতঃ মে কৃষাক্ষ ॥

"অয়ি সখি বিশাখিকে ! নিরঞ্জে যে মেখলাটিরে,
গেঁথে তুমি সবওনে, সাজায়েছ আপন সখীরে ।
অদ্য তিনি মেঘোপরি, চপলাব মত অভ্যাচারে,

আমায় দৌরাহ্মা করি,—ভেঙ্গেছেন সেই চন্দ্রহারে ।
 দেখে এবে, ভগ্নকাপী, সহরভাবশে পরিধানে ।
 বক্রীভূতা হ'য়ে ইনি শোভিছেন তব সন্নিধানে ॥”
 প্রভাতে একপ রঙ্গে রহোলীলা-কথা প্রকাশিয়া,
 শ্রীমতীরে সলজ্জিতা করিছেন যে' স্মর-রঙ্গিয়া,
 শ্যামল সুন্দর সেই, যুবরাজ শ্রীরাধারমণ ।
 করুন বাসনা পূর্ণ, মোর প্রতি হ'য়ে প্রীত মন ॥ ৮ ॥

৯। ব্রজবনুবরাজস্যাষ্টকং তুচ্ছবুদ্ধিঃ
 কলিতবরবিলাসং বঃ প্রবত্নাদধীতে ।
 পরিজনগণনায়াং নাম তস্যানুরজ্যন্
 বিলিখতি কিল বৃন্দারণ্যরাজ্ঞীরসদ্রঃ ॥

উত্তম-বিলাস-বর্ণনময়,—ব্রজবনুবরাজের এ' অষ্টক ।
 সমৃদ্ধ মনে যতনের সনে, পঠন-নিরত সদা যে' সাধক ॥
 বৃন্দাবনরাজ্ঞী শ্রীমতী পারীর প্রণয়রসদ্র শ্রীকৃষ্ণ আপন
 পরিজন-গণে যবে করেন গণন,—
 অনুরক্ত মনে নিশ্চয়ই তখন,—
 রাখেন লিখিয়া নামটও তাঁ'র ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রী ব্রজবনুবরাজাষ্টকম্ ।



শ্রী শ্রীরাধাষ্টকম্

ॐ নমো

শ্রী বৃন্দাবনেশ্বর্যো নমঃ

- ১। দিশি দিশি রচয়ন্তোঃ সক্ষরম্বেতলক্ষ্মী-
বিলসিতধুরলীভিঃ খঞ্জরৌটস্য খেলান্ ।
হৃদয়নধুপমল্লাঃ বল্লবাবীশনুনো-
রখিলগুণগভারাং রাধিকামর্চয়ামি ॥

চারিদিকে বীর চঞ্চল নয়ন,
খঞ্জরের মত করে বিচরণ ।
বল্লবরাজ-নন্দনের যিনি,
হৃদয়-ভূঙ্গের মল্লিকারূপিনি ।
অখিল রুচির গুণের আধার,
পরম গম্ভীর প্রকৃতি বাণীর ।
সেই শ্রীরাধার রাতুল চরণ,
সম্বতনে আমি করি আরাধন ॥ ১ ॥

- ২। পিতুরিহ ব্রুবভানোরম্বারপ্রশস্তিঃ
জগতি কিল সমন্তে স্মৃৎ বিস্তারয়ন্তীন্ ।
ব্রজনৃপতিকুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
স্মরতিগি নিভকুণ্ডে রাধিকামর্চয়ামি ॥

আপন জনমে শ্রীভানুরাজার,
 বংশ গব' যিনি করিছে বিস্তার ।
 যিনি অতিশয় হ'য়ে আনন্দিত,
 জলজাত নানা পুষ্প-সুবাসিত ।
 নিজ কুণ্ডমাঝে সখীদের সনে,
 জলকেলি করান বংশীবদনে ।
 সেই শ্রীরাধার রাতুল চরণ,
 সবতনে আমি করি আরাধন ॥ ২ ॥

৩। শরদুপচিতরাকাকৌমুদীনাথকীৰ্ত্তি-
 প্রকরদমনদীক্ষাদক্ষিণেশ্বরবভ্রাম্ ।
 নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানন্দরঙ্গাং
 কলিতরুচিতরঙ্গাং রাধিকামর্চয়ামি ॥
 শরদ-রাকার কীর্ত্তি বিমল,
 দমনে হৃদক্ষ শ্রীমুখ-মণ্ডল ।
 মুহুহাসিমাখা স্তমধুর বীর,
 অনুপম নব শোভার আধার ।
 কানুর চপল অপাঙ্গ-রঙ্গ,
 সতত হাঁহার বাড়ায় অনঙ্গ ।
 লাবণ্য-তরঙ্গ-সুবমাধারিণী,
 গোবিন্দদেবের হৃদয়-হারিণী ।

সেই শ্রীরাধার রাতুল চরণ,

সবতনে আনি করি আরাধন ॥ ৩ ॥

- ৪। বিবিধকুশুম্বল্লোৎকল্লধন্মিল্লধাটী-
বিঘটিতমদবৃগৎকেকিপিষ্টপ্রশস্তিন্ ।
নধুরিপুণ্ড্রবিম্বোৎগীর্গতানুল্লাগ-
ক্ষুরদমলকপোলাং রাধিকামর্চয়ামি ॥

কুশুম্বল্লোৎকল্লধন্মিল্লধাটী,

কেকির কলাপ-গর্ভ করে নাশ ।

শ্রীনধুরিপুণ্ড্র বিঘাধরের,

স্থলিত সুগন্ধি দিব্য তানুল্লের ।

রক্তিমায় বঁার সুরঞ্জিত হয়,

অমল-কোমল-রম্য গুণদ্বয় ।

সেই শ্রীরাধার রাতুল চরণ,

সবতনে আনি করি আরাধন ॥ ৪ ॥

- ৫। অমলিনললিতান্তঃস্নেহসিন্ধান্তরঙ্গা-
মখিলবিধবিশাখানখ্যবিখ্যাতশীলান্ ।
ক্ষুরদমলভিমনর্ঘ্যপ্রমণাণিক্যপেটীং
ধৃতনধুরবিনোদাং রাধিকামর্চয়ামি ॥

ললিতাদেবীর চির অমলিন
 স্নেহে অভিষিক্তা যিনি চিরদিন।
 প্রাণ-প্রিয় সখী নিশাখার সনে,
 অশেষ সুসখ্যভাবের কারণে।
 অতুল মধুর স্রাব দাঁহার,
 পেয়েছে জগতে খেয়াতি অপার।
 কানুর অনুলা প্রেম-মাণিকোর,
 সম্পূটিকা যিনি মহা যতনের,
 মাধুর্য্য-বিনোদা সে' রাধাচরণ,
 সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ৫ ॥

স্বাক্ষরিত - ব্রজব্রত,
 পরমর্ষি, কবী
 বারানসী-৫

৬। অতুলমহসি বৃন্দারণ্যরাজ্যেহভিষিক্তাং
 নিখিলসময়ভূতঃ কার্তিকস্যাধিদেবীম্ ।
 অপরিমিতমুকুন্দপ্রেমসীবৃন্দমুখ্যাং
 জগদঘরকোটিং রাধিকামর্চয়ামি ॥

অতুল-প্রভাব দিবা বৃন্দাবনে,
 অভিষিক্তা যিনি রাজসিংহাসনে।
 সর্বকালাদৌষ যে' কার্তিকমাস,
 (তার) অধিদেবীরূপে দাঁহার প্রকাশ।

মুকুন্দ-প্রিয়সী-কুল-মুখা। যিনি,
কীর্তি,—নিখিল পাপ-বিনাশিনী।
কৃপাময়ী সেই শ্রীরাধাচরণ,
সবতনে আমি করি আরাধন ॥ ৬ ॥

৭। হরিপদনখকোটীপৃষ্ঠপর্যন্তসীমা-
তটনপি কলয়ন্তীঃ প্রাণকোটেরভীষ্টাম্।
প্রমুদিতমদিরাঙ্কুরন্দবৈদধ্যদাঙ্কা-
গুরুমতিগুরুকীর্তিঃ রাধিকামর্চয়ামি ॥

হরিপদ-নখ প্রান্তটিকে যিনি,—
কোটী প্রাণভীষ্ট-বোধে গরবিনী।
মদির-নয়না যত গোপিকার,
গুরু যিনি ষাঙ্ক চাহুর্ঘ্য শিঙ্কার।
(সেই) গুরু কীর্তিময়ী শ্রীরাধা-চরণ,
সবতনে আমি করি আরাধন ॥ ৭ ॥

৮। অমলকনকপট্টোদ্ব্যম্বকাস্মীরগৌরীঃ
মধুরিমলহরীভিঃ সম্প্রিতাঃ কিশোরীম্।
হরিভূজপরিরন্ধাঃ লব্ধরোমাঞ্চপালিঃ
স্বরূপরূপছকূলাঃ রাধিকামর্চয়ামি ॥

হেম-পটে পিন্ট কুঙ্কুমবরণা,
 গোরাঙ্গী তরুণ-অরুণ বসনা।
 হরি-ভুজ-বন্ধনে পুলকধারিণী,
 সর্বাস্থে মাধুরী লহরীশালিনী।
 কিশোরী রাধার রাভুল চরণ,
 সযতনে আমি করি আরাধন ॥ ৮ ॥

- ৯। তদমলমধুরিমাং কামমাধাররূপং
 পরিপঠতি বরিত্তং স্মৃষ্টু রাধাকটকং যঃ।
 অহিমকিরণপুত্রীকূলকল্যাণচন্দ্রঃ
 স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টিস্তনোতি ॥
 গোবিন্দানন্দিনো শ্রীমতী রাধার,
 অতি নিরমল মাধুরী আধার,—
 এ' উত্তম স্তুতি নিয়ত যতনে,
 স্মৃষ্টু পাঠে রত হয় যে স্মজনে।
 কৃষ্ণা-কূলচারী বৃন্দাবন-চন্দ্র,
 তাঁহার মানস-অভীষ্টবৃন্দ।
 করেন সস্বর অবশ্য পূরণ,
 পরম সন্তোষ-লাভের কারণ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধাকটকম্।



শ্রীশ্রীগান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকায়ৈ নমঃ

- ১। বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে
 মত্তদ্বিপপ্রবর-কৌতুকবিভ্রমেণ ।
 সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ-
 দ্বন্দ্বং বিবেহি ময়ি দেবি কৃপাং প্রসীদ ॥
 বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে মদ-মত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
 বিহরিছ দুইজনে নিত্য নব কৌতুকলীলায় ।
 অয়ি দেবি! কৃপাবশে মোর প্রতি স্তম্ভপ্রসন্না হ'য়ে,
 দেখাওগো একবার, তোমাদের মুখ-পদ্মদ্বয়ে ॥ ১ ॥
- ২। হা দেবি কাকুভরগদগদয়াদ্য বাচা,
 বাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্তিঃ ।
 অন্য প্রসাদমবুধন্য জনস্য কৃত্বা,
 গান্ধর্বিকে নিজগণে গণনাং বিবেহি ॥
 অয়ি দেবি গান্ধর্বিকে! অতিশয় নৃত এই জনে.
 দণ্ডবৎ ভূমে পড়ি, কাকুভরে গদগদবচনে ।
 তব শ্রীচরণে নিতি, করিতেছে একান্ত কামনা.
 প্রসন্না হইয়া ত্যারে নিজগণে করগো গণনা ॥ ২ ॥

৩। শ্যামে রমারমণ-সুন্দরতাবরিষ্ঠ-

সৌন্দর্য্যমোহিত-সমস্তজগজ্জনস্যা ।

শ্যামস্যা বামভুজবন্ধতনুঃ কদাহঃ

দ্বামিন্দ্রাবিরলরূপভরাং ভজামি ?

রমা-রমণের চেয়ে সমধিক রূপ-সুধমায়,

সমুদয় জগজনে, করেন মোহিত শ্যামরায় ।

তারই বামভাগে, প্রেমে বামভুজে দৃঢ় আলিঙ্গিতা,

রমাধিকা রূপবতী, হে রাধিকে ! আছ বিরাজিতা,-

অয়ি শ্যামে ! এইরূপ যুগল-মুরতি মনোহর,

কবে আমি প্রীতিভরে, করিব ভজনা নিরন্তর ? ৩ ॥

৪। ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদ্রিচ্ছবিনা পিধায়

মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি ।

কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে ।

নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ?

নীলান্বরী পরাইয়া সুনবীন মেঘের মতন,

মুখর মঞ্জীর ছুটি, পদ হ'তে করি' উন্মোচন ।

অলক্ষিতে সবাকার, স্নগভীর নিশিথ সময়,

কাননে যে কুঞ্জালয়ে বিরাজিছে ব্রজেন্দ্র-তনয়,—

হৃষ্ট-চিত্তা তোমা ল'য়ে ক'রাব সেধায় অভিসার,
ওগো দেবি ! হেন ভাগা কবে বল হইবে আমার ? ৪৮

৫। কুঞ্জে প্রসূনকুলকল্লিতকেলিতল্লে
সংবিক্টরোমধুরনম্রবিলাসভাজোঃ ।
লোকত্রয়াভরণৌশচরণান্বুজানি
সদ্বাহয়িব্যতি কদা যুবরোজ্জনোহরন্ ?

অগ্নি দেবি ! পুষ্প-বিরচিত কুঞ্জ-বিহার-শয্যায়,
মগন হইবে যবে, মধু-নম্র-বিলাস-লীলায় ।
ত্রিভুবন-বিভূষণ তোমাদের কমল-চরণ,
অযোগ্যা এ' দীনা দাসী, পরানন্দে ডুবিয়া তখন ।
সযতনে গৃহ গৃহ সদ্বাহন করিবে গো কবে ?
এমন সৌভাগ্য তা'র, কতদিনে সমুদিত হ'বে ? ৫১

৬। ত্বংকুণ্ডরোধসি বিলাসপরিঞ্জমেণ
দেদান্মুচুম্বদনান্মুরুহপ্রিরৌ বাম্ ।
ব্রন্দাবনেশ্বরী কদা তরুনুলভাজো
সংবীজয়ানি চমরীচয়চামরেণ ?

অগ্নি ব্রন্দাবনেশ্বরী ! মনোহর কুণ্ডতীরে তব,
বিলাস-জনিত শ্রান্তি উভয়েই করি' অনুভব ।

বসিলে তরুর নূলে, ঘর্মজল-শোভিত আননে,
কবে করিব চামর-সেবা, অতিশয় আনন্দিত মনে ॥ ৬ ॥

৭। লীনাং নিকুঞ্জকুহরে ভবতীং মুকুন্দে
চিত্রেব সূচিতবতী রুচিরাক্ষি নাহম্ ।
ভুগাং ভ্রবং ন রচয়েতি স্মবারুণাং ত্বা-
মগ্রে ব্রজেন্দ্রতনয়শ্চ কদানুনেষ্যে ?

অগ্নি হুলোচনে রাখে ! কোন কালে লীলা-রঙ্গভরে,
লুকায়িতা হ'লে তুমি, অলক্ষিত নিকুঞ্জ-ভিতরে ।
কোনরূপে জেনে সেথা, শ্রীমুকুন্দ করিলে গমন,
দিবে মোরে অনুযোগ, সন্দেহের বশে গো যখন ।
তোমার সম্মুখে আগি, কহিব গো বিনয়-বচনে,
মাধবেরে চিত্রাসখী জানায়েছে ইন্দ্রিত-সূচনে ।
অতএব আর ভূমি করিওনা ভ্র-ভঙ্গী রচন,—
নিথ্যা-রোষবতী তোমা' কবে আগি সাধিব এমন ? ৭ ॥

৮। বাগ্‌যুদ্ধকেলিকুতুকে ব্রজরাজনুঃ
জিহ্বোন্মদামধিকদর্পবিকাসিজন্মাম্ ।
কুপ্লাভিরালিভিরনল্পগুদার্যমাণ-
স্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে ?

পরাজি' ভ্রজেদ্রস্থতে, বাগ্‌যুদ্ধ-চারু-কেলি-রঙ্গে
 হরষ-বিহ্বলা তুমি, বাড়াবে গো বচন-তরঙ্গে,—
 তখন উল্লাসবতী হাসামুখী তব আলোগণ
 করিয়া অধিকরূপে, দর্পণয় বাক্য-উচ্চারণ,—
 'জয় রাধে! জয় রাধে!' স্তুতি-গাথা করিবে কীর্তন,
 উচ্চরোলভরে সবে, করতালি দিবে ঘনঘন ।
 হেন ইকলীলাকালে, আমি তব পাব কি দর্শন ?
 দাসীর কখনো দেবি! মিলিবে কি সৌভাগ্য এমন ? ৮।

৯। যঃ কোহপি স্তুত্ব বৃষভানুকুমারিকারাঃ
 সম্প্রার্থনাক্ষকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ ।
 সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃতপ্রমোদা
 তত্র প্রসাদলহরীমুররীকরোতি ॥

বৃষভানুকুমারীর সংপ্রার্থনাক্ষক,
 হইয়া শরণাগত যে পড়ে সমাক,—
 শ্রীরাধিকা, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সনে,
 হ'য়ে সন্মিলিতা অতি আনন্দিত মনে,
 বিস্তার করেন তাঁ'য়, প্রসাদ-লহরী ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীগান্ধর্বাসংপ্রার্থনাক্ষকম্ ।



শ্রী শ্রীরাধামাধবরোনার্ণামগুণাষ্টকম্

— ১৫৪ —

শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

- ১। রাধামাধবরোরেতদ্বন্দ্যে নামগুণাষ্টকম্ ।
রাধাদামোদরৌ পূর্বঃ রাধিকামাধবৌ ততঃ ॥

অতি মনোহর, রাধা-দামোদর, (১)

মধুর যুগল-নাম ।

শ্রীরাধা-মাধব (২) নাম-মহোৎসব,

ভক্তজন-প্রাণারাম ॥ ১ ॥

- ২। রবভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ ।
গোবিন্দস্য প্রিয়সখী গান্ধর্বী বান্ধবন্তথা ॥

রবভানুকুমারিকা, গোপেন্দ্রনন্দন । (৩)

এই নাম ভক্ত-কণ্ঠে রাজে অনুরূপ ॥

গোবিন্দের প্রিয়সখী, গান্ধর্বী-বান্ধব,— (৪)

এ' যুগল-নাম ভক্তের পরাণ-বল্লভ ॥ ২ ॥

- ৩। নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোরজনশেখরৌ ।
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভাধিকাধিরৌ ॥

(৬২)

তুবনালী

নিকুঞ্জ-নাগরী আর নিকুঞ্জ-নাগর । (৫)

এই নামে রসিকের প্রীতি নিরন্তর ॥

গোষ্ঠিকিশোরিকা-কুল-শিরোভূষা-ধন ।

লজবাসী বৃবাদের মন্তক-ভূষণ ॥ (৬)

বৃন্দাবন-অধীশ্বরী,—বৃন্দাবনেশ্বর । (৭)

এ' সকল নামে ভক্ত, প্রফুল্ল-অন্তর ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভ আর,—রাধিকার প্রিয় । (৮)

যুগ্মনামে ভক্ত-চিত্তে উথলে অগ্নি ॥

শ্রীরাধা-নাথর,— নান-মহোৎসব,

মধু হাতে স্নানধর ।

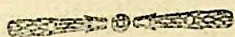
ওরে মন মন ! তিরাসে পরন,

পান কর, সুপ্রচুর ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধানাথবরোনার্ণমযুগার্ককম্ ।



শ্রী শ্রী ব্রজললিতা নন্দন চরিত্র



শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভরতঃ

- ১। অতুর্বিধবিদগ্ধতাম্পন্নবিদগ্ধবেশপ্রিয়ো—
 ব্রজমন্দশিখিকঙ্করা—কনকনিন্দিবাসস্থিষোঃ।
 স্মুরংপুরটাকৈতকীকুহুমবিভ্রমাত্রপ্রভা—
 নিভাগমহমোর্ভজে ব্রজনবীনযুনোর্বুগম্ ॥

বিদগ্ধতা-সম্পদের আশ্রয় পরম, বাঁহারা ছুঁজন,
 অতি সুশোভন।

বেশ-ভূমা-শোভাদ্বারা সর্ববিমোহন ॥
 পরিধানে ছুঁজনের নীল-পীতাম্বর,—
 বিচিত্র সুন্দর।

একটি—কলাপী-কণ্ঠ জিনি' মনোহর,
 কনক-নিন্দিত, দীপ্ত-বসন অপর,
 কিবা সুসমা-আকর!

একজনা কুল হেম-কৈতকী-বরণা,
 —গৌরী নিরুপমা।

নবীন জলদ-কান্তিধারী অমৃজন,
 —মানস-মোহন ॥

ভ্রজের শোভন নব কিশোর-কিশোরী,
একটি শ্যামলছাতি, অপরা সুরগোরী,—
হেন রাধা-গোবিন্দের যুগল-মুরতি,
কবে ভজনের তরে, হবে মোর রতি ? ১ ॥

২। সগন্ধবিধুনাধুরীবিধুরতাবিধানোদ্ধুরৈ-
ন'বাস্করুহরম্যতামদবিড়ম্বনারস্তিভিঃ ।
বিলিম্পাদিব বর্ণকাবলিনহোদরৈর্দিকৃতটী-
মুখছাতিভরৈর্ভজে ভ্রজনবীনযুনোয়ুগম্ ॥

প্রকল্প কমল আর পূর্ণ শশধর,
মদ-বিড়ম্বন মুখ-কান্তিতে সুন্দর ।
কস্তুরী-কুঙ্কুম-আদি অনুলেপ সম,
দশদিক্ যে দু'জনে রঞ্জে' মনোরম ।
ভ্রজের নবীন সেই কিশোরী-কিশোর,
কবে বা ভজিব হ'য়ে সেবা-রসে ভোর ? ২ ॥

৩। বিলাসকলহোদ্ধতিস্থলদমন্দসিন্দূরভা-
গধর্বনদনাসুশপ্রকরবিভ্রমৈরঙ্কিতম্ ।
মদোদ্ধুরমিবেভয়োগিগুণমুল্লসদ্বল্লরী-
গৃহোৎসবরতং ভজে ভ্রজনবানযুনোয়ুগম্ ॥

বিলাস-কলহে, উদ্ধতাবশে স্থলিত সিন্দূর-দ্বারা ।
 হৃন্দরূপে, সারা কলেবরে, বিভূষিত হ'ন যাঁরা ॥
 প্রবল-বিক্রম-মন্মথরাজের, অক্ষুশপাতের মত ।
 শোভিছে ঘাঁদের, সকল শরীরে, অসংখ্য নখদ্রুত ॥
 মদ-প্রমত্ত, মাতঙ্গ-মিথুন, সম যাঁরা নিরন্তর ।
 বল্লরী-গৃহে শৃঙ্গার-উৎসবে, অনুরক্ত-অন্তর ॥
 ব্রজের নবীন, কিশোরী-কিশোর, সেই শ্রীরাধিকা-শ্যামে ।
 কবে অশ্রুজলে, প্রাণ-পুষ্পদলে ভজিব গো ব্রজধামে ? ৩ ॥

৪। ঘনপ্রাণনিবার প্রসরলকপ্তে মনো-

হৃদস্য পরিবাহিতামনুসরন্তিরশ্রৈঃ প্লুতম্ ।
 ক্ষুরন্তনুরুহাঙ্কুরৈর্নবকদম্বজৃন্তশ্রিয়ং
 ব্রজভদ্রনিশং ভজে ব্রজনবীনযুবনৌগম্ ॥

ঘাঁদের নিবিড়, প্রেম-প্রস্রবণ,
 অতিশয়রূপে, প্রসার কারণ,
 চিত্তরূপ হৃদ-প্রবাহানুগত,
 আনন্দের অশ্রু, রাশিদ্বারা প্লুত,
 শ্রীঅঙ্গে উদ্ভিত, রোমাঞ্চনিচয়,—
 ফুল নবনীপ, সম শোভাময়,—
 সেই বরজের নবীন যুগলে,
 করিব ভজনা নয়নেরি জলে ॥ ৪ ॥

৫। অনঙ্গরণবিভ্রমে কিমপি বিভ্রদাচার্য্যকং
 মিথশ্চলদৃগঞ্চলদ্র্যুতিশলাকয়া কীলিতম্ ।
 জগত্যতুলধর্ম্মভিমধূরনশ্চভিস্তবতো—
 মিথো বিজয়িতাং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্থুগম্ ॥

অনঙ্গ-সমর-বিলাসে ঘাঁহারি,
 নিকুঞ্জে মনোহর,
 একে অপরের আচার্য্য-স্বরূপ,
 হইয়া পরস্পর,
 চঞ্চল-দৃগ্-দ্র্যুতি-শলাকায়,
 সদা সুবিন্দু সুন্দর ।
 জগতে অতুল ধরম-আম্পাদ—
 (নর্ম) বাক্য-বিলাসদ্বারা,
 পরস্পর দোঁহে, একই সমান,
 বিজয় লভিছে বঁারা,
 প্রেম-লীলা-রসে নিয়ত বিভোর,
 সে' ব্রজ-নবীন-দ্বয়ে,
 ভজনের ভরে, কাঁদে মোর মন,
 পৌরিত্তি-কুহুমচয়ে ॥ ৫ ॥

৬। অদৃষ্টচরচাতুরীচলচরিত্র-চিত্রায়িতৈঃ

সহ প্রণমিভিজ্ঞৈর্বিহরমানয়োঃ কাননে ।

পরস্পরমনোমুগং শ্রবণচারুণা চর্চরী-

চয়েন রজয়ন্তজে ব্রজবীনযুনোযুগম্ ॥

অদৃষ্ট; অশ্রুত, বিলাস-চাতুরীতে,

যাঁরা সুবিস্মিত, করে সর্ব-চিত্তে,

এমন বিচিত্রা, অনুরাগবতী,

ললিতাদি প্রিয়সখীর সংহতি,

যেই দুইজনে, পুলকিত মনে,

করিছে বিহার, বৃন্দা-কাননে,

চারু-‘চরচরী’-বাঞ্চে পরস্পর,

মনোমুগে যাঁরা রঞ্জনে তৎপর,

সেই নবযুবা, নবীনা যুবতী,

শ্যামসুন্দর, সুন্দরী শ্রীমতী,—

এহেন মোহন নবীন যুগলে,

কবে বা ভজিব নয়নেরি জলে ? ৬ ॥

৭। মরন্দভরমন্দির-প্রতিনবারবিন্দাবলী-

সুগন্ধিনি বিহাররোজলবিহারবিস্মৃজ্জিতৈঃ ।

তপে সরসি বল্লভে সলিলবাঞ্চবিঘ্নাবিধৌ

বিদগ্ধভুজয়োর্ভজে ব্রজবীনযুনোযুগম্ ॥

নিদাঘ-সময়ে, মকরন্দপূর,
নব-অরবিন্দরাজির প্রচুর,—
সুগন্ধি-শীতল, রাধা-কুণ্ড-জলে,
বিহার-নিরত, ঘাঁরা কুতূহলে ।

উদ্দাম-ক্রীড়ায় বঁাদের গলার,
হইলে ছিন্ন, মুকুতার হার,—
মালাহীন কণ্ঠে, ঘাঁরা দুইজন,
ভুজযুগে, জলবাদ্যপরায়ণ,
এমন বিদগ্ধ, কিশোরী-কিশোরে,
কবে বা ভজিব লোচনেরি লোরে ? ৭ ।

৮। সুবাবিজয়কাশিভিঃ প্রথিত-চাতুরীরাশিভি-
গ্ৰহস্য হরণং হঠাৎ প্রকটয়ন্তিরুচ্চৈর্গিরা ।
তদক্ষকলিদক্ষয়োঃ কলিতপক্ষয়োঃ সাক্ষিভিঃ
কুলৈঃ স্বপ্নহৃদাং ভজে ব্রজনবীনযুনোযুগ্ম ॥

কণ্ঠ-হার কভু পগরূপে রাখি' পাশক-ক্রীড়ন আরম্ভ হ'লে,
রাধাসুন্দরীর পক্ষ হ'য়ে যবে, পরম চতুরা আলির দলে,—
“বিজয়িনী রাই, এ' মালা তাঁহারি”,-এরূপ নিখা ঘোষণারতা,
শ্যামের পক্ষেও মধুমঙ্গলাদি, গাহিয়া উচ্ছে বিজয়-কথা,—

গরবিত-মনে করিছে হরণ, প্যারীর সূচার মুকুতা-হার;
সেই অঙ্ক-কলি-দক্ষ ভ্রজের নবীন, গোবিন্দ আর গান্ধর্ববার,
মধুর যুগল কিশোর-মুরতি, ভজনের তরে আমার মনে,
কবে বা জাগিবে আকুল কামনা, কাদাবে সতত সঙ্গোপনে ॥৮॥

৯। ইদং বলিততুষ্কয়ঃ পরিপাঠন্তি পদ্মাষ্টকং
দ্বয়োগুণবিকাশি যে ব্রজবীনযুবনোজনাঃ ।
মুহূৰ্ণবনবোধয়াং প্রণয়মাধুরীমেতরো-
রবাণ্য নিবসন্তি তে পদসরোজযুগ্মাঙ্স্তিকে ॥

ভ্রজের নবীনা যুবতী রাধিকা ।
কৃষ্ণ-মনোরমা, প্রাণের অধিকা ॥
নব যুবরাজ রসিকশেখর ।
রাধা-প্রাণেশ্বর, শ্যাম বংশীধর ॥
সে' দুই জনার, গুণ-বিকাশক ।
অতি রসময় এই পদ্মাষ্টক ॥
নিরন্ত যেজন পঠন-মননে ।
সম্ভূত হৃদয়ে সশ্রদ্ধ-যতনে ॥
নিতা নবোদিত চমৎকারিণী ।
প্রণয়-মাধুরী, আশ্বাদিয়া তিনি ॥
রহিয়া চরমে, পাদপদ্ম-প্রান্তে ।
সেবিবে একান্তে, যুগল কান্তে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রী ব্রজবীনযুবদন্দাষ্টকম্ ।

১। কোণেনাক্ষঃ পৃথুৰুচি মিথোহারিণা লিহ্যমানা-
 বৈকৈকেন প্রচুরপুলকেনোপগৃঢ়ো ভুজেন ।
 গৌরীশ্যামো বসনযুগলং শ্যামগৌরং বসানো
 রাধাকৃষ্ণৌ স্মরবিলসিতোদাগভৃক্ষৌ স্মরাগ্নি ॥

প্রচুর কান্তি বিস্তারকারী, পরমরুচির নয়ন-কোণে,
 পরস্পর ঘাঁরা, একে অপরের, হেরিছেন শোভা প্রীতির সনে,
 রোমাঞ্চনিকরমণ্ডিত দৌহার, আপন আপন ভুজের দ্বারা ।
 একে অন্যেরে করি' আলিঙ্গন, হর্ষমোদে ঘাঁরা, আত্মহারা ॥
 শ্যাম-গৌরবর্ণ বসনযুগল, শোভন স্ত্রীঅঙ্গে ধারণকারী ।
 একে হেম-গৌরী, অপরটি শ্যাম,—নবীন-নীরদ-কান্তিধারী ॥
 মদনবিলাসে সদা তৃপ্তাকুল, সেই রাধাকৃষ্ণ দুই জনে ।
 করিবারে ধ্যান, চাহে মোর প্রাণ, সতত রহিয়া বৃন্দাবনে ॥১॥

অথবা—

সোহাগ-দীপ্ত আড়নয়ানে, পরস্পরের রূপপানে,—
 পুলকভরা ভুজের দ্বারা, একে আরে বেঁধেছে ঘাঁরা;
 গৌরী-তনু শ্যামবরণে, শ্যামাঙ্গ শোভে গৌরবসনে,
 স্মর-বিলাসে পরমতৃপ্ত, স্মরি আনি সেই রাধাকৃষ্ণ ॥ ১ ॥

অথ ত্রীলনিতোভতোটিকাষ্টকম্

—:—৩৩৩—:—

- ১। নয়নেরিত-মানসভূবিশিখঃ
 শিরসি প্রচলপ্রচলাকশিখঃ ।
 মুরলীধ্বনিভিঃ সুরভীস্বরয়ন্য
 পশুপীবিরহব্যসনং তিরয়ন ॥
- ২। পরিতো জননীপরিতোষকরঃ
 সখি । লম্পটয়ন্নখিলং ভুবনম্ ।
 তরুণীহৃদয়ং করুণী বিদধ-
 তুরলং সরলে । করলম্বিগুণঃ ॥
- ৩। দিবসোপরমে পরমোল্লসিতঃ
 কলশস্তনি । হে বিলসন্ধনিতঃ ।
 অতসীকুসুমং বিহসন্মহসা
 হরিণীকুলমাকুলয়ন সহসা ॥
- ৪। প্রণরিপ্রবণঃ স্তভগশ্রবণ-
 প্রচলন্যকরঃ সসখিপ্রকরঃ ।
 মদয়ন্নমরীভর্ময়ন ভ্রমরী-
 র্মিলিতঃ কতিভিঃ শিখিনাং ততিভিঃ ॥

৫। অরমুজ্জলয়ন্ ব্রজভূসরণীং
 রময়ন্ ক্রমণৈয়ু'হুভিধ'রণীম্ ।
 অজিরে মিলিতঃ কলিতপ্রমদে
 হরিরুদ্বিজসে তদপি প্রমদে ॥

হে সখি ! সরলে ! কলশস্ত্রনি !
 ঐ দেখ প্রমদে ! রাধিকে ! ধনি !
 কটাক্ষ-বিলাসে যুবতীগণে,
 করি' সুবিক্র, কামশর-ক্ষেপণে,
 চঞ্চল শিখি-পুচ্ছ শোভিত শিরে,
 বাজায়ে মোহন মুরলী ধীরে,—
 দ্রুত পরিচালনে, ধেনুগণে,
 হরি,— হরিছে পশুপী-বিরহ-বেদনে ॥

সর্বপ্রকারে, যিনি জননীরে,
 করেন ভুক্ত, ব্যবহারে শীলে ।
 বেয়াকুল করি' বিশ্ব সমুদয়,—
 কৃপালু স্বরূপে, তরুণীহৃদয়,
 চঞ্চল করিছে, যিনি অনিরাম,
 (পশু) বন্ধ-রজ্জু বঁধ, করে লব্ধমান ॥

যিনি দিবা-অবসানে, মহা-উল্লসিত প্রাণে,
 মন্দহাস্য করিয়া বিস্তার ।
 অতুলন কাস্তিভরে, অতসী কুসুমবরে,
 অবজায় করি' তিরস্কার ॥
 সহসা হরিণীকুল, করেন হুবেয়াকুল,
 শুনাইয়া বাঁশরী-সঙ্গীত ।
 শ্রুতিযুগে চঞ্চল, দিব্য মকর-কুণ্ডল,
 শোভিতেছে য়ার স্থললিত ॥
 প্রণয়ি-প্রবণ, বাঁহার অন্তর ।
 বিরাজেন যিনি সঙ্গে সহচর ॥
 অমরী-নিকরে, মদ-বিহ্বল ।
 ভগরী-নিচয়ে, করি' চঞ্চল ॥
 কতিপয় শিশি-শ্রেণীর সহিত ।
 মহানন্দে যিনি, হইয়ে মিলিত ॥
 ভ্রজের সরণি, করিয়া উজ্জল ।
 মৃদু পদ-পাতে, রমিছে ভূতল ॥
 এই সেই হরি, আনন্দময়,—
 প্রাঙ্গণে তোমারি, হ'লেন উদয় ॥
 উদ্বিগ্না ওপাপি তুমি গো কেন ?
 নারি বুঝিবারে ব্যাভার হেন !! ১-৫ ॥

৬। বদ না পুরুষঃ হৃদয়ে ন রুধঃ

রচয় ত্বমতশ্চল বিভ্রমতঃ।

উদিতো মিহিকাকিরণে ন হি কা

রভসাদয়ি তং ভজতে দয়িতম্ ?

পুরুষ-বচন বোলোনা বোলোনা।

হৃদয়ে কোরোনা রোবের রচনা ॥

আসিয়াছে কাছে, গুণনিধি হরি।

বিলাসের তরে চলগো কিশোরি !

উদিত হইলে বিধু সুনীতল।

হৃদয়-আবেগে হইয়ে বিভল ॥

কোন রমণী বা, না ভজে দয়িতে।

কে শুনেছে কোথা, এমন চরিতে ? ৬ ॥

৭। কলয় ত্বরয়া বিলদংসিচয়ঃ

প্রসরত্যভিতো যুবতীনিচয়ঃ।

নিদধাতি হরিন'গনং সরণৌ,

তব বিক্লিপ সপ্রগলং চরণৌ ॥

দেখগো, মনোজ্ঞ-বসনধারিণী।

ভজের যতেক যুবতী কানিনী ॥

হরষিত প্রাণে হয় অগ্রসর ।

হরির চৌদিকে স্বরায় সুন্দর ॥

কিন্তু শ্রীহরি যে, তব পথ-পানে ।

আছেন চাহিয়া ভূষিত-নয়ানে ॥

অতএব সখি ! প্রীতি-সহকারে ।

ঢালাও চরণ,—ভেটিতে তাঁহারে ॥ ৭ ॥

৮। ইতি তানুপনিশ্য তদা স্বসখীঃ

ললিতা কিল মানিতয়া বিগুখায় ॥

অনয়ং প্রসভাদিব যঃ জবতঃ

কুর্তাং স হরির্ভবিকং ভবতঃ ॥

শ্রীললিতা শশিমুখী, মানহেতু বিমুখী,

নিজসখী শ্রীমতী রাধারে ।

দান করি' সনিশেষ, এইরূপ উপদেশ,

অন্যশেষে বল-সহকারে ॥

‘আনি’ রাইরে সন্ধরে, যার পাশে প্রেমভরে,

सम्पादित। गिलन गधुप्र ।

সেই হরি আপনার, পরমমঙ্গল-সার,

निधान करुन सुप्रचुर ॥ ८ ॥

ইতি শ্রীমলিতোত্তোৎকাম্ভকম্ ।



অথ শ্রীললিতাষ্টকম্

ॐ নমঃ

শ্রীললিতায়ৈ নমঃ

১। রাধামুকুন্দপদসম্ভব-ঘর্মবিন্দু-

নির্মল্লেনোপকরণীকৃতদেহলক্ষ্যম্ ।

উভুঙ্গসৌহৃদবিশেষবশাৎ প্রগল্ভাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥

(শ্রী) রাধা-মুকুন্দের চরণে সজ্জাত, ঘর্ম-বিন্দুচয় ।

মুছিব্যার তরে নিযতই ঘাঁর, (লক্ষ) তনু নিযুক্ত রয় ॥

নদীয়তা-মাখা, অতি উন্নত, প্রগাঢ় পৌরিত্তি-রসে ।

পরিপূর্ণ ঘাঁর, অবশ হৃদয়, পরম আনন্দবশে ॥

(সেই) অতি প্রগল্ভা, গুণে মনোহরা, সুললিতা ললিতার ।

চরণ-কমলে, জানার এ' দামী, অশেষ নমস্কার ॥ ১ ॥

২। রাকাসুখাকিরণমণ্ডলকাশ্চিদপ্তি-

তুণ্ডশ্রিয়ং চকিতচারুচয়ুরুনেত্র্যম্ ।

রাধাপ্রসাদববিধানকলাপ্রসিদ্ধাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥

বদন-সুখমা ঘাঁর,—

রাকা-মণ্ডল-সুখা-কান্তিরে,

নিয়ত করিছে তিরস্কার ।

চম্পক-মৃগের নয়নেরি মতো,

ঘাঁহার লোচনদ্বয়,—

অতি চঞ্চল শোভায় ॥

রাধা-প্রসাধন-কলা-বিরচনে,

প্রতিষ্ঠাশালিনী যিনি ভজবনে,

নারাজনোচিত, অতি স্থললিত,

অশেষ সদৃশাধার,—

সেই রাধা-সখী ললিতার,—

চরণ-কমলে জানায় এ' দাসী, অশেষ নমস্কার ॥ ২ ॥

৩। লাস্যোল্লসদ্ভুজগশত্রুপতত্রচিত্র—

পট্টাং শুকাভরণকঞ্চলিকাক্ষিতাঙ্গীম্ ।

গোরোচনারুচি-বিগর্হণগৌরিমাণং

দেবীং গুণৈঃ স্থললিতাং ললিতাং নমামি ॥

নৃত্য-রত উল্লসিত, শিখিপাঞ্জ সম,

বিচিত্র রেশমী বাস ঘাঁর মনোরম ।

নানাবিধ আভরণে, কঞ্চলিকায়,

বিভূষিতা হ'ন যিনি, অপূর্ব্ব শোভায় ।

বাহার অঙ্গের দীপ্ত স্নগৌরবরণ,—

গোরোচনা-কাস্তিরেও করিছে গর্হণ ।

সেই রূপ-গুণে স্থললিতা, দেবী ললিতার ।

রাতুল-চরণে মোর কোটি নমস্কার ॥ ৩ ॥

৪। ধূর্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু স্তম্ভ বাম্যং

মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি ! লাঘবায় ।

রাধে ! গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্করন্তীং

দেবীং গুণৈঃ স্থললিতাং ললিতাং নমানি ॥

“কলঙ্কিনি অরি রাধে ! শোনো মোর কল্যাণ বচন,—

ব্রজেন্দ্র-তনয়-ধূর্তে, কোরোনা ঔদার্য প্রদর্শন ।

অতিশয় বাম্যভাবই, তাঁ’র প্রতি কোরোগে বিস্তার,

দাক্ষিণ্য-প্রকাশে তুমি, সাধু কভু না রাগিও আর ॥”

শ্রীমতীরে এইরূপে, শিক্ষা যিনি করেন প্রদান,—

(সেই) গুণ-শীলে স্থললিতা, ললিতার চরণে প্রণাম ॥ ৪ ॥

৫। রাধামতি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন

কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীন্ ।

বাগ্ ভগ্নিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জরন্তীং

দেবীং গুণৈঃ স্থললিতাং ললিতাং নমানি ॥

শ্রীরাধা(র)-প্রতি মাধবের কিছু কূটভাব-প্রদর্শন,
 হেরিয়া ক্রোধের ভরে হ'য়ে যিনি লোহিত-লোচন,—
 “সরল, সুসত্যবাদী, তুমি বটে শুদ্ধ প্রীতিমান্”—
 ইত্যাকার বাগ্‌ভঙ্গিতে, গোবিন্দেরে করে লজ্জাদান,
 সেই সুললিত-গুণালয়া, রাধা-প্রিয়সখী ললিতার,
 রাহুল চরণভলে দাসিকার প্রণতি অপার ॥ ৫ ॥

৬। বাৎসল্যবৃন্দবসতিঃ পশুপালরাজ্যঃ
 সখ্যানুশিক্ষণকলাস্ত গুরুং সখীনাম্ ।
 রাধাবলাবরজজীবিতনিবিশেষাঃ
 দেবীঃ গুণৈঃ সুললিতাঃ ললিতাঃ নমামি ॥

পশুপাল-রাজ্যী, মাতা বশোদার,
 যিনি অতুলন বাৎসল্য-আধার;
 সখীর সমাজে নিরন্তর যিনি,
 সখা-কলা-শিক্ষা-প্রদানকারিণী,—
 গান্ধবিকা আর বলানুজ শ্যাম,—
 জীবন-অধিক ব'লে বাঁ'র জ্ঞান,—
 (সেই) সর্ব-সুললিত সদৃশ-নিলয়া,
 পীরিতি-সরস কোমল-হৃদয়া,
 শ্রীরাধিকা-সখী, দেবী ললিতার,
 চরণ-কমলে প্রণতি অপার ॥ ৬ ॥

৭। বাং কানপি ব্রজকুলে বুবভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপদ্বপদবীমনুরুধ্যমানান্ ।
সত্ত্বস্তদিক্ৰটনেন কৃতার্থরন্তীং
দেবীং গুণৈঃ স্থললিতাং ললিতাং নমামি ॥

যে কোন যুবতী হেরি' এই ব্রজধামে,
বুবভানুকুমারীর স্বপক্ষীয়াজ্ঞানে,—
সত্ত্ব সত্ত্ব বিনি অতি কৃপাবুক্ত মনে,
কৃতার্থ করেন তাঁ'র,— ইন্দ্ৰসংঘটনে ।
মহাকৃপাবতী সেই দেবী ললিতার,
রাতুল চরণপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৭ ॥

৮। রাধাব্রজেন্দ্রহৃতসঙ্গমরঙ্গচর্যাং
বর্ষাং বিনিশ্চিতবর্তীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।
তাং গোকুলপ্রিয়সখীনিরুদম্বনুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ স্থললিতাং ললিতাং নমামি ॥

শ্রীরাধিকা-মাধবের সঙ্গম, মিলন,
চাকুরূপে যুগলের চিত্তবিনোদন,—
নিখিল-উৎসব হ'তে এ' কান্যের প্রতি,
আসক্তি ও শ্রেষ্ঠবুদ্ধি, স্থির বাঁধ অতি ।

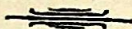
গোকুলের প্রিয়সখী-কুল-মুখ্যতমা,
 সুললিত গুণবতী, রূপে নিরূপমা,
 রাধা-প্রাণপ্রিয়া সেই দেবী ললিতার,
 পাদপদ্মে এ' দাসীর প্রণতি অপার ॥ ৮ ॥

৯। নন্দনমূনি ললিতাগুণালিতানি
 পদ্মানি যঃ পঠতি নিঃশ্লদৃষ্টিরক্ষৌ ।
 প্রীত্যা বিকরতি জনঃ নিজবৃন্দমধ্যে
 তং কীৰ্ত্তিদাপতিকুলোদ্ধলকল্পবল্লী ॥

নিঃশ্ল অন্তরে, হ'য়ে পুলকিত,
 লালিতাগুণে অতি সুললিত ।
 ললিতাদেবীর এ' পদ্ম অক্ষক,
 যত্ন-সহকারে পড়ে যে সাধক ।
 কীৰ্ত্তিদা-পতির কুল-কল্পলতা,
 রাধিকাসুন্দরী হ'য়ে রূপারতা ।
 পীরিতিবশতঃ আকর্ষিয়া তাঁ'রে,
 রাখে নিজজনগণের মাঝারে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীললিতাক্ষকং সমাপ্তম্ ।

অথ শ্রীমমুনাস্তকম্



শ্রীমমুনায়ৈ নমঃ

- ১। ভাতুরন্তকস্য পত্তনেহভিপত্তিহারিণী
 প্রেক্ষয়াতিপাপিনোহপি পাপসিদ্ধুতারিণী ।
 নীরমাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী
 মাং পুনাতু সৰ্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥
- বিনি ভাতা যমের রাজ্যে গমনবারিণী,
 দর্শনেই পাপীদের পাপসিদ্ধুতারিণী,
 নীরমাধুরীতে বিনি সৰ্বমনোহারিণী,
 পূত মোরে করুন সদা, সেই ভানুনন্দিনী ॥ ১ ॥
- ২। হারিবারিধারয়াভিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা
 পুণ্ডরীকমণ্ডলোদগুজালিতাণ্ডবা ।
 স্থানকামপামরোত্রপাপসম্পদন্ধিনী
 মাং পুনাতু সৰ্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥

চাকু বারিধারে যিনি খাগুবেরে মণ্ডিনী,
 শ্বেতপদ্মবৃন্দে বাঁধ, নাচে পক্ষি-পক্ষিনী,
 স্নান-কান পাগরেরো, যিনি পাপনাশিনী,
 পূত মোরে করুন সেই পদ্মবন্ধুনন্দিনী ॥ ২ ॥

৩। শীকরাভিমুখজন্তু-ছবিপাকমর্দিনী

নন্দনন্দনাস্তুরঙ্গভক্তিপূরবন্ধিনী ।

তীরসঙ্গমাভিলাষিগঙ্গলানুবন্ধিনী

মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥

নীর-কণা-স্পৃষ্ট-প্রাণীর ছবিপাক-মর্দিনী,

নন্দনু-অন্তরঙ্গ-ভক্তিরশি-বন্ধিনী,

তীর-সঙ্গ-অভিলাষি-গঙ্গলানুবন্ধিনী,

পূত মোরে করুন সদা, সেই ভানুনন্দিনী ॥ ৩ ॥

৪। দ্বীপচক্রবালজুস্তসপ্তসিদ্ধুভেদিনী

শ্রীমুকুন্দনির্গিতোরুদিব্যকেলিবেদিনী ।

কান্তিকন্দলীভিরিঙ্গনীলরঙ্গনিন্দিনী

মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥

(যিনি) সপ্তদ্বীপ-পরিবৃত সপ্তসিন্দু-ভেদিনী,
 মুকুন্দের বিনির্মিত-দিব্য-কেলিবেদিনী,
 কান্তিকন্দলীতে ইন্দ্রনীলমণি-নিদ্দিনী,
 পূত সদা করুন সেই পদ্মবন্ধুনন্দিনী ॥ ৪ ॥

৫। মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
 প্রেমনন্দবৈষ্ণবাক্ষবর্দ্ধনার পণ্ডিতা ।
 উগ্নিদোর্বীলাসপদ্মনাভপাদবন্দিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥
 যিনি, মনোহর মাথুরমণ্ডলে মণ্ডিতা,
 প্রেমবন্ধ ভক্ত-ভক্তি-বিবর্ধনে পণ্ডিতা,
 উগ্নিরূপ ভুজে যিনি কৃষ্ণপাদবন্দিনী,
 পূত সদা করুন মোরে, সেই ভানুনন্দিনী ॥ ৫ ॥

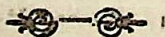
৬। রম্যতীররত্নমাণাগোকদম্ভূমিতা
 দিব্যগন্ধভারদম্বপুষ্পরাজি-রুমিতা ।
 নন্দসূনুভক্তসজ্জসঙ্গমাভিনন্দিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥

(যিনি) ভীরচারী হৃদয়-কারী, গাভী-বৃষ-শোভিতা,
দিবা-নক্ষ-নীপ-পুষ্প-নগ্ন, গন্ধমোদিতা,
নন্দনু-ভক্তগণে মহোন্মাদস্বরিনী.
পূত মোরে করুন সদা, পদ্মবন্ধু নন্দিনী ॥ ৬ ॥

৭। কুলপদ্মললিকাকঙ্কহংসলক্ষকুজিতা
ভক্তিবিহুদেবনিক্ককিন্নরালিপূজিতা ।
ভীরগন্ধবাহগন্ধভ্রম্যবন্ধরক্ষিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু নন্দিনী ॥
(যিনি) হৃদ-কুল লক্ষ লক্ষ রাজহংস-কুজিতা,
ভক্তিগম্য দেব-সিন্ধু-কিন্নরাদি পূজিতা,
(বাঁধ) ভীর-গন্ধবাহ-লেশ, ভ্রম্য-বন্ধ-নাশিনী,
পূত মোরে করুন সদা, সেই ভাসুনন্দিনী ॥ ৭ ॥

৮। চিদ্রিলাসবারিপূরভূভূবঃস্বরূপিনী
কীর্তিতাপি দুর্গদোরুপাপমর্গতাপিনী ।
বলবেন্দনন্দনাজরাগভঙ্গগন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥
(যিনি) চিদ্রিলাস বারিধারে ভূভূবঃস্বরূপিনী,
কীর্তনেই দুর্গদোরো পাপচ্ছেদকারিণী;

গোপরাজ-নন্দনের অঙ্গরাগ-গন্ধিনী,
 পুত্র মোরে করুন্ সদা, পদ্মবন্ধুনন্দিনী ॥ ৮ ॥
 ৯। তুচ্ছবুদ্ধিরক্টকেন নির্মলোন্মিচেষ্টিতাং
 স্বামনে ভানুপুত্রি ! সর্বদেববেষ্টিতাম্ ।
 যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্বপাপমোচনে
 ভক্তিপূরমস্য দেবি ! পুণ্ডরীকলোচনে ॥
 সর্বপাপবিনোচনী, সর্বদেববেষ্টিতা,
 ভানুপুত্রি শ্রীমদ্বনে ! নির্মলোন্মিচেষ্টিতা,
 যে তুচ্ছবুদ্ধি (এ') অক্টকে, রত ভোনা বন্দনে.
 কোরো তাঁ'র ভক্তি বুদ্ধি, পুণ্ডরীক-লোচনে ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রীমদ্বনাকটকং সমাপ্তম্ ।



অথ প্রথমঃ শ্রীগোবর্দ্ধনোষ্টকম্

নমঃ শ্রীগোবর্দ্ধনায়

- ১। গোবিন্দাশ্রোভঃসিতবঃশীকণিতোদ্র-
 দ্বাস্যোৎকণ্ঠামত্মমুগ্ধরজ্জবীত !
 রাধাকৃণোতু সতরঙ্গাস্থুরিতাপ !
 প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণায় ॥

কুম্ভধর-লগ্ন-বংশী-নিব্বণ-শ্রবণে,
 নৃত্যরত উৎকণ্ঠিত মনু শিথিগণে,
 স্তবেষ্টিত হৃদয়ে তুমি করিছ বিরাজ ।
 হরিদাস-কুল-শ্রেষ্ঠ ওহে গিরিরাজ !
 শ্রীকৃষ্ণের সমুন্নত তরঙ্গের দ্বারা,
 ভব তলভূমি সদা হইয়া উর্বরা,
 অভিনব সুশ্যামল, তৃণ-লতা-দল,
 অঙ্গুরিত করি' শোভে ঐ কলেবর ॥

অতএব কৃপাময় গিরি গোবর্দ্ধন !

আনার প্রত্যাশারাজি করহে পূরণ ॥ ১ ॥

২। যস্যোৎকর্ষাদ্বিস্মিতবীভিষ্ণুজদেবী-
 ব্রহ্মৈবর্ঘ্যঃ বর্ণিতমাস্তে হরিদাস্তম্ ।
 চিত্তৈবুজ্জন্ স ত্ৰ্যতিপুঞ্জৈরখিলাশাং
 প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥

ওহে গিরি গোবর্ধন ! ব্রজদেবীগণ,
 কৃষ্ণ-কৃত সন্মুৎকর্ষ করিয়া দর্শন,
 “হরিদাসবর্ঘ্য—এই গিরি গোবর্ধন”,
 বিশ্বয়ে একপ কপা করেছে বর্ণন ।
 সেই তুমি,— নিজ অতি বিচিত্র-ললিত,
 ত্র্যতিপুঞ্জে দিগ্ভ্রমল করে উদ্ভাসিত,
 সেবন প্রত্যাশা মোর করছে পূরণ,
 তব সন্নিকটে সদা এই নিবেদন ॥ ২ ॥

৩। বিন্দুদ্বিধৌ মন্দিরভাং কন্দরব্রহ্মৈঃ
 কন্দৈশ্চেন্দোর্বকুভিরানন্দয়তীশম্ ।
 বৈদূর্য্যভৈর্নিব্বরতোয়ৈরপি সৌহর্য্যং
 প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥

মন্দিরের নত চাকু কন্দর-ভবনে
 শুভ্র-স্নাত, অতি মিষ্ট, কন্দ-মূল্যপণে,

বৈদূর্য্যভ নিক্ত-স্বচ্ছ, নিবারের জলে,
 আনন্দিত কর ভূমি, শ্রাম-বংশীধরে ।
 হরিদাস-শিরোমণি ! গিরিগোবর্ধন !
 আমার প্রত্যাশারাজি করহে পূরণ ॥ ৩ ॥

- ৪। শত্রুদ্বিশালঙ্করণালঙ্কৃতিমেধোঃ
 প্রেমণা ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্ধীপিতমানো ।
 নিত্যাক্রন্দংকন্দর । বেগুধ্বনিহর্ষাৎ
 প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥
 নিখিল বিশ্বের যিনি ভূষণ-ভূষণ,
 সেই গোপালেরে দিতে সজ্জা-আভরণ,
 নানাবিধ গিরিধাতু, প্রেম-প্রক্ষালিত,—
 সানুদেশটীরে তব, করেছ দীপিত ।
 বংশবিনির্গত হর্ষ-ধ্বনিতে সুন্দর,
 নিয়তই পরিপূর্ণ, তোমার কন্দর ।
 নিত্য সেবাসুখময় গিরি গোবর্দ্ধন !
 আমার প্রত্যাশা শীঘ্র করহে পূরণ । ৪ ॥

(৯০)

স্তবমালা

৫। প্রাজ্যা রাজির্বন্য বিরাজত্ব্যপলানাং
 কৃষ্ণেনানৌ সন্ততনক্যানিতমধ্যা ।
 সোহরং বন্ধুবন্ধুরধম্মা স্তরভীণাং
 প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥

কৃষ্ণোপবেশনরূপ সৌভাগ্য-উদয়ে,
 কিবা শোভা পায় তব, উপল-নিচয়ে ।
 বন্ধুভাবে গাভীদের করিয়া পালন,
 ধর্ম তব পূর্ণভাবে, হ'তেছে বর্ধন,
 অতএব 'বন্ধুরধর্ম' ওহে গিরিরাজ !
 আমার প্রত্যাশারূপি পূর্ণ কর আজ ॥ ৫ ॥

৬। নিধু'দ্বানঃ সংহ্রতিহেতুং ঘনবুল্লং
 জিহ্বা জম্ভারাতিমসম্ভাবিতবাহম্ ।
 স্বানাং বৈরং যঃ কিল নিষাপিতবান্ সঃ
 প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥

অতি ভয়ঙ্কর,— বিশ্বসংহারকারক,
 অজেয় শকতিধর মন্ত বলাহক,
 তা' সবারে দূর ক'রে, ইন্দ্র পরাজয়ে,
 বিনাশ ক'রেছ তুমি শৈল-শত্রুচয়ে ।

ওহে ইন্দ্রবিজয়িন্, গিরি গোবর্ধন !

আমার প্রত্যাশারানি, কর সম্পূরণ ॥ ৬ ॥

৭। বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজদণ্ডোপরি ভর্তু-

“ছত্রীভাবং নাম বথার্থং স্বমকার্মিণং ।

কৃষ্ণোপজ্ঞং যশ্চ মখস্তিষ্ঠতি সোহয়ং

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥

নিজ স্বামী গোপালের ভুজদণ্ডোপরি,—

অতিশর মনোরম ছত্রাকার ধরি’—

ইন্দ্রকৃত বিয় হ’তে গোকুলের ত্রাণে,—

সার্থক করেছ তব, গোবর্ধন নামে ।

তব যজ্ঞ-মহোৎসব, শ্রীকৃষ্ণ প্রথম,—

জ্বাত হ’য়ে সর্বত্র কৈলা প্রচলন ।

অতাপি তোমার পূজা হয় গিরিরাজ !

মম মনোবাঞ্ছারাজি পূর্ণ কর আজ ॥ ৭ ॥

৮। গান্ধর্বীয়াঃ কেলিকলাবান্ধব ! কুঞ্জে

সুধৈস্তৃপ্তাঃ কঙ্কণহারৈঃ প্রযতাস্র !

রাসক्रीড়ানশ্চিত্তরোপত্যকরাঢ্য !

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥

(৯২)

স্তবমালা

গোবিন্দ-মনোমোহিনী দেবী গান্ধবীর,
 বান্ধবস্বরূপ তুমি, বিলাস-কলার ।
 নিকুঞ্জে পতিত তাঁর, কঙ্কণাদি, হার,
 শোভা পায় তব অঙ্গে অতি চমৎকার ।
 রাস-ক্রীড়ামণ্ডলেতে, হইয়া মগ্নিত,
 তব উপতাকাভূমি, কিবা শোভাযিত ।
 রাধা-কেলি-সহায়ক, মিত্র গোবর্দ্ধন !
 হৃতির প্রত্যাশা মম, কর সম্পূরণ ॥ ৮ ॥

- ৯। অদ্বিশ্রেণীশেখর ! পদ্যাক্টকমেতৎ
 কৃষ্ণাস্তোদপ্রেষ্ঠ ! পঠেদ্যন্তব দেহী ।
 প্রেমানন্দং তুন্দিলয়নং কিপ্রমমন্দং
 তং হর্ষেণ স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ ॥
 কৃষ্ণমেঘবন্ধো ! শৈলপতি গোবর্ধন !
 এই পদ্যাক্টক পাঠ করেন বে জন,—
 তব হৃদয়েশ কৃষ্ণ, শীঘ্র হৃষ্ট মনে,—
 প্রেমানন্দ রাশি তাঁর, নিয়ত বর্ধনে,—
 নিজজন অগীকারে করেন গ্রহণ ॥ ৯ ॥

ইতি মদনমুরাখ্যং প্রথমং শ্রীগোবর্দ্ধনাক্টকম্ ।

অথ দ্বিতীয়ে শ্রীগোবর্দ্ধনাস্টকম্



শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

- ১। নীলস্তম্ভোজ্জল রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে
 ছত্রচ্ছায়া দধদধরিপোলকসপ্তাহবাসঃ ।
 ধারাপাতলপিভমনসা বক্ষিতা গোকুলানাং
 কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্মা গোবর্দ্ধনো নঃ ॥
- নীলস্তম্ভের মতো, চির উজ্জল, কান্তি-পটলমণ্ডিত,-
 শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডোপরে করি' ছত্রের ছায়া সজ্জিত,-
 ঐ অবারি হরির, করোপরি যিনি,- করিয়া সপ্তাহ বাস,
 ধারা-পাতাকুল, ব্লিষ্ট গোকুলের, দূর করেছেন ত্রাস ।
 (সেই) গোপকুল আর, গো-কুলরক্ষক, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গোবর্ধন,
 করুন মোদের কুশল নিস্তার, করুণায় চিরন্তন ॥ ১ ॥
- ২। ভীতো যস্মাদপরিগণয়ন্ বান্ধবস্নেহবন্ধান্
 সিদ্ধাবদ্রিস্তরিতমবিশং পার্শ্বভীপূর্বজোহপি ।
 যন্তঃ স্তম্ভদ্বিগমকুরুত স্তম্ভসংভেদশৃণুঃ
 স প্রোঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্মা গোবর্দ্ধনো নঃ ॥

পার্বতী-পূর্বজ, মৈনাক পর্বতও যে বাসব-ভীতিকলে,—
বন্ধু-গণ-স্নেহ, না করি' গণনা, পাশেছে সাগর-জলে ।
অস্তুর বৈরী, ইন্দ্রেরও যিনি, সকল গরব-হর,—
(সেই) প্রগল্ভচেতা, মহা মহীয়ান, গোবর্ধন গিরিবর,
করুন নোদের কুশল বিস্তার, এই যাচি নিরন্তর ॥ ২ ॥

৩। আবিকৃত্য প্রকটনুকূটাপটোপমঙ্গঃ স্ববীরঃ
শৈলোহ্মীতি ক্ষুটমভিদবত্বৃষ্টিবিস্ফারদৃষ্টিঃ ।
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসরসরসবৈদ'ভমঙ্গঃ
ধন্যঃ সোহয়ং প্রথয়তু সদা শশ্ব গোবর্ধনো নঃ ॥
মহা-অহংকারে, অতি সুসত্তর, শ্রীঅঙ্গ প্রকাশ ক'রে,—
“আমিই শৈলরাজ গোবর্ধন”,—এ'রূপ বচন-ভরে,
সপ্রীত নয়নে, হৃজবাসীদন্ত, অগ্নাদি উপায়ন,—
রাশিকৃত সবই, শ্রীগোপাল যা'রে, ক'রায়েছে ভঙ্গ ।
তুমি সেই ধন্য, গিরিগোবর্ধন ! শুন শুন নিবেদন,—
করিও নোদের কুশল বিস্তার, করুণায় চিরন্তন ॥ ৩ ॥

৪। অগ্ন্যপ্যর্জ্জপ্রতিপদি মহান্ ভ্রাজতে যন্ত যজ্ঞঃ
 কৃষ্ণোপজ্ঞঃ ভগতি স্তরভোসৈরিভীক্ৰীড়য়াতঃ ।
 শপ্পালমোত্তমতটতরা যঃ কুটুম্বঃ পশুনাং
 সোহয়ঃ ভূয়ঃ প্রথরভু সদা শশ্ব গোবর্দ্ধনো নঃ ॥

অগ্ন অবধিও, কার্ত্তিকমাসের, (শুক্লা) প্রতিপদ-তিথি ধরে—
 কৃষ্ণ-পরিজ্ঞাত, অগ্নযজ্ঞ ঘাঁর, হইতেছে আড়ম্বরে ।
 বহু-নির্ঝর-বারি-সিক্ত সরস, শস্য-শ্যাগ তটটি ঘাঁর,
 ধেনু-মহিষীগণের, ক্রীড়াভূমি আর,— কুটুম্ব চমৎকার,
 সেই গোবর্ধন, করুণাবগতঃ, আমাদের সবাঁকার,
 সেবা-প্রাপ্তিরূপ নিভা-কুশল, করুন আবিষ্কার ॥ ৪ ॥

৫। শ্রীগান্ধর্বাদয়িতসরসীপদ্মসৌরভ্যরজঃ
 হৃদা শঙ্কোহরপদবশৈরস্বনঃ সঞ্চরন্তিঃ ।
 অস্ত্রঃক্ষোদ প্রহরিককুলেনাকুলেনানুযাঠৈ-
 বাঠৈভুক্তঃ প্রথরভু সদা শশ্ব গোবর্দ্ধনো নঃ ॥

শ্রীরাধিকা আর শ্যাম-সরোবরে, বিকচ কমল-কুল—
 (তা'দের) সৌরভ্যরূপ বস্ত্র অপহরি',— সুনীরব, শঙ্কাকুল,—
 জলকণারূপ প্রহরীনিচয়ে, নিত্য অনুধাবমান,—
 হিম-সুশীতল সমীরণে বিনি নিয়ন্তাই সেব্যমান ।

(৯৬)

সুবমালী

সেই মহীয়ান, চির মনোরম, গোবর্ধন গিরিবর ।
করুন মোদের কুশল বিস্তার, এ' প্রার্থনা নিরন্তর ॥ ৫ ॥

৬। কংসারাতেস্তুরিবিলসিতৈরাতরানঙ্গরঙ্গৈ,-
রাভীরীণাং প্রণয়নভিতঃ পাত্তমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ ।
ধৌতগ্রাবালিরমলিনৈর্নানসামর্ত্যসিক্কা,-
বাঁচিভ্রাটৈঃ প্রথয়তু সদা শার্ঙ্গ গোবর্ধনো নঃ ॥

তরঙ্গে বাঁহার, রসিক মুরারী, চতুর নাবিক সাজি'
কৌতুক রাখি' কাম-লীলা-পণ, করেছে নৌকা-বিলাসরাজি,
আভীরীগণের প্রণয়-বধিনী, সে' মানসীগঙ্গার,
উন্মীলনাথ, হইতেছে বাঁর, শিলাবীধি পরিষ্কার,—
তনিতাকাল, সেই গোবর্ধন, আমাদের সুকল্যাণ,—
করুন বিধান, করুণাবশতঃ, বাচি এই অবদান ॥ ৬ ॥

৭। বন্যাধ্যক্ষঃ সকলহৃষ্টিনামাদদে চক্রবর্তী,
শুদ্ধং নান্দদ্রজমুগদৃশামর্পণাদিগ্রহন্ত ।
ঘট্টশ্রোষ্টৈর্মধুকররুচস্তস্য ধানপ্রপট্টৈঃ,
শ্রানপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শার্ঙ্গ গোবর্ধনো নঃ ॥

নিখিল-সাহসি-চক্রবর্তী হরি, চতুর অধ্যক্ষ হইয়া য়ার—
 মৃগদৃশাদের দেহার্পণ বিনে, করেনি গ্রহণ শুদ্ধ আর;
 মধুকর-সম রম্যমান্ত্রিময়, উন্নত সেই ঘটদেশ,—
 ছাতি প্রসারিয়া করেছে শ্যামল, স্ত্রশোভন য়ার সানুদেশ,
 সেই মহীয়ান গোবর্ধন গিরি, হ'য়ে অতি কৃপাময় ।
 বর্ধন করুন সতত মোদের, সেবনকুশলচয় ॥ ৭ ॥

৮। গান্ধর্বীয়াঃ সুরতকলহোদ্যামতাবাদৃকৈঃ,
 ক্রান্তশ্রোত্রোংপলবলয়িভিঃ ক্ষিপ্তপিষ্টাবতঃসৈঃ ।
 কুণ্ঠৈস্তল্লোপরি পরিলুষ্ঠৈর্জয়ন্তীপরীতৈঃ,
 পুণ্যাস্ত্রীঃ প্রথরতু সদা শশ্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥

লাল কর্ণোংপল, পতিত রয়েছে, য়াহার নিকুঞ্জ-মাঝে,—
 মৃণাল-বলয়, পিষ্ট-অবতঃস, লুটায় শিথিল সাজে,—
 পড়িয়া লুটায়, বিহার-শয্যায়, গলার বৈজ'ন্তী হার,
 একপে রাখার, স্রব-কলহের, (প্রাবল্য) জ্ঞাপক কুণ্ঠে য়ার,—
 পুণ্য কলেবর, শোভে নিরস্তুর, সেই গিরি গোবর্ধন,
 হ'য়ে সক্ররুণ, নিয়ত করুন, কুশল সংবর্ধন ॥ ৮ ॥

(৯৮)

স্তবমালা

৯. বস্তুকটায় ক্ষুটমুপঠেচ্ছ দ্বয়া শুদ্ধরাস্ত,-
 নৈব্যঃ পদ্যাক্টকমচটুলঃ স্তম্ভ গোবর্দ্ধনস্য ।
 সান্দ্রং গোবর্দ্ধনধরপদবন্দ শোণারবিন্দে,
 বিন্দন প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥

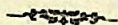
পবিত্র হিয়ায়, বিমল শ্রদ্ধায়, সমাগ রূপে স্তম্ভপট স্বরে,
 সস্তম্ভমনে, হ'য়ে অচঞ্চল, গোবর্ধনাক্টক যে জন পড়ে,
 গিরিবরধর-পদ-অরবিন্দে, সান্দ্র-প্রেমভক্তি লভি' সে নরে,—
 শ্রীগিরিরাজের নিভৃতদেশে, পেয়ে অনুকূল ভজন স্থান,
 মুগল-সেবনে রহে গো মাতিয়া, আশানুরূপ ঢালিয়া প্রাণ ॥ ৯

ইতি শ্রীগিরিজবাসানন্দঃ নাম দ্বিতীয়ঃ
 শ্রীগোবর্দ্ধনাক্টকম্ ।



অথ শ্রী বৃন্দাবনাষ্টকং ।

নমঃ শ্রী বৃন্দাবনায়



১। মুকুন্দমুরলীরব-শ্রবণফুল্লহৃদয়লবী.-

কদম্বককরমিতপ্রতিকদম্বকুঞ্জান্তরা ।

কলিন্দগিরিনন্দিনীকমলকন্দলান্দোলিনা,

সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥

মুকুন্দ-মুরলী-কলগীতি শুনি' প্রেমপাগলিনী বল্লবীগণে,

কদম্ব-কুঞ্জনিচয়ে বাঁহার, আসে দলে দলে ফুল্লমনে ।

কলিন্দনন্দিনী যমুনায় ফোটে, অতি মনোহারী সরোজচয়,—

সতত তাঁদের আন্দোলনকারী, সমারণে যিনি সুবাসময় ।

সেই প্রেম-নিকেতন শ্রীবৃন্দাকানন ।

নিয়ত হউন মোর পরমশরণ ॥ ১ ॥

২। বিকুণ্ঠপুরসঃশ্রয়াদ্বিপিনতোহপি নিঃশ্রেয়সাং,

সহশ্রগুণিতাং প্রিয়ং প্রচুহতী রসশ্রেয়সীম্ ।

চতুর্নুখমুখৈরপি স্পৃহিততর্গদেহোদ্ভবা

জগদংকুরভিরগ্রিষ্টৈঃ শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥

(১০০)

সুখমালা

বৈকুণ্ঠপুরীর রমা নিঃশ্রেয়স বন, কল্যাণ প্রদ চিরন্তন,
সে' বিগিন হ'তে সহস্র গুণিত, হুমঙ্গল যিনি করেন দান,—
জগতের গুরু, চতুরাননও. হীন তৃণ জন্ম বেধায় চা'ন,—
সেই মহাগুণকল্যাণ দিব্য বৃন্দাবন ।

সত্তত হউন মম পরমশরণ ॥ ২ ॥

৩। অনারতবিকস্মরত্রতিপুঞ্জপুষ্পাবলী,—
বিনারিবরসৌরভোদগম-রমাচমৎকারিণী ।
অমন্দমকরন্দভৃদ্বিটপিবৃন্দবন্দীকৃত,—
দ্বিরেককুলবন্দিতা শরণনস্ত বৃন্দাটবী ॥

বাঁর অবিরত প্রসুটনশীল, শুল্লিলিত নববস্ত্ররী,—
হৃদূরবিসারী কুহুম-সৌরভে, জনমে বিস্ময় শ্রীলক্ষ্মীর,
অতিশয়রূপে মকরন্দবর্ষা বৃক্ষে সমাগত ভ্রমর সব,
গুনগুনরবে নধুর গুঞ্জে, করিছে নিয়ত বাঁহারি স্তব,—
সেই দিব্য শোভাময় শ্রীবৃন্দাকানন ।

সত্তত হউন মম পরমশরণ ॥ ৩ ॥

৪। ক্ষণ্যতিবনপ্রিয়োব্রজনবীনবৃনোঃ পটৈঃ,
হুবন্তভিরলঙ্ঘ্যতা ললিতলক্ষ্মলক্ষ্মীভরৈঃ ।
তয়োঁন'ধরমগুলীশিখরকেলিচর্যোচিঠৈত,
ব'তা কিশলয়াকুরৈঃ শরণনস্ত বৃন্দাটবী ॥

সৌদামিনী আর নবধন সম,
 শোভাশালী নবা-যুগলের,—
 সুললিত পদ-চিহ্ন অভিযা,
 অশ্রু নাট যাঁ'র সৌভাগ্যের।
 ধ্বজ-পদ্ম-বজ্র-অঙ্কুশ-আদি,
 স্তোত্রাক্রম চরণ-চিহ্নে,
 নিত্যই যাঁ'র সারা অবয়ব,
 অপূর্ব-সুধমা-ভূষিত হ'য়ে,—
 ঐ যুবরাজের, শ্রীকর-নখের,
 স্তম্ভ চয়নের যোগা সব,—
 নব কিশলয়, তৃণ-অঙ্কুরে,
 পরিপূর হয় কি অভিনব!
 সুন্দর শায়াল হেন শ্রীবৃন্দাকানন।
 নিয়ত হউন সম পরমশরণ ॥ ৪ ॥

৫। ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী শুভতরাধিকারক্রিয়া,—
 প্রভাবজন্তুখোঃসবক্ষুরিতজঙ্গম দাবরা।
 প্রলম্বদমনানুজঘনিতবংশিকা-কাকলী—
 রনজ্জয়গমগুলা শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥

(১০১)

সুবমালী

ব্রজেন্দ্রসখ - সুভা শ্রীরাধার,
 আদেশে বেধায় বৃন্দা আলি,
 শুভ অধিকার-সুখ - উৎসবে,
 (স্বাবর-জন্ম) সবারে করেছে আনন্দশালী ॥
 প্রলম্ব-দমন শ্রীবলানুজের,
 মোহন বংশিকা - কাকলী - কল,
 শ্রবণ-আমোদে করে বিচরণ,
 বেধায় রসজ্ঞ মৃগের দল ॥
 সেই বৃন্দাটবী, চিররম্য অনুপম ।
 হউন সত্তত মন আশয় পরম ॥ ৫ ॥

৬। অমন্দমুদিবার্ব দাভাধিকানাধুরীমেতুর-
 ব্রজেন্দ্রসুতবীক্ষণোন্নতিভনীলকণ্ঠোৎকরা ।
 দিনেশব্রজদাত্তজাকৃতনিজাভিমানোল্লস-
 ল্লতাখগনুগাঙ্গনা শরণমন্ত বৃন্দাটবী ॥

মেঘ-মেতুর মাধুরী শামের, করি' দরশন ময়ুরগণে,
 বিবিধ রঙ্গে, নাচিছে বেধানে, পরম আনন্দ কোতুকসনে ।
 দিনেশব্রজ বৃন্দভাসুসুতা,- শ্রীমতী রাধিকা আপন-জ্ঞানে,
 "এই বৃন্দাটবী, আমরা আমরা"—

এরূপ পীরিতি-বচনদানে,

লভিকা-বিহগী, মৃগান্ননাকুলে,

পরম উল্লাসে মাতান্ বেধা ।

সেই বৃন্দাটবী, শরণা আমার—

চিররাসস্থল হউক সেবা ॥ ৬ ॥

৭। অগণ্যগুণনাগরীগণ-গরিষ্ঠগান্ধর্বিকা,-

মনোজরগচাতুরীপিপুনকুঞ্জপুষ্পোজ্জ্বলা ॥

জগদ্রয়কলাগুরোল'লিতলাশবল্লংপদ,-

প্রয়োগবিধিসাক্ষিনী শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥

অগণিত-গুণ-নাগরীগণের, শিরোভূষামণি গান্ধর্বার,-

মনোজ-সমর-চাতুরী সূচিছে, উজল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ যাব্দ ।

ত্রিজগত-কলা-গুরু গোবিন্দের, শোভন-ললিত নটন-কাষে,

পদ-চালনার সাক্ষীস্বরূপিনী,- হ'য়ে যিনি স্থখে নিরত রাজে ।

সেই মিত্য রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাকানন ।

সতত হউন মম পরমশরণ ॥ ৭ ॥

৮। বরিষ্ঠহরিদাসতাপদসমুদ্র-গোবর্দ্ধনা,

মধুরহৃদযুগ্মচমৎকৃতি- নিবাসরাসস্থলা ।

অগৃঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিমব্রজেনোজ্জ্বলা,

ব্রজস্থ সহজেন যে শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥

কৃষ্ণদাস্যরূপ পদমব্যাধার, সম্মানিত গিরি গোবর্ধন;

যে স্থানে নিরত, আছে বিরজিত, সেবাসুখামোদে বিলক্ষণ ।

মধুসূদনের বধূসমূহের চমৎকৃতির নিবাস স্থল,—
 বীর স্থানে স্থানে শোভে অনুপম, মহা রাগক্রীড়া-মণ্ডল ।
 সরস শ্যামল গহন রাজির, অতুল মাধুর্য্য দীপ্তিতে,
 সর্বত্রই বীর পরিমণ্ডিত, সহজ উজ্জ্বলা কাঙ্ক্ষিতে ।
 চির মধুময় সেই দিব্য বৃন্দাবন ।
 নিরন্তর হউন মন পরম শরণ ॥ ৮ ॥

৯। ইদং নিখিলনিকুটাবলিবরিষ্ঠ বৃন্দাটবী,-
 গুণস্বরূপকারি যঃ পঠতি স্মৃষ্ট পণ্ডার্ককম্ ।
 বসন বাসনগুক্তধীরনিশাগত্র সদ্ভাসনঃ,
 স পীতবসনে বশী রতিমবাপ্য বিক্রীড়তি ॥
 নন্দনকাননাদি নিখিল বনের ।
 মুকুটের মণি এই বৃন্দাবিনের ॥
 গুণরাজি স্মৃতিকারী, অতি মনোহর ।
 পণ্ডার্কক পাঠে যিনি নিত্য বদ্বপর ॥
 অবশ্য হইবে তাঁর বৃন্দাবনে বাস ।
 অভীষ্ট পূরণ, আর তুংখের বিনাশ ॥
 পীতবাসী শ্রীগোবিন্দে অমুরাগ-প্রীতি ।
 লাভ করে নিহরিবে সেবানন্দে নিতি ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রীবৃন্দাবনার্ককম্ ।

—৩৩—

শ্রীনাথচক্ৰ

১। নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা:- ত্র/

দ্ব্যতিনীরাজিতপাদপঙ্কজাস্ত।

অয়ি মুক্তকূলৈরুপাসাম্যনঃ,

পরিতস্তাং হরিনাম। সংশ্রয়ামি।

ওহে হরিনাম!

নিখিল শ্রুতিদের নিরোদেশস্থিত।

রত্নমালা-দীপ্তিধারা হয় নীরাজিত।

চরণ-পঙ্কজপ্রাপ্ত নিয়ত তোমার।

মুক্ত-কুলোপাস্য ভূমি, চিদানন্দাধার।

অতএব সর্বভাবে, তোমাকে আশ্রয়।

করিতেছে, এই অপরাধী দুরাশর। ১।

২। জয় নামধেয়। মুনিরন্দগের। হে,

জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।

স্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতঃ,

নিখিলোত্তাপপটলোঃ বিনুশ্রুতিমি।

জয় জয় নামধেয়, ওহে হরিনাম !
 মূনিগণ নিরন্তর করে তব গান ॥
 সর্বজনে পরানন্দ করিতে প্রদান ।
 অক্ষর আকারে তুমি নিত্য বর্ধমান ॥
 তব প্রতি কোনরূপ অ'দর বাতীত ।
 একবার মাত্র তুমি, হ'লে উচ্চারিত ॥ !
 জীবদের বাবতীয় উগ্র ভয়নক ।
 সংসার-তাপরাশি, বেদনা দায়ক ।
 সমুদ্রে নিশ্চয় সব কর যে ভরণ ॥
 চরম পরম বস্তু, তুমি হে এমন ॥ ২ ॥

৩। যদাভাসোহপ্যুদ্বন্ কবলিতভবক্ষান্তবিভবো,
 দৃশঃ তদ্বাক্ষ'নামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্ ।
 জনস্তম্ভোদাত্তং জগতি ভগবন্মাতরণে ।
 কৃতী তে নিব'ন্তুঃ ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ?
 ওহে শ্রীভগবন্মাত প্রভাকর !
 তবাভাস হরি ভব-তমঃ যোরতর ॥
 তদ্বাক্ষ জনেরে ও করেন প্রদান ।
 ভক্তি-প্রাপক দৃষ্টি—শ্রেষ্ঠ দিব্যজ্ঞান ॥

উদাস্ত মহিমারাশি সমাগ্ বর্ণনে ।

এ' জগতে সমর্থ বা কোন্ কৃতী জনে ? ৩।

- ৪। যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি,
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।
অপৈতি নাম-ক্ষুরণেন ভক্তে,
প্রারব্ধকর্মেতি বিরোতি বেদঃ ॥

ভাগ্যবশে হইলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ।

ফলভোগ বিনা নহে বিনাশ বাহার ।

তব ক্ষুতিমাত্র সেই প্রারব্ধ করম ।

হারায় তাহার নিজ প্রচুর বিক্রম ॥

ওহে হরিনাম! তব করুণা এমন ।

উচ্চরবে বেদশাস্ত্র করেন কীৰ্ত্তন ॥ ৪॥

- ৫। অঘদমনবশোদানন্দনো ! নন্দনুনো !
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।
প্রণতকরণকৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে,
স্বয়ি মম রতিকঠৈর্বন্ধতাং নানথেষ !

অঘদমন, যশোদানন্দন, !
 নন্দের সুনো, কমলনয়ন !
 গোপীগন-মনোমোহন চন্দ্র, !
 বৃন্দাবিপিনের নব মহেন্দ্র !
 প্রণত করুণ, কৃষ্ণাধিনাম ।
 ভক্ত-কারণে নিত্য প্রকাশমান ॥
 এহেন (বহু) স্বরূপযুক্ত তব প্রতি,
 বাড়ুক অধিক মম রুচি রতি ॥৫

- ৬। বাচ্যঃ বাচকমিহাদেতি ভবতো নামস্বরূপবরঃ
 পূর্ব্বত্নাং পরমেব হন্ত করুণঃ তত্রাপি জানীমহে ।
 যন্তুগ্নিন বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভব-
 দাসোনেদমপাস্য সোহপি হি সদানন্দানুধৌ যজ্ঞতি
 ওহে নাম ! সক্তিদানন্দ তোমার স্বরূপ ।
 বাচ্য ও বাচক—এই হয় দুইরূপ ॥
 বাচ্য হন,— শ্রীবিগ্রহ নিত্য নৃতিমান ।
 বাচক স্বরূপ,— কৃষ্ণ, গোবিন্দাদি নাম ॥
 বিগ্রহ আকার আর, অক্ষর আকার ।
 দুই রূপে নিত্যকাল উদয় তোমার ॥

তা'র মদ্যে প্রথমেই আপেক্ষা দয়াল ।
 সমধিক দ্বিতীয়টি, জানি সর্বকাল ॥
 শ্রীবিগ্রহে অপরাধ করে যদি নরে ।
 নামের রূপায় সে-ও, অনায়াসে ভরে ॥
 সকাভরে নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণে ।
 আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয় সেই জনে । ৬ ।

৭। সুদিতাশ্রিতজনার্তিরাশয়ে,
 রম্যচিদম্বন-সুখস্বরূপিনে ।
 নাম ! গোকুলমহোৎসবায় তে,
 কৃষ্ণ ! পূর্ণবপুসে নমো নমঃ ॥
 যে নাম রূপিন কৃষ্ণ ! আশ্রিত জনের ।
 বিনাশ কর যে তুমি, আত্মনিকরের ।
 রম্য চিদম্বন সুখস্বরূপ প্রচুর ।
 গোকুল-উৎসবপ্রদ, অতি সুমধুর ।
 পূর্ণতম শ্রীবিগ্রহ সত্তত ভোমার ।
 ভোমারেই পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার । ৭ ।

৮। নারদবীণোজ্জীবন ! সুধোন্মি-নির্বাস-মাধুরীপূর !
 ত্বং কৃক্ণাম । কামং স্কুর মে রসনে রসেন সদা ॥
 ওহে কৃপাময় কৃক্ণাম-রসায়ন !
 নারদ-বীণার তুমি নব সজ্জীবন ॥
 সুধা-মাধুর্যোন্মি-সারে তুমি পরিপূর ।
 অতএব অহৈতুকী কৃপায় প্রচুর ॥
 মোর রসনায় সদা রসের সহিত ।
 অত্যধিক রূপে তুমি হওহে উদ্ভিত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীনাথাক্ষকম্ ।

—❦—

"জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ ।
 এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।
 বাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥"

সমাপ্ত

